বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৪ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। সোমবার । ৯ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪২১ সংখ্যা।। ১৭পাতা বুলেটিন সংখ্যা

Center of Excellence in Education & Culture

TARGET POINT STUDY CIRCLE

A Group of Target Point (R) School Recognized By : WBBSE, Index No - R1-283

TARGET POINT STUDY CIRCLE Estd 2014 P.O.- Haruchak (Sahabajpur) P.S.- Kaliachak, Dist.- Malda, (W.B.)

(10+2) STANDARD (ARTS & SCIENCE)

A BENGALI MEDIUM HIGHER SECONDARY SCHOOL
FOLLOWED BY W.B.C.H.S.E. CURRICULUM
ARTS and SCIENCE (XI & XII) STREAM
WITH SPECIAL COACHING FOR MEDICAL (NEET)
AND ENGINEERING (WBJEE)

MAGNIFICENT PERFORMANCES OF OUR STUDENTS IN H.S. - 2025

Admission Test
for class -XI (Science)
18th February, 2026
(Wednesday) at 12:00 pm

Offline & Online Form Fill-up will Start From 10th December, 2025
login for Online Form Fill-up:
www.targetpointrschool.org

NEET - UG & JEE 2025 Rankers

SEPARATE CAMPUS FOR BOYS AND GIRLS

BOYS' CAMPUS
SAHABAJPUR (CHHARKATOLA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 8637060130/ 8101609680

GIRLS' CAMPUS
SAHABAJPUR (MASTER PARA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 9734098601 / 9749271733

REGISTERED OFFICE :-
P.O : HARUCHAK (VIA- SAHABAJPUR),
P.S : KALIACHAK, DIST- MALDA,
WEST BENGAL - 732201

CONTACT NO- 9733080221 (H.M)
9734098601 / 9733093507 / 7872600103
9153199249 / 9775934411 / 8927011677
WEBSITE: www.targetpointrschool.org
Email ID : tprs2003@gmail.com

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৪ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। সোমবার ।৯ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪২১ সংখ্যা।। ১৭পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com
২৪ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। সোমবার । ৯ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪২১ সংখ্যা।। ১৭পাতা
বুলেটিন সংখ্যা

ভর্তি চলছে
ভর্তি চলছে
ইউনিক পয়েন্ট স্কুল (উঃ মাঃ)
স্থাপিত-২০১৩ একটি আদর্শ বেসরকারী আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত)

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেনীতে (বিজ্ঞান বিভাগে) ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
ফর্ম দেওয়া শুরু ৩০শে জানুয়ারী ২০২৬ তারিখ থেকে
ফর্ম জমা দেওয়া ও অ্যাডমিট সংগ্রহ করার শেষ তারিখ -১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬
প্রথম প্রবেশিকা পরিক্ষা
১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬ বুধবার, সময় - দুপুর ১২ টায়
ইউনিক পয়েন্ট স্কুল ক্যাম্পাস –উত্তর দারিয়াপুর।
ফল প্রাকাশ (Result)
২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ সোমবার ,বেলা ১২টা
সফল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া হবে ২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে

যাতায়াতের জন্য গাড়ির সু-ব্যাবস্থা আছে
বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা হোস্টেলের ব্যাবস্থা আছে
এক নজরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল

2020:- Abdul Hakim Ansari — 644 (92%)	2021:- Faten Nehal — 691 (99%)	2022:- Neha Parvin — 666 (95%)	2023:- Sahil Akhtar — 612 (88%)	2024:- Noor Alam — 630 (90%)	2025:- Nadiya Parveen — 657 (94%)
2019:- Saheba Khatun — 455 (91%)	2020:- Mahabuba Khatun — 475 (95%)	2022:- Sarifa Firdous — 483 (97%)	2023:- Md. Nayem Akhtar — 425 (85%)	2024:- Abul Kalam Azad — 435 (87%)	2025:- Sahil Akhtar — 448 (90%)
Md. Nisbaul Ansari M.B.B.S. (2022) North Bengal Medical College & Hospital			Md. Abdul Hakim Ansari M.B.B.S. (2024) Burdwan Medical College & Hospital		

-: প্রধান শিক্ষক :-
মহঃ রাফিকুল ইসলাম
9734637998 (H.M) / 9735967889 / 9614147014

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com

২৪ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। সোমবার । ৯ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪২১ সংখ্যা।। ১৭পাতা

বুলেটিন সংখ্যা

নিউ টাউন পাবলিক স্কুল [উঃ মাঃ]

শুভ উদ্বোধন

এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের আলাদা করে কোনো কোচিং এর প্রয়জন হয় না

১৮ মার্চ,২০২৬

একাদশ শ্রেণিতে (Science ও Arts) ভর্তি চলছে!

বোর্ড এক্সাম (H.S) এর পাশাপাশি NEET ও JEE প্রস্তুতির সেরা ঠিকানা।

আমাদের বিশেষত্বঃ

- টার্গেট : সায়েন্স ও আর্টস বিভাগে মাত্র ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী নেওয়া হবে (সিলেকশন টেস্টের মাধ্যমে)।
- আবাসিক ও অনাবাসিক: ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক হোস্টেলের সুব্যবস্থা।
- অভিজ্ঞ শিক্ষক: বহিরাগত এক্সপার্টদের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে কোচিং।
- মাধ্যম: বাংলা।

বিশেষ ধামাকা অফারঃ

প্রথম ২০ জন ভর্তিচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

ভর্তি ফিতে ২০% ছাড়!

ঠিকানা

নিউটন পাবলিক স্কুল এইচএস পুখুরিয়া মোড় বাস স্ট্যান্ড, মালদা।

Mobile: 7865852758 / 9476268597

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৪ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। সোমবার । ৯ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪২১ সংখ্যা।। ১৭পাতা বুলেটিন সংখ্যা

ভারতের বিশ্বজয়

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ইতিহাস গড়ল, ইতিহাস ফেরাল। পাল্টাল ইতিহাসও। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ইতিহাসের নতুন অধ্যায় লিখল ভারতীয় ক্রিকেট দল। টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ৯৭ রানে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হল টিম ইন্ডিয়া। এই জয়ের ফলে ভারতের ঝুলিতে উঠল তৃতীয় টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শিরোপা, যা এখনও পর্যন্ত কোনও দেশের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। প্রায় ১ লক্ষ ৩২ হাজার দর্শকে ভরা স্টেডিয়ামে ভারতের এই জয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন ক্রিকেটপ্রেমীরা। একই মাঠে প্রায় তিন বছর আগে যে তিক্ত স্মৃতি তৈরি হয়েছিল, রবিবার সেই ক্ষত মুছে দিয়ে ইতিহাস পাল্টে দিলেন সূর্যকুমার যাদবদের দল।

ফাইনালে টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামে ভারত। শুরুটা খুব একটা ঝড়ো ছিল না। প্রথম দুই ওভারে ব্যাটসম্যানরা পরিস্থিতি বুঝে খেলছিলেন। বিশেষ করে অভিষেক শর্মাকে নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তাই ছিল, কারণ পুরো বিশ্বকাপ জুড়ে তাঁর ব্যাট তেমন কথা বলেনি। তবে ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পান তিনি। জেকব ডাফির ওভারে দুটি চার মারলেও ততটা স্বচ্ছন্দ দেখাচ্ছিল না তাঁকে। কিন্তু লকি ফার্গুসনের বলে একটি শক্তিশালী ছক্কা হাঁকানোর পর যেন বদলে যায় ম্যাচের গতি।এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাননি অভিষেক। মাত্র ১৮ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৫২ রান করে আউট হলেও ততক্ষণে ভারতের ইনিংস শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে গেছে। প্রথম ছয় ওভারেই ভারত তুলে ফেলে ৯২ রান, যা ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।অন্য প্রান্তে সঞ্জু স্যামসনও দুরন্ত ব্যাটিং করেন। শুরুতে কিছুটা ধীর গতিতে খেললেও একবার ছন্দে ফিরতেই বোলারদের উপর চড়াও হন তিনি। ৪৬ বলে ৮৯ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন সঞ্জু। তাঁর ইনিংসে ছিল আটটি ছক্কা ও পাঁচটি চার। সেঞ্চুরির খুব কাছে গিয়েও শতরান হাতছাড়া করেন তিনি।ইশান কিষানও এই ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মাত্র ২৫ বলে ৫৪ রান করে দলের রান বাড়াতে সাহায্য করেন তিনি। সঞ্জু ও ঈশানের জুটিতে একসময় মনে হচ্ছিল ভারত ৩০০ রানের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে।তবে ম্যাচে নাটকীয়তা আনেন নিউজিল্যান্ডের জিমি নিশাম। ১৬তম ওভারে তিনি সঞ্জু স্যামসন, ঈশান কিষান ও সূর্যকুমার যাদব;তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন। এতে ভারতের রান তোলার গতি কিছুটা কমে যায়।কিন্তু শেষদিকে শিবম দুবের ঝোড়ো ব্যাটিং আবারও ম্যাচের রং বদলে দেয়। মাত্র ৮ বলে ২৬ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেন তিনি। শেষ ওভারে একাই ২৪ রান তুলে ভারতকে বড় সংগ্রহ এনে দেন। নির্ধারিত ২০ ওভারে ভারতের স্কোর দাঁড়ায় ২৫৫ রান।বিশ্বকাপ ফাইনালের মতো ম্যাচে এই বিশাল রান তাড়া করা নিউজিল্যান্ডের জন্য কঠিন ছিল। তবুও ভারতের সমর্থকদের মনে কিছুটা উদ্বেগ ছিল। কারণ সেমিফাইনালে ইংল্যান্ড প্রায় বড় রান তাড়া করে ফেলেছিল। পাশাপাশি শিশিরের সম্ভাবনাও ছিল।কিন্তু ভারতের বোলিং আক্রমণ সেই সব উদ্বেগ দূর করে দেয়। জশপ্রীত বুমরাহ শুরু থেকেই কিউই ব্যাটিং লাইনআপে চাপ তৈরি করেন। চাপে পড়ে যায় কিউই দল।মাঝের ওভারগুলোতে ভারতের ফিল্ডিংও ছিল নজরকাড়া। যদিও দুটি ক্যাচ হাতছাড়া হয়েছিল, তবে কয়েকটি অসাধারণ ক্যাচ ম্যাচের মোড় পুরোপুরি ভারতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়।বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল টিম সেইফার্টের ক্যাচ। বাউন্ডারি লাইনে দাঁড়িয়ে ইশান কিষান অসাধারণ দক্ষতায় বলটি তালুবন্দি করেন। ভারসাম্য হারাতে বসেও বলটি আকাশে ছুড়ে দিয়ে আবার নিয়ন্ত্রণে এনে ক্যাচ সম্পূর্ণ করেন তিনি। সেই দৃশ্য অনেকের মনে করিয়ে দেয় অতীতের কিছু স্মরণীয় ক্যাচের কথা। নকআউট পর্বে খুব একটা ছন্দে না থাকলেও ফাইনালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন বরুণ চক্রবর্তী। বিধ্বংসী ব্যাটিং করা সেইফার্টকে আউট করে তিনি এই বিশ্বকাপে সর্বাধিক উইকেট শিকারির তালিকায় শীর্ষে ওঠেন।

এরপর ম্যাচে আর কোনও নাটকীয়তার সুযোগ ছিল না। নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার ছাড়া আর কোনও ব্যাটার উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি।ভারতের বোলাররা ধারাবাহিকভাবে উইকেট তুলে নিতে থাকেন। অক্ষর প্যাটেল তিনটি উইকেট নিজের প্রথম ওভারেই তিনি রাচিন রবীন্দ্রকে আউট করেন। ডিপ স্কোয়ার লেগে দারুণ ক্যাচ নেন ইশান কিষান।

অন্যদিকে অক্ষর প্যাটেলও অসাধারণ বোলিং করেন। তৃতীয় ওভারে ফিন অ্যালেনকে আউট করার পর পঞ্চম ওভারে গ্লেন ফিলিপসের উইকেটও তুলে নেন তিনি। এই দুই উইকেটেই কার্যত নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।পাওয়ার প্লে শেষে নিউজিল্যান্ডের স্কোর দাঁড়ায় ৩ উইকেটে মাত্র ৫২ রান। এত বড় লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে ক্রমশ চাপে পড়ে যায় কিউই দল।মাঝের ওভারে মাত্র ১৫ রান দিয়ে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের সেরা বোলার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন।শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড অলআউট হয়ে যায় ভারতের চেয়ে ৯৭ রান কমে। সেই সঙ্গে ভারত নিশ্চিত করে আরেকটি বিশ্বকাপ জয়ের গৌরব।এই জয়ের মাধ্যমে ভারত শুধু ট্রফিই জেতেনি, বিশ্ব ক্রিকেটে নতুন ইতিহাসও তৈরি করেছে। তিনবার টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের নজির আগে কোনও দেশের ছিল না। পাশাপাশি টানা দুইবার এই টুর্নামেন্ট জেতার কৃতিত্বও প্রথমবার অর্জন করল ভারত।আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, দেশের মাটিতে এই প্রথম কোনও দল টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতল। ফলে এই জয় ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব পাবে।স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন ভারতের দুই প্রাক্তন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি ও রোহিত শর্মা। তাঁদের সামনে নতুন প্রজন্মের ক্রিকেটাররা ইতিহাস গড়ে দিলেন।ম্যাচ শেষে পুরো নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম উৎসবে মেতে ওঠে। গ্যালারি ভরে ওঠে স্লোগান, গান ও উচ্ছ্বাসে। প্রায় তিন বছর ধরে এই মাঠে জমে থাকা হতাশা যেন এক মুহূর্তে মুছে যায়।এই জয়ের মাধ্যমে ভারত আবারও প্রমাণ করল যে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তারা বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দল। নতুন প্রজন্মের ক্রিকেটারদের হাত ধরে বিশ্বমঞ্চে ভারতের আধিপত্য আরও দৃঢ় হল।আর ভারতীয় দলের জয়ের পর তাঁদের অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার ধর্মতলার ধরনা মঞ্চ থেকে চড়া সুরে বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'ভোটের আগেই ভোট করে দিচ্ছেন! বড় হনু হয়ে গেছেন! প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলুন মিস্টার ভ্যানিশ কুমার।' তৃণমূল নেত্রীর দাবি, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির দোহাই দিয়ে বিশেষ করে মহিলাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এমনকি নিজের পরিবারের উদাহরণ টেনে তিনি জানান, তাঁর বাড়ির এক মেয়ের বিয়ে হওয়ার পর ঠিকানা বদলাতেই নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। মমতার সাফ হুঁশিয়ারি, 'মানুষকে ভোট দিতে দিতে হবে। ভোটাধিকার কেড়ে নিতে দেব না।'ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে তৃতীয় দিনের ধরনায় মুখ্যমন্ত্রী এদিন রাজ্য রাজনীতিতে ফের 'খেলা হবে' স্লোগান ফিরিয়ে আনেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচের আবহকে হাতিয়ার করে তিনি বলেন, 'রাজনীতির খেলা হবে ভোটের সময়।' তবে ক্রিকেট ম্যাচের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিন দেড় ঘণ্টা আগেই সভা শেষ করার কথা ঘোষণা করেন তিনি। খেলাধুলো আর রাজনীতিকে এক সুতোয় বেঁধে তাঁর মন্তব্য, 'বাংলা খেলাধুলো ভালোবাসে সবসময়। আজ ফাইনাল। আর রাজনীতির খেলা হবে ভোটের সময়।' সামনেই ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন, তার আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রণংদেহি মেজাজ রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ফেলে দিয়েছে।এদিনের মঞ্চ থেকে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের আকস্মিক পদত্যাগ নিয়েও বিস্ফোরক দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার অভিযোগ, রাজভবনের প্রাক্তন কর্তাকে ভয় দেখিয়ে এবং চাপ দিয়ে পদত্যাগ করানো হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'গভর্নরকে চলে যেতে হল কেন? একটা এনকোয়ারি হয়ে যাক!' রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বঙ্গসফরের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতির আগমনের দিন রাজ্যপালের তাঁকে স্বাগত জানাতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিজেপি ষড়যন্ত্র করে তাঁকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে ইস্তফা দেওয়ালো। বিজেপির উদ্দেশে তাঁর কটাক্ষ, 'কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজি!' মমতার দাবি, বিজেপি এখন নিজের 'ইয়েসম্যান' বসানোর চক্রান্ত করছে।বিজেপিকে 'অ্যান্টি-মহিলা' আখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গেরুয়া শিবির অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বাংলার মহিলাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে ছাঁটাই করছে। তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি বোধ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মমতার কথায়, 'ওরা নাকি এই রাজ্যকে 'সুনার বাংলা' করবে। কীভাবে করবে? 'বঙ্কিমদা', স্বামী রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙ্গে, শ্রীরামপুরে মিটিং করতে গিয়ে লিখছে শীরেমপুর।' বিজেপি নেতাদের টেলিপ্রম্পটার নির্ভরতা নিয়ে বিদ্রূপ করে তিনি বলেন, ওটা না থাকলে এঁরা হেলিকপ্টারে উড়ে চলে যাবেন।স্বাধীনতার ইতিহাস টেনেও বিজেপিকে তুলোধোনা করেন মমতা। জনবিন্যাস নিয়ে বিজেপির অপপ্রচারের জবাবে তাঁর প্রশ্ন, 'আচ্ছা দেশ স্বাধীন হয়েছে তখন কি আমি জন্মেছিলাম? আসলে ওরা সাইক্রিয়াটিক রোগী।' তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি যখন ব্রিটিশদের দালালি করছিল, তখন বাংলার বিপ্লবীরা দেশের জন্য লড়াই করছিলেন। ইতিহাস বিকৃতির প্রসঙ্গ তুলে তাঁর দাবি, এনসিইআরটি-র বই থেকে মহাত্মা গান্ধী, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীদের নাম মুছে ফেলা হচ্ছে। এমনকি ১০০ দিনের কাজ থেকেও গান্ধীর নাম সরিয়ে দেওয়ায় ক্ষোভ উগরে দেন তিনি।নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের নামে ভোটাধিকার কেড়ে নিতে পারো না।' তাঁর মতে, এসআইআর আসলে এনআরসি এবং সিএএ-র পথে হাঁটার একটি 'এক্সট্রা ফায়ার'। বিহার বা অসমে এমনটা না হলেও বেছে বেছে বাংলাকেই কেন টার্গেট করা হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে রান্নার গ্যাস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে হাঁড়ি-কড়াই হাতে বিক্ষোভও দেখান তিনি। সব মিলিয়ে ধরনামঞ্চ থেকে মোদী সরকারকে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বিধানসভা ভোটের আগে সুর সপ্তমে চড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি সোশ্যাল মিডিয়া।

হাদি খুনের কিনারা বনগাঁয়

রাজ্য পুলিশের জালে দুই বাংলাদেশি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ওপার বাংলার তরুণ রাজনীতিক ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডে বড়সড় সাফল্য পেল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। খুনের তিন মাস পর সীমান্ত শহর বনগাঁ থেকে ধরা পড়ল দুই মূল অভিযুক্ত। শনিবার গভীর রাতে চালানো অভিযানে ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে রাহুল এবং আলমগির হোসেনকে গ্রেপ্তার করেন গোয়েন্দারা। ধৃতরা যথাক্রমে পটুয়াখালি ও ঢাকার বাসিন্দা। রবিবার ধৃতদের আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছেন গোয়েন্দারা। ডিসেম্বরে ঢাকাকে রক্তাক্ত করে অবৈধভাবে মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে তারা ভারতে ঢুকেছিল বলে খবর। তদন্তকারীদের দাবি, গত বছর ১২ ডিসেম্বর জোহরের নমাজ পড়ে ফেরার পথে প্রকাশ্য রাস্তায় ঝাঁজরা করে দেওয়া হয় 'ইনকিলাব মঞ্চ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ওসমান হাদিকে। সেই ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা বাংলাদেশ। হাদিকে বাঁচাতে সিঙ্গাপুরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ঘোষিত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় শোক। সে সময় ভোটমুখী বাংলাদেশে এই খুন নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে শোরগোল পড়ে। হাসিনা-পরবর্তী অস্থির সময়ে তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস বিচারের আশ্বাস দিলেও খুনিরা ভারতের মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে এপারে গা ঢাকা দেয়। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, দিল্লিতে ধরা পড়ার ভয়ে তারা বারবার ডেরা বদলাচ্ছিল। অবশেষে বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে ফের বাংলাদেশে পালানোর ছক কষতেই জালে পড়ে রাহুল ও আলমগির। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, 'গোপন সূত্রে নির্ভরযোগ্য খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে। তারা বনগাঁর সীমান্ত এলাকায় আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছিল যাতে সুযোগ বুঝে পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারে।' এই তথ্যের ভিত্তিতেই হানা দিয়ে দুজনকে আটক করা হয়। রবিবার ধৃতদের আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছেন গোয়েন্দারা। তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের জমানায় এই গ্রেপ্তারি আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমনে বড় পদক্ষেপ। ধৃতদের জেরা করে এই ষড়যন্ত্রের শিকড়ে পৌঁছাতে চাইছে এসটিএফ।

মালদহে নিদান শুভেন্দুর

ক্ষমতায় এলে ধর্ষকদের সকালে জমা করব, বিকেলে খরচ করব

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ 'ক্ষমতায় এলে ধর্ষকদের সকালে জমা করব, বিকেলে খরচ করব', আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মালদহের গাজোল থেকে এভাবেই সুর চড়ালেন শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার গাজোলের জনসভা থেকে রাজ্য সরকারকে বিঁধে নারী সুরক্ষা প্রশ্নে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। আরজি কর থেকে হাঁসখালি একাধিক নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গ টেনে এদিন বিঁধেছেন প্রশাসনকে। স্পষ্ট জানিয়েছেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বিনীত গোয়েল বা সন্দীপ ঘোষের মতো কাউকেই রেয়াত করা হবে না। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তাঁর চ্যালেঞ্জ, 'নন্দীগ্রামে হারিয়েছিলাম, ভবানীপুরেও হারাব। এবার প্রাক্তন করে ছাড়ব।' এদিন জনসভার আগে পদ্মশ্রী কমলি সোরেনের আশ্রমে গিয়ে তাঁকে প্রণাম জানান বিরোধী দলনেতা। তারপর পরিবর্তন রথে চড়ে পৌঁছন টোলসংলগ্ন ময়দানের সভাস্থলে। বক্তব্যের শুরুতেই মাতৃশক্তিকে কুর্নিশ জানিয়ে আক্রমণাত্মক মেজাজে শুভেন্দু বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবিধানের

এবিসিডি শেখানোর জন্য নতুন রাজ্যপাল আসছেন!' সদ্য ইস্তফা দেওয়া রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর 'ভয় দেখানোর' তত্ত্বকেও এদিন নস্যাৎ করে দিয়েছেন তিনি। শুভেন্দুর দাবি, এবারের নির্বাচন হবে অন্যরকম। বুথের ভেতরে তো বটেই, বাইরেও থাকবে ক্যামেরার কড়া নজরদারি। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়ে শুভেন্দুর তোপ, বাংলায় এখন কোনও নারী নিরাপদ নন। তাঁর কথায়, 'আরজি করের ঘটনা আমাদের নাড়িয়ে দিয়েছে। মানুষের চোখ দিয়ে জলের বদলে রক্ত বেরিয়েছে।' পাল্টা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি জানান, বিজেপি ক্ষমতায় এলে অন্নপূর্ণা যোজনায় মহিলারা মাসে তিন হাজার টাকা পাবেন এবং বেকার যুবতীদের চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। সংখ্যালঘুদের প্রসঙ্গেও এদিন নরম সুর শোনা গিয়েছে তাঁর গলায়।

শুভেন্দু বলেন, 'ভারতীয় মুসলিমদের নিয়ে আমাদের কোনও সমস্যা নেই।' এদিন সিএএ-তে নাগরিকত্ব পাওয়া কয়েকজনকে মঞ্চে ডেকে মাল্যদান করে সংবর্ধনাও জানান তিনি। সভা শেষে মুখ্যমন্ত্রীর 'রাস্তায় বসা'র অভ্যাসকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'এপ্রিলের পর ওনাকে রাস্তাতেই বসতে হবে।'

ক্ষমতার দম্ভ চূর্ণ হবে, তৃণমূলকে প্রধানমন্ত্রী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ 'অহংকারেই পতন হবে তৃণমূলের'। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে 'অপমান' করার অভিযোগে এই ভাষাতেই বাংলার শাসকদলকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার দিল্লির এক অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, তৃণমূলের এই 'নোংরা রাজনীতি' ও ক্ষমতার দম্ভ অচিরেই চূর্ণ হবে। তাঁর মতে, একজন আদিবাসী মহিলা তথা দেশের রাষ্ট্রপতিকে অসম্মান করে তৃণমূল আদতে সংবিধান ও গণতন্ত্রকেই পদদলিত করেছে। বাংলার ভোটমুখী আবহে মোদীর এই আক্রমণ রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। শনিবার শিলিগুড়িতে একটি সাঁওতাল অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর মন্ত্রিসভার কোনও সদস্য উপস্থিত না থাকায় তৈরি হয় বিতর্ক। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার ছোটবোনের মতো।

আমিও বাংলারই মেয়ে। বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি। মমতা বোধহয় রাগ করেছেন, তাই আমাকে স্বাগত জানাতে তিনি নিজে আসেননি, কোনও মন্ত্রীও আসেননি। যাই হোক, এটা ব্যাপার নয় কোনও।' রাষ্ট্রপতির এই মন্তব্যকেই হাতিয়ার করে আসরে নেমেছে বিজেপি। রবিবার মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের দেশে একটি প্রবাদ রয়েছে। বলা হয়, যে যতই শক্তিশালী হোক না কেন অহংকার তাঁর পতন ঘটাবেই।

প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করুন, হুঙ্কার মমতার

নয়া জামানা ডেস্কঃ এসআইআর-এর নামে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগে এবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগ দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার ধর্মতলার ধরনা মঞ্চ থেকে চড়া সুরে বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'ভোটের আগেই ভোট করে দিচ্ছেন! বড় হনু হয়ে গেছেন! প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলুন মিস্টার ভ্যানিশ কুমার।' তৃণমূল নেত্রীর দাবি, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির দোহাই দিয়ে বিশেষ করে মহিলাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এমনকি নিজের পরিবারের উদাহরণ টেনে তিনি জানান, তাঁর বাড়ির এক মেয়ের বিয়ে হওয়ার পর ঠিকানা বদলাতেই নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। মমতার সাফ হুঁশিয়ারি, 'মানুষকে ভোট দিতে দিতে হবে। ভোটাধিকার কেড়ে নিতে দেব না।'ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে তৃতীয় দিনের ধরনায় মুখ্যমন্ত্রী এদিন রাজ্য রাজনীতিতে ফের 'খেলা হবে' স্লোগান ফিরিয়ে আনেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচের আবহকে হাতিয়ার করে তিনি বলেন, 'রাজনীতির খেলা হবে ভোটের সময়।' তবে ক্রিকেট ম্যাচের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিন দেড় ঘণ্টা আগেই সভা শেষ করার কথা ঘোষণা করেন তিনি। খেলাধুলো আর রাজনীতিকে এক সুতোয় বেঁধে তাঁর মন্তব্য, 'বাংলা খেলাধুলো ভালোবাসে সবসময়। আজ ফাইনাল। আর রাজনীতির খেলা হবে ভোটের সময়।' সামনেই ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন, তার আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রণংদেহি মেজাজ রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ফেলে দিয়েছে।এদিনের মঞ্চ থেকে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের আকস্মিক পদত্যাগ নিয়েও বিস্ফোরক দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার অভিযোগ, রাজভবনের প্রাক্তন কর্তাকে ভয় দেখিয়ে এবং চাপ দিয়ে পদত্যাগ করানো হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'গভর্নরকে চলে যেতে হল কেন? একটা এনকোয়ারি হয়ে যাক!' রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বঙ্গসফরের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতির আগমনের দিন রাজ্যপালের তাঁকে স্বাগত জানাতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিজেপি ষড়যন্ত্র করে তাঁকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে ইস্তফা দেওয়ালো। বিজেপির উদ্দেশে তাঁর কটাক্ষ, 'কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজি!' মমতার দাবি, বিজেপি এখন নিজের 'ইয়েসম্যান' বসানোর চক্রান্ত করছে।বিজেপিকে 'অ্যান্টি-মহিলা' আখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গেরুয়া শিবির অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বাংলার মহিলাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে ছাঁটাই করছে। তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি বোধ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মমতার কথায়, 'ওরা নাকি এই রাজ্যকে 'সুনার বাংলা' করবে। কীভাবে করবে? 'বঙ্কিমদা', স্বামী রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙ্গে, শ্রীরামপুরে মিটিং করতে গিয়ে লিখছে শীরেমপুর।' বিজেপি নেতাদের টেলিপ্রম্পটার নির্ভরতা নিয়ে বিদ্রূপ করে তিনি বলেন, ওটা না থাকলে এঁরা হেলিকপ্টারে উড়ে চলে যাবেন।স্বাধীনতার ইতিহাস টেনেও বিজেপিকে তুলোধোনা করেন মমতা। জনবিন্যাস নিয়ে বিজেপির অপপ্রচারের জবাবে তাঁর প্রশ্ন, 'আচ্ছা দেশ স্বাধীন হয়েছে তখন কি আমি জন্মেছিলাম? আসলে ওরা সাইক্রিয়াটিক রোগী।' তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি যখন ব্রিটিশদের দালালি করছিল, তখন বাংলার বিপ্লবীরা দেশের জন্য লড়াই করছিলেন। ইতিহাস বিকৃতির প্রসঙ্গ তুলে তাঁর দাবি, এনসিইআরটি-র বই থেকে মহাত্মা গান্ধী, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীদের নাম মুছে ফেলা হচ্ছে। এমনকি ১০০ দিনের কাজ থেকেও গান্ধীর নাম সরিয়ে দেওয়ায় ক্ষোভ উগরে দেন তিনি।নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের নামে ভোটাধিকার কেড়ে নিতে পারো না।' তাঁর মতে, এসআইআর আসলে এনআরসি এবং সিএএ-র পথে হাঁটার একটি 'এক্সট্রা ফায়ার'। বিহার বা অসমে এমনটা না হলেও বেছে বেছে বাংলাকেই কেন টার্গেট করা হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে রান্নার গ্যাস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে হাঁড়ি-কড়াই হাতে বিক্ষোভও দেখান তিনি। সব মিলিয়ে ধরনামঞ্চ থেকে মোদী সরকারকে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বিধানসভা ভোটের আগে সুর সপ্তমে চড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি সোশ্যাল মিডিয়া।

সম্পাদকীয়
নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

কোথায় জাতিসংঘ ?

মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে উত্তেজনার আগুন জ্বলছে। ইরানে সাম্প্রতিক সামরিক অভিযানে বহু বেসামরিক নাগরিক নিহত হওয়ার ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ বাড়লেও কার্যকর পদক্ষেপের অভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগাছি। তাঁর বক্তব্য, এই সংঘাত থামাতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দায়িত্ব আরও দৃঢ়ভাবে পালন করা উচিত ছিল।

আরাঘচির অভিযোগ,আমেরিকা এবং ইজরাইল-এর সামরিক অভিযানে শত শত নিরপরাধ ইরানি নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। অথচ পরিস্থিতির ভয়াবহতা সত্ত্বেও জাতিসংঘ এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘের আরও স্পষ্ট এবং দৃঢ় অবস্থান নেওয়া জরুরি ছিল।

এই প্রসঙ্গে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তেনিও গুতেরস সম্প্রতি বিশ্ব অর্থনীতির সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানান। কিন্তু আরাঘচির মতে, বিষয়টিকে শুধুমাত্র 'সংঘাত' বা 'লড়াই' হিসেবে দেখলে বাস্তব পরিস্থিতি আড়াল হয়ে যায়। তাঁর দাবি, এটি প্রকৃতপক্ষে দুটি শক্তিধর দেশের পক্ষ থেকে ইরানের বিরুদ্ধে একতরফা আগ্রাসন।

আরাঘচি আরও বলেন, বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষতির আশঙ্কা নিয়ে আলোচনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই মানবিক বিপর্যয়ের দিকটিও সমান গুরুত্ব পাওয়া উচিত। তাঁর দাবি অনুযায়ী, গত সাত দিনে হামলায় বহু সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন। এমনকি ইরানের মিনাব শহরে ১৭৫ জন শিশুর মৃত্যুর কথাও তিনি উল্লেখ করেন যা আন্তর্জাতিক বিবেককে নাড়া দেওয়ার মতো ঘটনা।এই সংঘাতের পেছনে রয়েছে আরও জটিল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট।গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আল খামেইনি এবং শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ইরানের দাবি, এরপরই যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে।পাল্টা জবাবে ইরানের সশস্ত্র বাহিনীও বিভিন্ন স্থানে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে।তবে প্রশ্ন উঠছে, এই সংঘাতের শেষ কোথায় ? প্রতিটি যুদ্ধই শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। শিশু, নারী ও নিরস্ত্র নাগরিকরাই হয়ে ওঠেন সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী। তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব কেবল উদ্বেগ প্রকাশে সীমাবদ্ধ থাকা নয় বরং বাস্তব পদক্ষেপের মাধ্যমে শান্তির পথ তৈরি করা।বর্তমান পরিস্থিতি আবারও মনে করিয়ে দেয় বৈশ্বিক শান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যদি এই ধরনের সংঘাতে দ্রুত এবং কার্যকর হস্তক্ষেপ না করা হয় তবে মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা আরও ভয়াবহ আকার নিতে পারে। আর সেই আগুনের আঁচ শেষ পর্যন্ত বিশ্বকেও স্পর্শ করবে।

বিচারাধীন ভোটার ও গণতান্ত্রিক আস্থা নির্বাচন প্রক্রিয়া কি প্রশ্নের মুখে ?

ড মুহাম্মদ ইসমাইল, সহকারী অধ্যাপক
দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ

গণতন্ত্রের মূল শক্তি ভোটাধিকার। নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় থাকা মানে শুধু একটি প্রশাসনিক স্বীকৃতি নয়, বরং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোয় তার সমঅধিকারের স্বীকৃতি। সেই জায়গাতেই যখ ন বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম 'বিচারাধীন' হিসেবে চিহ্নিত হয় বা খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়ে, তখন স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ, ক্ষোভ ও রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়। সাম্প্রতিক ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা এই বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আস্থার প্রশ্নকেই সামনে নিয়ে এসেছে।সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৬০ লক্ষেরও বেশি ভোটার 'বিচারাধীন' হিসেবে চিহ্নিত। খসড়া তালিকা থেকে কয়েক দশ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে, আবার কিছু নাম যুক্তও হয়েছে। সংখ্যার এই তারতম্য এবং জেলা-ভিত্তিক উচ্চ বিচারাধীন হার রাজনৈতিক বিতর্ককে তীব্র করেছে।প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ৭.৬৬ কোটির কাছাকাছি। এর মধ্যে বিচারাধীন ভোটার প্রায় ৬০ লক্ষের বেশি। কিছু জেলায় এই সংখ্যা লক্ষাধিক; মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর দিনাজপুর, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, কোচবিহার, বীরভূমসহ একাধিক জেলায় বিচারাধীন ভোটারের সংখ্যা উল্লেখ যোগ্য।এই সংখ্যাগুলি নিছক পরিসংখ্যান নয়; এগুলি মানুষের অধিকার, সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত। প্রশ্ন উঠছে;এই বিপুল সংখ্যক বিচারাধীন চিহ্নিতকরণ কি কেবল প্রশাসনিক যাচাই, না কি এর পেছনে রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে?নির্বাচন প্রক্রিয়ায় 'বিচারাধীন' মানে চূড়ান্ত বাদ নয়। এটি আপত্তি, নথি যাচাই বা তথ্যের অসামঞ্জস্যের পর্যায় নির্দেশ করে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছে, সাধারণ মানুষের কাছে এই শব্দ আতঙ্কের। বহু পরিবারে দেখা যাচ্ছে;বাবার নাম বিচারাধীন, অথচ ছেলের ও নাতির নাম তালিকায় রয়েছে; মায়ের নাম বিচারাধীন, অথচ সন্তানদের ভোটাধিকার অক্ষুণ্ণ। কয়েক পুরুষ ধরে ভোট দিয়ে আসা মানুষের নাম হঠাৎ প্রশ্নের মুখে পড়লে তা নিছক কারিগরি ভুল বলে মানতে মানুষের কষ্ট হয়।রাজনৈতিক মহলে অভিযোগ উঠেছে যে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় বিচারাধীন ভোটারের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেশি। ধর্মীয় পরিচয় ও সামাজিক অবস্থানকে লক্ষ্য করে পরিকল্পিতভাবে ভোটার তালিকায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে, যাতে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লাভ হয়। অন্যদিকে পাল্টা দাবি;ডুপ্লিকেট, অযোগ্য বা সন্দেহভাজন নাম বাদ দেওয়া নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার অংশ। কিন্তু প্রশ্ন হলো একাধিক বৈধ কাগজ দেওয়ার পরও কেন বিচারাধীন তালিকায় নাম থাকবে? কয়েক বারের বিধায়ক, শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও আজ বিচারাধীন তালিকায়।নামের বানান ভুল ও মিস ম্যাচের মত ঘটনা সম্পূর্ন ভাবে পরিকল্পিত ও ইচ্ছেকৃত ভাবে ভোটারদের হেনস্থা করার চক্রান্ত।বিতর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ধর্মভিত্তিক ভোট বিভাজনের আশঙ্কা। একদিকে হিন্দু ভোট একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক শক্তির দিকে কেন্দ্রীভূত করা এবং অন্যদিকে মুসলিম ভোটকে আরেক শক্তির দিকে আবদ্ধ রাখার কৌশল কাজ করছে;এমন অভিযোগও উঠেছে। তবে জেলা-ভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে মুসলমান অধ্যুষিত জেলা, বিধানসভা ও বুথ গুলোতে তুলনামূলক ভাবে কয়েকগুণ বেশি এবং নানা ক্ষেত্রে বিমাতৃসুলভ আচরণ উপলব্ধি করেছে ভোটেরা- এমনও অভিযোগ সর্বত্র। যাদের ম্যাপিং ও যারা নিজেরা ভোটার তাদের নাম বিচারাধীন থাকে কি করে? একদিকে কঠিন নিয়মাবলী পক্কস্তরে সহজ সরল ভাবে পার করে দেওয়া।শিক্ষক, অধ্যাপক, সমাজকর্মী, এমনকি জনপ্রতিনিধিদের নামও বিচারাধীন তালিকায় রয়েছে। যদি সত্যিই এমন ঘটনা স্বাভাবিক ভাবে প্রশাসনিক দক্ষতার ওপর প্রশ্ন তোলে। দীর্ঘদিনের ভোটারদের নাম নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হলে সাধারণ মানুষের আস্থায় চিড় ধরাটাই স্বাভাবিক।গত নির্বাচনে তৃনমুলের সাথে বিজেপির ভোটের পার্থক্য ছিলো প্রায় ৪২ লক্ষ -তারা এভাবে বৈধ ভোটারদের আইনের ফেরপেচে রেখে ভোটের ব্যবধান ঘুচিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চাইছে।কিন্তু নির্বাচন কমিশন ও বিশেষ রাজনৈতিক দল বারবার ভুলে যাচ্ছে -, আমাদের দেশের সংবিধান আছে।আইনের উর্ধে কেউ নেই, আইনের অপব্যবহার হতে পারে কিন্তু ক্ষমতার পালা বদল হলে আবার আইনের বেড়াজালে পড়তে হবে। কিন্তু বিচারাধীন মানেই ভোটাধিকার হারানো নয় ঠিকই ।তবে কয়েক পুরুষ ধরে ভোটাধিকার থাকা সত্বে আজকে লাইনে দাঁড়ানো এবং নিজেকে প্রমাণ করা গনতন্ত্রের লজ্জা।গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন পরিচালনাকারী সংস্থার প্রতি আস্থা সবচেয়ে বড় পুঁজি। যদি নাগরিক মনে করেন যে সংবিধানের ক্ষমতা অপব্যবহার হচ্ছে, তবে তা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে। আবার যদি বৃহৎ পরিসরে ডুপ্লিকেট বা ভুয়ো নাম থেকে থাকে, তবে তা অপসারণও সমান গুরুত্বপূর্ণ।এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে প্রয়োজন স্বচ্ছতা। জেলা-ভিত্তিক বিস্তারিত ব্যাখ্যা, বিচারাধীন চিহ্নিতকরণের স্পষ্ট মানদণ্ড এবং দ্রুত আপত্তি নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া; এসব নিশ্চিত করা জরুরি। অভিযোগ থাকলে তা প্রমাণসহ জনসমক্ষে ও আইনি পরিসরে উপস্থাপন করা উচিত।ভোটার তালিকা সংশোধন কেবল প্রশাসনিক অনুশীলন নয়; এটি গণতান্ত্রিক নৈতিকতার পরীক্ষা। বিপুল সংখ্যক ভোটার বিচারাধীন হওয়া উদ্বেগজনক;এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই।অতএব, এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি হলো তথ্যভিত্তিক আলোচনা, স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যাখ্যা এবং নাগরিকের আস্থা পুনর্নির্মাণ। ধর্ম, দল বা পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে প্রতিটি বৈধ ভোটারের অধিকার সুরক্ষিত রাখ া;এই দায় সবার।গণতন্ত্র টিকে থাকে বিশ্বাসে। সেই বিশ্বাস অটুট রাখতে হলে অভিযোগের জবাব দিতে হবে তথ্য দিয়ে, এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের পাশে রাখতে হবে ন্যায় ও নিরপেক্ষতার দৃশ্যমান প্রমাণ।

জীবনী

এম এস স্বামীনাথন

প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী এম এস স্বামীনাথন ছিলেন আধুনিক ভারতের কৃষিব্যবস্থার এক অনন্য রূপকার যাঁকে বিশ্বজুড়ে 'ভারতের সবুজ বিপ্লবের জনক' হিসেবে অভিহিত করা হয়। ১৯২৫ সালের ৭ আগস্ট তামিলনাড়ুর কুম্বকোনমে তাঁর জন্ম হলেও বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। তাঁর বাবা ছিলেন একজন চিকিৎসক এবং সমাজ সংস্কারক, যাঁর আদর্শ স্বামীনাথনকে জনসেবায় অনুপ্রাণিত করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপট তরুণ স্বামীনাথনের মনে গভীর রেখ াপাত করে এবং তিনি স্থির করেন যে চিকিৎসাবিদ্যার পরিবর্তে কৃষিবিজ্ঞানেই নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন যাতে দেশে খাদ্যের অভাব দূর করা যায়। মাদ্রাজ কৃষি কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি দিল্লির ভারতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অর্জন করেন। বিদেশের মাটিতে উজ্জ্বল ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ থাকলেও দেশের টানে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং কৃষি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

ষাটের দশকের শুরুতে ভারত যখন চরম খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করছিল এবং বিদেশের আমদানিকৃত খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল, তখ ন স্বামীনাথন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রথাগত চাষ পদ্ধতিতে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অন্নসংস্থান সম্ভব নয়। তিনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী নরম্যান বোরল্যাগের সাথে যৌথভাবে উচ্চফলনশীল গমের বীজ উদ্ভাবন এবং ভারতে তা প্রয়োগের পরিকল্পনা করেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষি জমিতে গমের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, যা ভারতকে খাদ্যে স্বনির্ভর করে তোলে। তাঁর এই অভাবনীয় সাফল্য কেবল গমের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ধান ও অন্যান্য ফসলের ফলন বৃদ্ধিতেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিজ্ঞানের গবেষণাগার থেকে কৃষকের ক্ষেত পর্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক দক্ষ সেতুবন্ধনকারী।

একজন বিজ্ঞানী হওয়ার পাশাপাশি স্বামীনাথন ছিলেন একজন দূরদর্শী নীতিনির্ধারক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কেবল উৎপাদন বাড়ালেই চলবে না, কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতিও সমভাবে প্রয়োজন। ২০০৪ সালে গঠিত জাতীয় কৃষক কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি কৃষকদের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা এমএসপি নির্ধারণের যে সুপারিশ করেছিলেন তা আজও ভারতের কৃষি আন্দোলনের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। তিনি সর্বদা 'সবুজ বিপ্লব'কে 'চিরসবুজ বিপ্লব'-এ রূপান্তর করার কথা বলতেন, যেখ ানে পরিবেশের ক্ষতি না করে টেকসই পদ্ধতিতে চাষাবাদ নিশ্চিত করা যায়। তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় তিনি এম এস স্বামীনাথন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রান্তিক চাষিদের ক্ষমতায়ন এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ব্যয় করেছেন।অসামান্য এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৬৭ সালে পদ্মশ্রী, ১৯৭২ সালে পদ্মভূষণ এবং ১৯৮৯ সালে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পদ্মবিভূষণে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। এছাড়া ১৯৮৭ সালে প্রথম বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার লাভ করেন তিনি, যা কৃষিক্ষেত্রের নোবেল হিসেবে পরিচিত। তিনি ফিলিপাইনের আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর জেনারেল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বিশ্বজুড়ে ধান চাষের আধুনিকীকরণে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২০২৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর চেন্নাইয়ে ৯৮ বছর বয়সে এই মহান বিজ্ঞানীর জীবনাবসান ঘটে। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ এবং কৃষিক্ষেত্রে তাঁর বৈপ্লবিক সংস্কার আজও কয়েক কোটি মানুষের অন্ন সংস্থানের নিশ্চয়তা দিচ্ছে। স্বামীনাথন কেবল একজন বিজ্ঞানী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন মানবতাবাদী দ্রষ্টা যাঁর পরিশ্রমের ফসলে ভারত আজ এক শক্তিশালী ও স্বনির্ভর রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

রোজা ঃ আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি স্বাস্থ্য উপকারিতা চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন

ডা. গোলাম মুর্শিদ সেখ

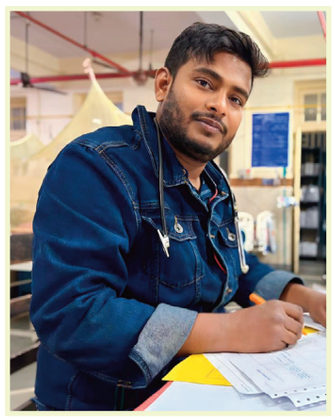

রমজান মাস আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাস। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি হলো রোজা (সাওম)। ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য শারীরিক চাহিদা থেকে বিরত থাকা শুধু ধর্মীয় ইবাদতই নয়;চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটি শরীরকে একটি নিয়ন্ত্রিত বিপাকীয় বিশ্রাম দেয়।চিকিৎসকদের মতে, সচেতন ও সুষম উপায়ে রোজা পালন করলে শরীরের বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। তবে অসচেতন খাদ্যাভ্যাস ও পানিশূন্যতা বিপরীত প্রভাবও ফেলতে পারে।

রমজান ফাস্টিংঃ মেডিক্যাল পার্সপেকটিভ

রমজানের রোজা শারীরবৃত্তীয়ভাবে স্ট্যাইম-রেস্ট্রিকটেড ইটিংদ-এর মতো। ১২, ১৬ ঘণ্টা খাবার না খেলে শরীর গ্লুকোজ ব্যবহার থেকে ধীরে ধীরে চর্বি ভাঙার দিকে যায়।

শরীরে যা ঘটে

প্রথমে লিভারের গ্লাইকোজেন ভাঙে
ইনসুলিনের মাত্রা কমে যায়
চর্বি ভাঙা (লিপোলাইসিস) শুরু হয়
হালকা কিটোন তৈরি হয়
ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বাড়তে পারে
ফলে শরীর ফ্যাট অ্যাডাপ্টেড অবস্থায় প্রবেশ করে, যা বিপাকীয় স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হতে পারে।

রোজার ৫টি প্রধান স্বাস্থ্য উপকারিতা

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নতি
রোজা প্রদাহ কমাতে সহায়ক হতে পারে। অটোফ্যাজি প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়ে কোষের ক্ষতিকর উপাদান অপসারণে সাহায্য করে। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়তে পারে।

ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি
নিয়ন্ত্রিত উপবাস ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কমাতে সাহায্য করতে পারে। টাইপ,২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক হতে পারে (তবে রোগীদের চিকিৎসকের পরামর্শ আবশ্যক)।

ওজন নিয়ন্ত্রণ
খাবারের সময় সীমিত হওয়ায় ক্যালোরি গ্রহণ কমতে পারে। সঠিক খাদ্যাভ্যাস বজায় থাকলে শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমানো সম্ভব।

হৃদ্ রোগের ঝুঁকি হ্রাস
রোজা রক্তচাপ, ট্রাইগ্লিসারাইড ও খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করতে পারে। এতে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমতে পারে।

মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি
রোজা চলাকালীন সক্রিয়তা বাড়তে পারে, যা স্মৃতিশক্তি ও শেখার ক্ষমতা উন্নত করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি নিয়মিত ইবাদত মানসিক প্রশান্তি বাড়ায়।

সুস্থভাবে রোজা রাখার অভ্যাস

সেহরিতে যা খাবেন
ওটস, ব্রাউন রাইস, আটার রুটি
ডিম, দুধ, দই
ফল ও বাদাম
পর্যাপ্ত পানি

ইফতারে
খেজুর ও পানি দিয়ে শুরু
স্যুপ বা হালকা খাবার
চর্বিহীন প্রোটিন (মাছ/মুরগি)
সবজি ও আঁশযুক্ত খাবার

যা এড়াবেন
অতিরিক্ত ভাজাপোড়া
অতিরিক্ত মিষ্টি
প্রক্রিয়াজাত খাবার
অতিরিক্ত কফি ও কোমল পানীয়
পানিশূন্যতা প্রতিরোধ
ইফতার থেকে সেহরি পর্যন্ত ৮,১০ গ্লাস পানি পান জরুরি।
ডিহাইড্রেশন হলে মাথা ঘোরা, দুর্বলতা, কিডনির ওপর চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে।

কারা সতর্ক থাকবেন?
অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস রোগী
গুরুতর হৃদরোগী
কিডনি রোগী
গর্ভবতী নারী
বয়স্ক ও দুর্বল ব্যক্তি
গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা
রমজানে রোজা রাখা নিয়ে গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন।

গর্ভবতী নারী
চিকিৎসকদের মতে, গর্ভাবস্থায় দীর্ঘ সময় না খাওয়া ও পানিশূন্যতা মা ও ভ্রূণের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে;
রক্তচাপ কমে যাওয়া
ডিহাইড্রেশন
রক্তে শর্করার ওঠানামা
ভ্রূণের বৃদ্ধিতে প্রভাব
অধিকাংশ ক্ষেত্রে গর্ভবতী নারীদের রোজা না রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। রোজা রাখতে চাইলে অবশ্যই স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

দুগ্ধদানকারী মা
রোজার সময় পর্যাপ্ত পানি ও ক্যালোরি গ্রহণ না হলে দুধের পরিমাণ কমে যেতে পারে। এতে শিশুর পুষ্টিতে প্রভাব পড়তে পারে।

পর্যাপ্ত তরল গ্রহণ
সুষম খাদ্য
শিশুর ওজন ও আচরণ পর্যবেক্ষণ
এসব বিষয় নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বয়স্ক ও হৃদরোগী
বয়স্ক ব্যক্তি
দুর্বল ও অপুষ্ট বয়স্কদের ক্ষেত্রে;
পানিশূন্যতা
মাথা ঘোরা ও পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি
কিডনির ওপর চাপ
রক্তচাপের ওঠানামা
বেশি দেখা যেতে পারে।

হৃদরোগী ও কিডনি রোগী
গুরুতর হৃদরোগ
হার্ট ফেইলিউর
অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ
দীর্ঘমেয়াদি কিডনি রোগ
এ ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া বা হঠাৎ শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া রোজা রাখা উচিত নয়।

রোজায় ব্যায়াম
হালকা ব্যায়াম নিরাপদ। ভারী ব্যায়াম ইফতারের পরে করা ভালো। অতিরিক্ত গরমে কঠোর ব্যায়াম ঝুঁকিপূর্ণ।

গবেষণা কী বলছে?
স্বল্পমেয়াদে রোজা বিপাকীয় উন্নতি ঘটাতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদী সুফল নির্ভর করে জীবনযাত্রার ধারাবাহিক পরিবর্তনের ওপর।

চিকিৎসকের বার্তা
ডা. গোলাম মুর্শিদ সেখ বলেন;রমজান কেবল আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাস নয়; এটি স্বাস্থ্য সচেতনতারও একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। সঠিক খাদ্য, পর্যাপ্ত পানি ও বিশ্রাম নিশ্চিত করলে রোজা শরীর ও মনের জন্য উপকারী হতে পারে। তবে অসুস্থ বা দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিস্থিতি বিবেচনা করা জরুরি।

উপসংহার
রমজান সংযম, শৃঙ্খলা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাস। স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রেখে রোজা পালন করলে এটি শরীরের জন্য উপকারী হতে পারে। সচেতন খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত পানি ও চিকিৎসকের পরামর্শএই তিনটি বিষয় মনে রাখলেই রোজা হতে পারে সুস্থতার এক অনন্য অনুশীলন।রমজান হোক আত্মিক উন্নতি ও শারীরিক সুস্থতার মাস।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/9/2026 6:10 AM Page 7

মহানগর
নয়া জামানা

আপাতত ইস্তফার কারণ গোপন রাখতে চায় বোস

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্যপালের পদ থেকে তাঁর আকস্মিক ইস্তফা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই সরগরম রাজ্য রাজনীতি। অবশেষে জল্পনার অবসান ঘটিয়ে রবিবার শহরে পা রাখলেন বিদায়ী রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কেন এই আচমকা প্রস্থান? কোচি থেকে কলকাতায় ফিরে দমদম বিমানবন্দরে তিনি সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন, 'সঠিক সময় না-আসা পর্যন্ত আমার পদত্যাগের কারণ গোপন রাখা হবে।' দিল্লি গিয়ে ইস্তফা দেওয়ার খ বর চাউর হলেও এদিন বোস স্পষ্ট করেন, 'কলকাতা থেকেই পদত্যাগ করেছি, দিল্লি থেকে নয়।' রাজভবনে ১২০০ দিন পূর্ণ করার পর সরে দাঁড়ানোকেই তিনি শ্রেয় মনে করেছেন। তাঁর কথায়, 'কোথাও প্রবেশ করলে প্রস্থান তো করতেই হবে। আর এটাই আমার প্রস্থানের সঠিক সময়।' নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর ছিল বলেও জানান তিনি। ভোটার তালিকায় নাম তুলে সম্প্রতি চমক দিয়েছিলেন আনন্দ বোস। সেই রেশ ধরেই তিনি বলেন, 'আমি বাংলার গর্বিত ভোটার। নিশ্চয়ই আমি ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে আসব।' রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানে প্রোটোকল ভঙ্গের বিতর্ক নিয়ে অবশ্য তিনি কৌশলী। দ্রৌপদী মুর্মুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রপতি যা বলেছেন তা নিয়ে আমার কোনও মন্তব্য করার অধিকার নেই।'

'রথযাত্রা' আসলে 'বিসর্জন যাত্রা', বিজেপিকে বিদ্রুপ অভিষেকের

নয়া জামানা,মথুরাপুর ঃ বিজেপিকে প্রকাশ্য জনসভা থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, আসল খেলা হবে মে মাসে। রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরের গোপীনাথপুরে একটি জনসভায় উপস্থিত হয়ে তিনি গেরুয়া শিবিরকে নিশানা করেন। সভার শেষে চড়া সুরে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে অভিষেক বলেন, 'আজ ট্রেলার দেখালাম, সিনেমাটা মে মাসে দেখাব ।' তাঁর দাবি, ইডি বা সিবিআই বিজেপির পাশে থাকলেও তৃণমূলের শক্তি হলো বাংলার সাধারণ মানুষ।মথুরাপুরের এই সভা থেকে অভিষেক কার্যত রণংদেহি মেজাজে ধরা দেন।

হাতে একটি ছবি তুলে ধরে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আক্রমণ করেন তিনি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন এবং রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে। এই ছবি দেখিয়ে অভিষেক প্রশ্ন তোলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন, রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে । আর আমাদের বলা হচ্ছে আমরা নাকি রাষ্ট্রপতিকে অপমান করছি !' তিনি সাফ জানান, এই ছবি তাঁর নিজের তোলা নয়, এটি সরকারি তথ্যসংস্থা পিআইবি-র পোস্ট করা। রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি প্রশ্ন করেন, আসল অপমান কে করছেন? মণিপুর প্রসঙ্গেও সুর চড়ান তিনি। তাঁর দাবি, মণিপুরে দীর্ঘদিন ধরে হিংসা চললেও রাষ্ট্রপতির কোনো বিবৃতি সামনে আসেনি।এসআইআর ইস্যুতেও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তাঁর অভিযোগ, সামনে নির্বাচন থাকলেও প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষের নাম 'বিচারাধীন' হয়ে পড়ে আছে। তৃণমূল নেতার দাবি, বাংলার মানুষের অধিকার কাড়তে গিয়ে বিজেপি আসলে নিজেদের রাজনৈতিক কবর খুঁড়ছে। এসআইআর করতে এসে বিজেপি নিজেদেরই এসআইআর করে ফেলেছে বলে কটাক্ষ করেন তিনি। অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে অভিষেক জানতে চান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজের এক-চতুর্থাংশও বিজেপি করতে পেরেছে কি না।বিজেপির রথযাত্রাকে 'বিসর্জন যাত্রা' বলে বিদ্রুপ করেন অভিষেক।

জ্ঞানেশের দরবারে এবার রাজীব কুমার, সোমবারেই কমিশনের মুখোমুখি তৃণমূল

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্যের আসন্ন ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখ তে রবিবার রাতেই কলকাতা পৌঁছোচ্ছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও তাঁর নেতৃত্বাধীন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সোমবার সকালেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তাঁরা। শাসকদল তৃণমূলের প্রতিনিধিদলে এবার বড় চমক প্রাক্তন আইপিএস অফিসার রাজীব কুমার। রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি তথা তৃণমূলের বর্তমান রাজ্যসভা পদপ্রার্থী রাজীব এই প্রথম দলের হয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বৈঠকে যোগ দিতে চলেছেন।কমিশন সূত্রে খবর, রবিবার রাত ৮টা ১৫ মিনিট নাগাদ দমদম বিমানবন্দরে পা রাখ বেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, কমিশনার সুখবীর সিংহ সান্ধু এবং বিবেক জোশী। তাঁদের সঙ্গে থাকছেন দুই ডেপুটি কমিশনার মণীশ গর্গ এবং পবনকুমার শর্মা। বিকেলের মধ্যেই শহরে চলে এসেছেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। এই বিশাল প্রতিনিধিদলে আরও থাকছেন ডিরেক্টর জেনারেল আশিস গোয়েল এবং ডেপুটি ডিরেক্টর পি পবন।সোমবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে দফারফা বৈঠক। আটটি স্বীকৃত জাতীয় ও আঞ্চলিক দলকে তলব করেছে কমিশন। প্রতি দলের জন্য বরাদ্দ মাত্র ১৫ মিনিট। তৃণমূলের তরফে ফিরহাদ হাকিম ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন রাজীব। উল্লেখ্য, এর আগে দলনেত্রীর ধর্নামঞ্চে তাঁর উপস্থিতি নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। এবার সরাসরি দলের প্রতিনিধি হয়ে জ্ঞানেশের মুখোমুখি হচ্ছেন তিনি।রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে কথা বলার পর দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে ভোটপ্রস্তুতির আসল কাজ শুরু হবে। বৈঠকে ডাক পেয়েছেন আইজি, ডিআইজি, সমস্ত কমিশনারেট ও জেলার পুলিশ সুপাররা। হাজির থাকবেন জেলাশাসকরাও। সঙ্গে থাকবেন কেন্দ্র ও রাজ্যের ২৪টি এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির কর্তারা। এরই মধ্যে রাজ্যে প্রায় ৬০ লক্ষ 'বিবেচনাধীন' ভোটারের মধ্যে মাত্র আট লক্ষের সুরাহা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

গণতন্ত্র রক্ষা ও ভোটাধিকার হরণের চক্রান্ত রুখতে হাওড়ার শ্যামপুরে বিধায়ক কালিপদ মণ্ডলের নেতৃত্বে তৃণমূলের বিশাল বাইক র‍্যালি। কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে রবিবার শামিল হন অগণিত কর্মী-সমর্থক ও ব্লক নেতৃত্ব। ছবি ও তথ্য; সন্দীপ মজুমদার, নয়া জামানা, হাওড়া ।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিতে হাতে হাতা-খুন্তি নিয়ে প্রতিবাদে ঘাসফুলের নারীশক্তি

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দুপুরে তপ্ত ধর্মতলার রাজপথ। একদিকে কেন্দ্রের 'বঞ্চনা' আর অন্যদিকে আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, এই দুই ফলায় বিঁধে রবিবার মেট্রো চ্যানেলের ধরনামঞ্চ থেকে গর্জে উঠল তৃণমূলের নারীশক্তি। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া এবং রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে অভিনব বিক্ষোভ দেখালেন মহিলা নেতা-কর্মীরা। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে কালো পোশাকে মিছিলে পা মেলালেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজার মতো মন্ত্রীরা। হাতে ধরা প্রতীকী গ্যাস সিলিন্ডার আর খ ুন্তি-কড়া।

সুর বেঁধে দিলেন খোদ তৃণমূল নেত্রী 'নো গ্যাস নো রান্না' ।রবিবার মেট্রো চ্যানেলের ধরনামঞ্চের মেজাজ ছিল একদম আলাদা। গান, নাচ আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মোড়কে চলল রাজনৈতিক প্রতিবাদ। তৃণমূলের অভিযোগ, আসন্ন নির্বাচনের আগে চক্রান্ত করে ভোটার তালিকা থেকে মহিলাদের নাম বাদ দিচ্ছে কেন্দ্র। নেত্রীর কথায়, 'অগণতান্ত্রিকভাবে' ভোটার তালিকা ছেঁটে গণতন্ত্র হত্যার চেষ্টা চলছে। গত শুক্রবার থেকেই এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোটারদের অধিকার হরণের অভিযোগে ধরনায় বসেছেন মমতা। ২০ বছর আগে যে মেট্রো চ্যানেলে সিঙ্গুর আন্দোলনের জন্য অনশন করেছিলেন তিনি, রবিবার ফের সেখ ানেই রাজ্যের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সরব মুখ্যমন্ত্রী ।এদিন সকাল ১১টা নাগাদ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শুরু হয় কালো পোশাকের অভিনব মিছিল। মিছিলে মহিলাদের হাতে ছিল রান্নার সরঞ্জাম এবং প্ল্যাকার্ড।

মন্ত্রীদের দাবি, কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির কারণে সাধারণ মানুষের হেঁসেলে আগুন লেগেছে। রান্নার গ্যাস থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় শাক-সবজি সব কিছুই আজ মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। ধর্মতলায় মিছিল শেষ হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই অংশগ্রহণকারীদের মঞ্চে বসার ব্যবস্থা করে দেন।মঞ্চ থেকে এদিন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও কড়া সমালোচনা করা হয়। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, মৃতদের পাশাপাশি জীবিত ভোটারদের নামও তালিকা থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের হুঁশিয়ারি, 'কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনের একতরফা সিদ্ধান্তের সব জবাব মানুষ ভোটে দেবে।' সব মিলিয়ে নারী দিবসের মঞ্চকে কেন্দ্র করে তৃণমূল এদিন বুঝিয়ে দিল, আগামীর লড়াইয়ে মহিলাদের অধিকার রক্ষাকেই তারা প্রধান হাতিয়ার করতে চলেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা ভোটের আগে এই ধরনা আসলে রাজ্যের নারীশক্তিকে একজোট করার এক সুকৌশলী চাল।মেট্রো চ্যানেলের এই জনজোয়ার থেকে স্পষ্ট বার্তা গেল দিল্লিতে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন প্রমান করতে চাইলেন, বাংলার মহিলাদের অধিকার রক্ষায় তিনি এখনও আপসহীন। একদিকে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি নিয়ে মানুষের ক্ষোভকে উসকে দেওয়া, আর অন্যদিকে ভোটাধিকার হরণের আবেগ, এই জোড়া ইস্যুতে এদিন সরগরম রইল ধর্মতলা। তৃণমূলের দাবি, এই লড়াই শুধু রাজনৈতিক নয়, বরং বাংলার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।

দিনভর চলা এই কর্মসূচিতে মেট্রো চ্যানেলের চত্বর কার্যত এক প্রতিবাদী রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

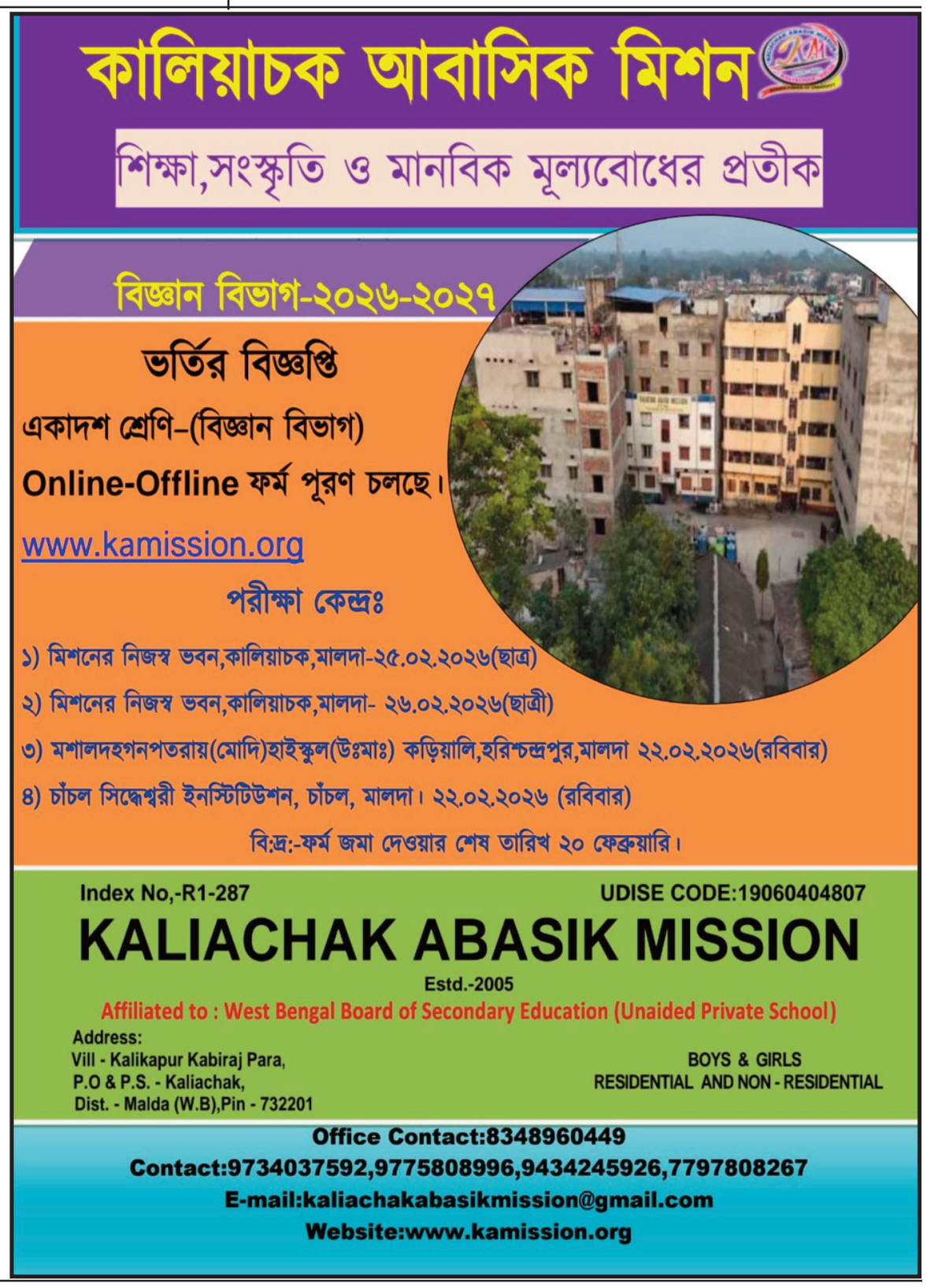

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/9/2026 6:10 AM Page 8

৮
৯ মার্চ ২০২৬

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

সংগ্রাম থেকে সাফল্য, উত্তরবঙ্গে নানা কর্মসূচিতে পালিত নারী দিবস

নয়া জামানা ।। উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৮ই মার্চ বিশ্বজুড়ে পালিত হল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তেও দিনটি নানা কর্মসূচি ও অনুপ্রেরণামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে উদযাপিত হয়েছে। নারী শক্তির সাফল্য, সংগ্রাম এবং আত্মনির্ভরতার নানা দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। নকশালবাড়ির পশুপতি ফটকে ৮ নম্বর ব্যাটালিয়ন সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-এর উদ্যোগে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কমান্ড্যান্ট মিতুল কুমারের নির্দেশে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নেপাল পুলিশের মহিলা সদস্য, মৈতি নেপাল এনজিওর প্রতিনিধিরা, বেঙ্গল পুলিশের মহিলা কর্মী, এসএসবি-র মহিলা জওয়ান এবং স্থানীয় গ্রামীণ এলাকার বহু মহিলা। সহকারী কমান্ড্যান্ট ইতিশা তাঁর বক্তব্যে নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, সমাজে নারীদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাঁদের ক্ষমতায়নই এই দিনের মূল লক্ষ্য।

অন্যদিকে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতেও ব্লক কংগ্রেস ও ব্লক মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। কংগ্রেস কার্যালয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নির্মল ঘোষ দস্তিদার, ব্লক নেতৃত্ব প্রদীপ ঘোষালসহ অন্যান্যরা। এদিন নারীদের অধিকার, নিরাপত্তা এবং সমাজে তাঁদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ডুয়ার্সের লুকসানের বাসিন্দা সামিমা খাতুন আত্মনির্ভরতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠেছেন। গত এক যুগে সেলাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি প্রায় পাঁচ হাজার চা-বাগান ও বস্তি এলাকার নারীকে স্বনির্ভর করে তুলেছেন। তাঁর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে শেখা অনেক নারী আজ নিজস্ব দোকান খুলেছেন বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। সামিমার কথায়, নারীদের স্বাবলম্বী হওয়াটাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য। আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে প্রায় একশোজন নারী কৃষকের সাফল্যও সামনে আসে। কেউ মাশরুম চাষ, কেউ মৌমাছি পালন, আবার কেউ কৃষিযন্ত্র ভাড়া দিয়ে আয়ের নতুন পথ তৈরি করেছেন। কৃষি দপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, নারীদের কৃষিক্ষেত্রে আরও এগিয়ে আনাই তাঁদের লক্ষ্য। এদিকে কোচবিহারের গৌরাঙ্গবাজারে ৮০ বছর বয়সেও সংগ্রামের প্রতীক হয়ে আছেন পাতানি বর্মন। স্বামীর মৃত্যুর পর চা ও মিষ্টির দোকান খুলে তিনি সংসার সামলেছেন এবং আজও সেই দোকান চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই অদম্য মানসিক শক্তি স্থানীয় মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। নারী দিবসে উত্তরবঙ্গের এই সব উদ্যোগ ও সংগ্রামের গল্পই তুলে ধরল;সুযোগ পেলে নারীরাও সমাজ ও অর্থনীতির অগ্রগতিতে সমানভাবে অবদান রাখতে পারেন।

বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রায় ভিড় ময়নাগুড়িতে

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ডুয়ার্স জুড়ে চলা পরিবর্তন যাত্রার অংশ হিসেবে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি শহরের সুপার মার্কেট এলাকায় পথসভা করল ভারতীয় জনতা পার্টি। অনুষ্ঠানের শুরুতে ভারত মাতার ছবিতে মাল্যদান ও জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়। পরে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে মঞ্চ জমে ওঠে। এদিনের সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা সহ-সভাপতি চঞ্চল সরকার। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জেলা ও ব্লকের একাধিক নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন মণ্ডলের কর্মীরা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মঙ্গলাকান্ত রায় । সভায় বক্তারা আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যে পরিবর্তনের ডাক দেন। এদিন মৌলানী দিক থেকে পরিবর্তন রথ ময়নাগুড়ি শহরে পৌঁছালে তা দেখতে ভিড় করেন বহু মানুষ। পরে রথটি ময়নাগুড়ি শহর পেরিয়ে ধূপগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

কুমোরটুলি গড়ার দাবিতে ধূপগুড়িতে মৃৎশিল্পীদের সভা

নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ ধূপগুড়িতে স্থায়ী কুমোরটুলি তৈরির দাবিতে ফের সরব হলেন মৃৎশিল্পীরা। তাঁদের অভিযোগ, ১৯৯৯ সাল থেকে দাবি উঠলেও এখনও পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। ধূপগুড়ি বাজারের কুমলাই নদী সংলগ্ন এলাকায় কুমোরটুলি তৈরির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছে ধূপগুড়ি মৃৎশিল্পী সমিতি। একসময় সেখানে অস্থায়ী ঘর তৈরি করে কাজ শুরু করেছিলেন শিল্পীরা, কিন্তু দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে তা পুড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরে বিষয়টি নিয়ে আইনি লড়াইও হয়। বাম আমল থেকে শুরু করে বর্তমান বোর্ড পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত আবেদন জানানো হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি বলে দাবি শিল্পীদের। রবিবার সকালে বিবেকানন্দ পাড়ায় এক কারখানায় মৃৎশিল্পীদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা ও প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান অরুপ দে। তিনি জানান, বিষয়টি সেচ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা হবে। দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিল্পীরা।

রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মহিলা তৃণমূলের মিছিল জলপাইগুড়িতে

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ রান্নার গ্যাসের দাম ৬০ টাকা বৃদ্ধির প্রতিবাদে রবিবার বিকেলে জলপাইগুড়িতে হাঁড়ি, কড়াই, হাতা ও খুন্তি নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস-এর মহিলা সংগঠনের সদস্যরা। শহরের সমাজপাড়া মোড় থেকে শুরু হওয়া মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির ক্রীড়াবিদ স্বপ্না বর্মণ । এছাড়াও ছিলেন তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা চেয়ারম্যান ও রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মনসহ একাধিক নেতা-কর্মী। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে জেলায় গ্যাস সরবরাহে ইতিমধ্যেই সমস্যা তৈরি হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে লাইনে দাঁড়িয়েও অনেক গ্রাহক গ্যাস পাচ্ছেন না। তার মধ্যেই গ্যাসের দাম এক লাফে ৬০ টাকা বেড়ে যাওয়ায় চাপে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। এই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেন জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ।

ময়নাগুড়িতে কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির আলোচনা সভা

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি শহরের নতুন বাজার এলাকায় আলোচনা সভা করল কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি। সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি অধীর চন্দ্র বর্মন। পাশাপাশি রাজ্য কমিটির সভাপতি, রাজ্য কমিটির সদস্য এবং বহু কর্মী-সমর্থকও উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা সভাপতি অধীর চন্দ্র বর্মন বলেন, এসআইআর তালিকায় যাদের নাম বাদ পড়েছে, তাদের নাম দ্রুত চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি কামতাপুরি ভাষার স্বীকৃতি, আলাদা রাজ্যের দাবি এবং অন্যান্য আঞ্চলিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। সভায় উপস্থিত নেতারা জানান, এই সব দাবিকে সামনে রেখে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথেই এগোবে দল। এছাড়াও সংগঠন শক্তিশালী করার বিষয়েও আলোচনা হয় সভায়।

বিধানসভা নির্বাচনে ঘুরে দাঁড়ানোর ডাক সৃজন ভট্টাচার্যের

সোমনাথ দত্ত, নয়া জামানা, মালবাজার ঃ এক সময় তেভাগা ও চা শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র ছিল মাল ও নাগরাকাটা এলাকা। প্রয়াত বাম নেতা পরিমল মিত্রের নামানুসারে গড়ে ওঠা পরিমল মিত্র নগরে রবিবার মাল ও নাগরাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বাম কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত হয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ঘুরে দাঁড়ানোর ডাক দেন এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য। চা বাগান অধ্যুষিত এই দুই বিধানসভা কেন্দ্র একসময় বামেদের শক্ত ঘাঁটি ছিল। ২০১১ সালে রাজ্যে পরিবর্তনের ঢেউ এলেও মাল কেন্দ্র নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছিল সিপিআই(এম)। তবে পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে চা বাগান এলাকায় বামেদের সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই শক্তি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যেই নতুনভাবে সংগঠন গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে সিপিআই (এম) নেতৃত্ব। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বুথে সংগঠন মজবুত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রবিবারের কর্মীসভায় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক উপস্থিত হন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিটুর রাজ্য সম্পাদক জিয়াউর আলম চা বাগানের শ্রমিকদের সংগঠন শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। অন্যদিকে সৃজন ভট্টাচার্য রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকারকে আক্রমণ করে বলেন, ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরির চেষ্টা চলছে। তিনি দাবি করেন, চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, কৃষকের ন্যায্য ফসলের দাম, শিল্প ও কর্মসংস্থানের দাবিকে সামনে রেখেই আগামী নির্বাচনে বামপন্থীরা লড়াই করবে। সভায় উপস্থিত ছিলেন রামলাল মুর্মু, শঙ্কর বিশ্বাস, প্রাক্তন বিধায়ক সোমরা লাকরা সহ জেলা ও এরিয়া কমিটির একাধিক নেতা-কর্মী।

ফিটনেসহীন ট্রাকে পণ্য পরিবহণের অভিযোগ আলিপুরদুয়ারে

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার স্টেশন এলাকা থেকে রেকের সিমেন্টসহ বিভিন্ন পণ্য পরিবহণে পুরোনো ও ফিটনেসবিহীন ট্রাক ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয়দের দাবি, বেশিরভাগ ট্রাকেই বৈধ ফিটনেস সার্টিফিকেট, ইনসুরেন্স বা চালকের লাইসেন্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নেই। ফলে দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার আর্থিক ক্ষতিপূরণ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে এবং সরকারেরও বড় অঙ্কের রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে একটি ট্রাকের ধাক্কায় এক শ্রমিকের মৃত্যুর পর বিষয়টি সামনে আসে। দুর্ঘটনার পর চালক পালিয়ে যান। তদন্তে জানা যায়, ট্রাকটির ফিটনেস সার্টিফিকেট ও ইনসুরেন্সের মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং চালকের বৈধ লাইসেন্সও ছিল না।

স্থানীয় শ্রমিকদের অভিযোগ, শহরের রাস্তায় চলা অধিকাংশ ট্রাকই ১৫,২০ বছর পুরোনো এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়াই চলাচল করছে। এছাড়া শহরের মনোজিত নাগ বাস টারমিনার্স-সহ বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘ সময় ট্রাক পার্কিং করে রাখায় সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়ছেন। এই প্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ার আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক প্রেমা চুকিং সেরিং জানান, নির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া যায়নি, তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। যদিও আলিপুরদুয়ার ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক গোবিন্দ সরকার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ট্রাক চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সব গাড়িতেই রয়েছে। তবে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান এবং বেআইনি ট্রাকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ময়নাগুড়ির ময়নামাতা কালীবাড়িতে হরিনাম সংকীর্তনের সূচনা

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ রবিবার ব্রহ্মপূজার মধ্য দিয়ে ময়নাগুড়ির ময়নামাতা কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে শুরু হল ৫৬ প্রহর হরিনাম সংকীর্তন। সোমবার ভোর থেকে সাত দিনব্যাপী এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে বলে জানিয়েছে আয়োজক কমিটি। এই উপলক্ষে এদিন ময়নাগুড়ি ৫৬ প্রহর হরিনাম সংকীর্তন কমিটির উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়।

শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে পুনরায় মন্দির প্রাঙ্গণে ফিরে আসে। প্রতি বছরই এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ময়নাগুড়ি ও আশেপাশের বিভিন্ন ব্লক থেকে অসংখ্য ভক্তের সমাগম ঘটে।

সাত দিনব্যাপী চলা হরিনাম সংকীর্তনের পাশাপাশি ভক্তদের জন্য প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। আয়োজকদের আশা, এবছরও ধর্মীয় আবহে ভক্তদের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে উঠবে ময়নামাতা কালীবাড়ি প্রাঙ্গণ।

পানিট্যাংকিতে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার এক

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ ভারত, নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন পানিট্যাংকি এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল পুলিশ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ১০২ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাংকি ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করা এক যুবককে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়।

তল্লাশিতে তার কাছ থেকে প্রায় ১০২ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। এরপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম সুরজ লামা (৪২)। তিনি শিলিগুড়ির গুরুং বস্তি এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করে ধৃতকে খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে যায়। রবিবার তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মাদারিহাটের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আইএফএসে সাফল্য দীপায়ন দাসের

নয়া জামানা, মাদারিহাট ঃ দক্ষিণ মাদারিহাটের এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে এসে দেশের অন্যতম কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরিষেবা ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস-এ সাফল্য অর্জন করলেন দীপায়ন দাস। তাঁর এই সাফল্যে খুশির হাওয়া পরিবার, বিদ্যালয় এবং গোটা এলাকাজুড়ে। আগামী ১১ এপ্রিল প্রশিক্ষণের জন্য তিনি ভুবনেশ্বরে-এ যাচ্ছেন। দীপায়ন জানান, তিনি ২০২৪ সালে পরীক্ষার প্রিলিমিনারি ও মেইন ধাপে অংশ নেন। গত বছর ফল প্রকাশিত হলে তিনি উত্তীর্ণদের তালিকায় ১০৯ নম্বরে ছিলেন। তবে তখন প্রশিক্ষণের তারিখ জানানো হয়নি। কয়েকদিন আগে তাঁকে জানানো হয়েছে, আগামী ১১ এপ্রিল থেকে তাঁর প্রশিক্ষণ শুরু হবে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/9/2026 6:10 AM Page 9

গৌড়বঙ্গ
নয়া জামানা

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পদ্মশ্রী কমলি সোরেনের আশীর্বাদ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী

আহমেদ বাপি ।। নয়া জামানা ।। গাজোল

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বিশেষ মুহূর্তে মালদার গাজোলে এক অনন্য সৌজন্যের ছবি ধরা পড়ল। রবিবার বিজেপির ‘পরিবর্তন রথযাত্রা’ কর্মসূচিতে অংশ নিতে মালদার গাজোলে পৌঁছান রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তবে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আগে তিনি সোজা চলে যান পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত আদিবাসী সমাজকর্মী গুরুমা কমলি সোরেনের বাসভবনে। সেখানে গিয়ে গুরুমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম সেরে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করেন বিরোধী দলনেতা। আজকের দিনটি ছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস, আর এই বিশেষ দিনটিতেই সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য আজীবন লড়াই করে যাওয়া কমলি সোরেনকে সম্মান জানাতে ভোলেননি শুভেন্দু অধিকারী। তিনি গুরুমার হাতে বেশ কিছু উপহার সামগ্রী তুলে দেন এবং নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানান। আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন এবং আর্ত মানুষের সেবায় কমলি সোরেনের দীর্ঘদিনের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামকে কুর্নিশ জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন যে, ওনার মতো ব্যক্তিত্ব আমাদের সকলের কাছে এক বড় অনুপ্রেরণা।

সমাজের জন্য ওনার যে নিরলস কাজ, তা আগামী প্রজন্মকে পথ দেখাবে।

পদ্মশ্রী প্রাপক এই বিদুষী মহিলার সান্নিধ্যে এসে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন বলেও সংবাদমাধ্যমকে জানান। শুভেন্দু অধিকারী আরও যোগ করেন যে, কমলি সোরেন শুধুমাত্র আদিবাসী সমাজের গর্ব নন, বরং তিনি সারা বাংলার নারী শক্তির এক উজ্জ্বল প্রতীক।

তাঁর দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ও মানুষের প্রতি এই অকৃত্রিম ভালোবাসা সত্যিই বিরল।

বিরোধী দলনেতা গুরুমার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন এবং প্রার্থনা করেন যাতে তাঁর সামাজিক কর্মকাণ্ড আগামী দিনে আরও দীর্ঘায়িত হয়।

রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝেও শুভেন্দু অধিকারীর এই সৌজন্য সাক্ষাৎ ও গুরুমার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন স্থানীয় মানুষের মনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। মূলত নারী দিবসের এই বিশেষ দিনে একজন পদ্মশ্রী প্রাপককে এভাবে সম্মান জানানো সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে এক অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছে ওয়াকিবহাল মহল।

বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’ ঘিরে উত্তাল ভূতনি, গঙ্গা ভাঙন রোধে সরব গেরুয়া শিবির

পার্থ ঝা, নয়া জামানা, মানিকচক ঃ পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে রাজ্যজুড়ে ‘পরিবর্তন যাত্রা’ শুরু করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মালদা জেলার মানিকচক বিধানসভার ভূতনি অঞ্চলে এক বিশাল রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। এদিন কয়েকশ কর্মী-সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে বর্ণাঢ্য রথ সাজিয়ে গোটা ভূতনি এলাকা পরিক্রমা করে বিজেপি নেতৃত্ব। ৫ই মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই বিশেষ কর্মসূচি আগামী ১০ই মার্চ পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে চলবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গৌড়চন্দ্র মন্ডল, পবিত্র দাস, বিশ্বজিৎ মন্ডল, সন্তোষ মন্ডল সহ স্থানীয় বিজেপি নেতৃবৃন্দ। রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। মিছিল থেকে বর্তমান রাজ্য সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং এলাকায় উন্নয়নের দাবিতে স্লোগান তোলা হয়। বিজেপি নেতা গৌড়চন্দ্র মন্ডল সংবাদমাধ্যমকে জানান, ভূতনির দীর্ঘদিনের প্রধান সমস্যা হলো গঙ্গা ভাঙন। বিগত ১৫ বছর ধরে বর্তমান সরকার এই সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, গঙ্গা ভাঙন রোধ থেকে শুরু করে কৃষকদের জাতিগত শংসাপত্র প্রদান; প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পালনেই সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সাধারণ মানুষ এখন দিশেহারা। তাই এই ‘ব্যর্থ’ সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এই পরিবর্তন যাত্রার ডাক দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়াই বলে দিচ্ছে যে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের মসনদে পরিবর্তন আসন্ন এবং পদ্মফুলই সাধারণ মানুষের একমাত্র ভরসা। মূলত গঙ্গা ভাঙনের স্থায়ী সমাধান এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নকে ইস্যু করেই এদিন বিজেপি নেতৃত্ব সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছানোর চেষ্টা করে।

৬৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দে সিলামপুরে হচ্ছে কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর

নয়া জামানা, মালদহ ঃ মালদায় চারটি কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের শিলান্যাস করলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন মালদা জেলার সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সিলামপুর-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রবিবার এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চারটি কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজের শিলান্যাস সম্পন্ন হলো। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই উন্নয়নমূলক কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার মানুষ কবরস্থানগুলোর সুরক্ষার জন্য সীমানা প্রাচীরের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। সাধারণ মানুষের সেই দাবিকে মান্যতা দিয়েই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এই প্রকল্পের আওতায় চারটি পৃথক কবরস্থানের চারদিকে পাঁচিল দেওয়ার কাজ করা হবে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এই সামগ্রিক কাজের জন্য মোট ৬৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে। রবিবারের এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান সহ স্থানীয় প্রশাসনের অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী জানান যে, গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি ধর্মীয় ও সামাজিক আবেগের সাথে যুক্ত এই স্থানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে সরকার বদ্ধপরিকর। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই গুণমান বজায় রেখে প্রাচীর নির্মাণের কাজ শেষ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের সূচনা হওয়ায় সিলামপুর-২ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে খুশির হাওয়া লক্ষ্য করা গেছে। স্থানীয়দের মতে, এই সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ফলে কবরস্থানগুলো দখলমুক্ত হওয়ার পাশাপাশি পবিত্রতা ও নিরাপত্তা বজায় থাকবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে উত্তাল ইসলামপুর

নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বিশেষ দিনে রান্নার গ্যাসের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সরব হলো ইসলামপুরের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। রোববার ইসলামপুর শহর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি বিশাল ধিক্কার মিছিল আয়োজিত হয়। এই প্রতিবাদী কর্মসূচির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন দলের নেতা-কর্মীরা। এদিন ইসলামপুর বাস টার্মিনাস এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়।

এরপর শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে পুনরায় বাস টার্মিনাসেই এসে শেষ হয় মিছিলটি। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল সহ জেলা ও ব্লকের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্ব।

তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, প্রতিনিয়ত রান্নার গ্যাসের দাম বাড়তে থাকায় সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি সংকটের মুখে পড়েছেন গৃহিণীরা, যাদের পক্ষে সংসার চালানো দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারী দিবসের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিনে তাই ঘরের কোণ ছেড়ে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানানোকেই বেছে নিয়েছেন তারা। মিছিলে ইসলামপুর পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে কয়েক হাজার মহিলা কর্মী-সমর্থক স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীদের হাতে ছিল প্রতিবাদী ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড। মিছিল চলাকালীন গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা শহর। তৃণমূলের দাবি, অবিলম্বে গ্যাসের দাম না কমলে আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা।

হরিরামপুরে সরকারি জলাশয়ে অবাধে মৎস্য লুঠ, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে কংগ্রেসের তীব্র ক্ষোভ

দিলীপ কুমার তালুকদার, নয়া জামানা, বুনিয়াদপুর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকের বিশালকার সরকারি জলাশয় ‘মালিয়ানদিঘী’ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার মাছ চুরির অভিযোগ ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। প্রায় ১০০ একর আয়তনের এই জলাশয়টিতে মাছ চাষের ওপর মহামান্য উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, একদল দুষ্কৃতী রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় প্রশাসনের নাকের ডগায় মাছ লুঠ করছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, শনিবার বিকেলে বড় জাল ফেলে প্রচুর মাছ ধরা হয় এবং তা বাজারে বিক্রির জন্য জলেই আটকে রাখা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

হরিরামপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শুভাশীষ (সোনা) পাল এবং ব্লক সভাপতি সাজ্জাদুর রহমান বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন। কংগ্রেসের অভিযোগ, হরিরামপুর থানার আইসি এবং বিএলএন্ডএলআরও-কে বারবার মৌখিক ও লিখিতভাবে জানানো সত্ত্বেও অবৈধভাবে ধরা মাছ উদ্ধারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ব্লক সভাপতি সাজ্জাদুর রহমানের দাবি, পুলিশ ও ভূমি সংস্কার দপ্তর একে অপরের ওপর দায় চাপিয়ে সময় নষ্ট করছে। বিএলএন্ডএলআরও উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নির্দেশের দোহাই দিচ্ছেন, অন্যদিকে আইসি দাবি করছেন ভূমি সংস্কার দপ্তর বললে তবেই তিনি ব্যবস্থা নেবেন। সরকারি সম্পদ এভাবে লুঠ হতে দেখে ক্ষোভ উগরে দিয়ে সোনা পাল জানান, প্রশাসন যেখানে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে, সেখানে কংগ্রেস মাছ উদ্ধারের জন্য লড়াই করছে। ডিএলএন্ডএলআরও এজাজ আহমেদ ব্লক আধিকারিকদের সাথে কথা বলার আশ্বাস দিলেও পরিস্থিতি বদলায়নি। এই প্রশাসনিক নিস্পৃহতার প্রতিবাদে এবং সরকারি জলাশয় রক্ষার দাবিতে আগামী দিনে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভের হুঁশিয়ারি দিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

নারীদের ভোটাধিকার রক্ষায় কালিয়াচকে তৃণমূলের বিশাল প্রতিবাদ মিছিল

নয়া জামানা, কালিয়াচক ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে রবিবার মালদার কালিয়াচক-২ নম্বর ব্লকে এক বিশাল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার প্রতিবাদে মোথাবাড়ি এলাকায় এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে প্রধান নেতৃত্ব দেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী প্রতিভা সিং এবং কালিয়াচক-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অঞ্জলি মন্ডল সহ দলের অন্যান্য বিশিষ্ট নেত্রীবৃন্দ। বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন সরাসরি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে নির্বাচন কমিশন পরিকল্পিতভাবে বহু মহিলার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। নারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার এই চেষ্টার বিরুদ্ধে সরব হয়ে তিনি জানান, আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মতো পবিত্র দিনে তারা নারীদের মর্যাদা ও ভোটাধিকার রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাবেন। আন্দোলনকারীদের দাবি, ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়ার ফলে প্রান্তিক এলাকার মহিলারা সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তৃণমূলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের এই সাংবিধানিক অধিকার ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। রবিবারের এই কর্মসূচিতে কয়েক হাজার মহিলা কর্মী-সমর্থক অংশ নেন, যা মোথাবাড়ি এলাকায় রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে রবিবার মালদার কালিয়াচক-২ নম্বর ব্লকে এক বিশাল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার প্রতিবাদে মোথাবাড়ি এলাকায় এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে প্রধান নেতৃত্ব দেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।

মালতিপুরে উন্নয়নের গতি, নতুন দুই রাস্তার শিলান্যাস

নয়া জামানা, মালদহ ঃ রাজ্য জুড়ে চলা পথশ্রী,রাস্তাশ্রী-৪ প্রকল্পের অধীনে মালতিপুর বিধানসভা এলাকায় আবারও শুরু হল নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজ।

এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে একাধিক রাঙ্খ স্তার শিলান্যাস

করা হল রবিবার। মালতিপুরের বিধায়ক তথা মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আবদুর রহিম বক্সী-র উদ্যোগে ধানগড়া অঞ্চলে প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কাজের শুভ সূচনা হয়।

ধানগড়া অঞ্চলের পরানপুর মোড় থেকে দেগুন হয়ে ধানগড়া পর্যন্ত এই রাস্তা নির্মিত হবে। এদিন একইসঙ্গে ক্ষেমপুর অঞ্চলেও আরও একটি রাস্তার শিলান্যাস করা হয়।

প্রায় ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাঙ্খ স্তা বিজলি শিতামনি কবরস্থান থেকে বাবরা শ্মশান পর্যন্ত নির্মাণ করা হবে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/9/2026 6:10 AM Page 10

গ্যাসের অগ্নিমূল্য থেকে মুক্তি দিতে পারে মমতা, দাবি বহরমপুরের বিদায়ী সাংসদের

নয়া জামানা ।। বহরমপুর

মধ্যবিত্তের হেঁসেলে অগ্নিমূল্য রান্নার গ্যাস। আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতার জেরে কলকাতায় এক ধাক্কায় সিলিন্ডার প্রতি দাম বেড়েছে ৬০ টাকা। শনিবার থেকে কার্যকর হওয়া এই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে যখন তৃণমূল সরব, ঠিক তখনই মুখ্যমন্ত্রীকে পাল্টা দাওয়াই দিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। তাঁর দাবি, রাজ্য সরকার ভরতুকি দিলেই বাংলায় গ্যাসের দাম অনেকটা কমতে পারে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অনুদানের প্রসঙ্গ টেনে অধীর বলেন, 'আপনি যদি লক্ষ্মীর ভান্ডারে মা বোনেদের জন্য পয়সা দিতে পারেন, তাহলে গ্যাসের জন্যও পয়সা দিন। কারণ গ্যাসটা তো ব্যবহার করেন মা-বোনেরাই।' পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির মেঘ ঘনীভূত হতেই তার প্রভাব পড়েছে বিশ্ববাজারে। ভারতের প্রয়োজনের প্রায় ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ রান্নার গ্যাস বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এর ফলেই হুহু করে বাড়ছে এলপিজির দাম। কলকাতায় ঘরোয়া সিলিন্ডারের দাম এখন ৯৩৯ টাকা। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম এক লাফে ১১৪ টাকা বেড়ে যাওয়ায় মাথায় হাত হোটেল-রেস্তরাঁ মালিকদেরও। দিল্লিতে যে গ্যাসের দাম ৯১৩ টাকা, কলকাতায় তা অনেকটাই বেশি। এই নিয়ে রাজ্যের উপর চাপ বাড়িয়ে অধীর চৌধুরী জানান, রাজ্য চাইলে এই বাড়তি দামের বোঝা থেকে মানুষকে রেহাই দিতে পারে। সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সরাসরি সওয়াল করেন। তাঁর কথায়, 'দিদি যদি মনে করেন, গ্যাসের দাম কিছুটা কমাতে পারেন। দিদি যদি ভাবেন, গ্যাসে যতটা দাম বাড়ল, ততটা যদি সাবসিডি দিই, তাহলে মানুষ সস্তার গ্যাস পাবে। এটা রাজ্য যদি মনে করে, রাজ্য পারবে।' রাজ্যে চলা একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের উদাহরণ টেনে তিনি স্পষ্ট জানান, সর্বত্র অনুদান দেওয়া হলে গ্যাসের ক্ষেত্রেও ভরতুকি দেওয়া সম্ভব। মা-বোনেদের রান্নার সঙ্কট মেটাতে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই পথে নামার ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কালো শাড়ি ও হাতা-খুন্তি হাতে নিয়ে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল। তবে রাজনীতির এই চাপানউতোরের মাঝেই পিষ্ট সাধারণ মানুষ। কলকাতা, মুম্বই, দিল্লি বা চেন্নাই সর্বত্রই এখন জ্বালানির জ্বালায় জেরবার সাধারণ গৃহস্থ। অধীরের এই 'ভরতুকি ফর্মুলা' রাজ্য সরকার গ্রহণ করে কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজ্যের কয়েক কোটি উপভোক্তা।

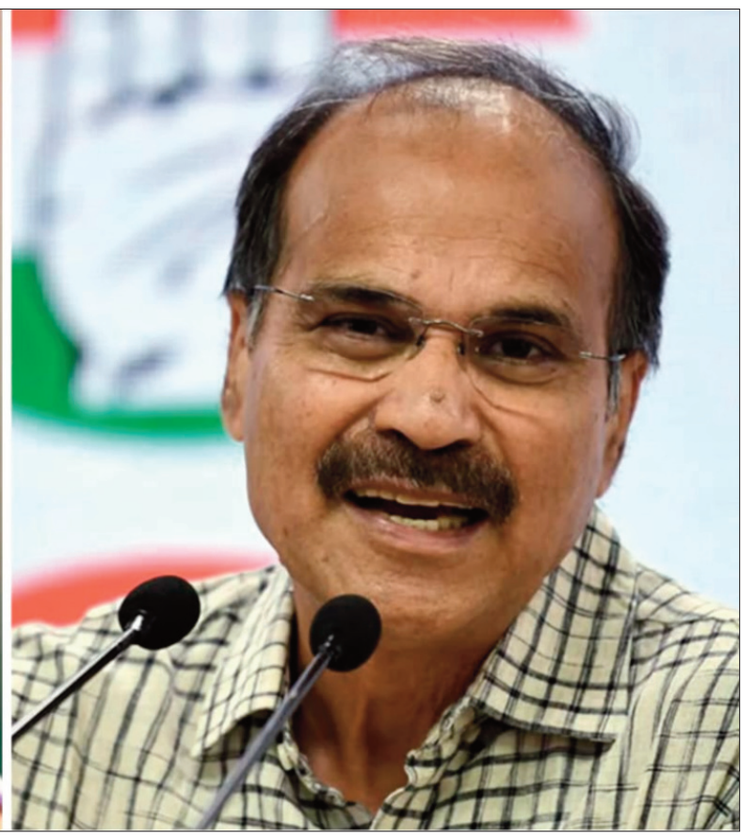

ইফতার মাহফিলে সম্প্রীতির বার্তা তৃণমূলের

নয়া জামানা, আখেরীগঞ্জ ঃ ধর্মীয় গুরুত্বের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের এক অনন্য নজির সৃষ্টি হল মুর্শিদাবাদের দেবাইপুর বাজারে। রবিবার সরলপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশাল ইফতার মাহফিলে শামিল হলেন প্রায় দেড় হাজার মানুষ। রাজনৈতিক কর্মসূচির ঊর্ধ্বে উঠে এই অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত এক মিলন উৎসবে পরিণত হয়।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সরলপুর অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি জনাব মোঃ মোক্তার হাসান বলেন, রমজানের এই পবিত্র মাসে আমরা মানুষের মধ্যে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধের বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছি।

রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সকলে মিলে ইফতার করার এই আনন্দই আলাদা।ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের বলিষ্ঠ সহকারী সভাপতি তথা সমাজসেবী মাসাদুল খান জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতি বছরের মতো এবারও এই গণ-ইফতারের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, হিন্দু-মুসলিমসহ সব ধর্মের মানুষকে এক জায়গায় এনে সম্প্রীতি বজায় রাখাই আমাদের লক্ষ্য। আজ প্রায় ১৫০০ মানুষ এখানে একসাথে বসে ইফতার করেছেন, যা আমাদের ঐক্যকে আরও মজবুত করল।ইফতার শেষে বিশেষ মোনাজাত বা প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। সেখানে নামাজ পরবর্তী সময়ে দেশ ও দশের কল্যাণে, দেশের শান্তি ও উন্নয়নের স্বার্থে এবং সমস্ত ধর্মের মানুষের অগ্রগতির জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করা হয়। সম্প্রীতির এই ছবি ধরা পড়েছে 'আখেরীগঞ্জ নিউজ' চ্যানেলের পর্দায়।এদিনের মেগা ইফতার মাহফিলে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি গোলাম সাদিয়ার, প্রবীণ নেতা আবুবক্কার মাস্টার এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সমস্ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। এছাড়াও মাদার কমিটি ও তৃণমূলের শাখা সংগঠনগুলোর সর্বস্তরের নেতা-কর্মী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আসা সাধারণ মানুষ এই জমায়েতকে পূর্ণতা দেন।

রঘুনাথগঞ্জের শ্মশানের জঙ্গলে তাজা বোমা উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,রঘুনাথগঞ্জ ভোট ঘোষণার প্রাক্কালে ফের উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদ। এবার রঘুনাথগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের খেজুরতলা শ্মশান সংলগ্ন জঙ্গল থেকে উদ্ধার হলো দুই জার ভর্তি তাজা বোমা। শনিবার গভীর রাতের এই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া জার দুটিতে অন্তত ২০ থেকে ২৫টি বোমা মজুত ছিল।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে খেজুরতলা শ্মশান সংলগ্ন ওই জঙ্গলে হানা দেয় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। তল্লাশি চালাতেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে বিস্ফোরক বোঝাই দুটি জার। খবর পেয়েই দ্রুত এলাকাটি ঘিরে ফেলে পুলিশবাহিনী। খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডকে। সামনেই নির্বাচন, তার ঠিক আগেই এত পরিমাণ বোমা উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ছড়িয়েছে প্রবল আতঙ্ক।

কারা বা কেন এই জনহীন শ্মশানের জঙ্গলে বোমাগুলি মজুত করেছিল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কে বা কারা এর নেপথ্যে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, 'উদ্ধার হওয়া জার দুটিতে আনুমানিক প্রায় ২০-২৫ টি বোমা মজুত রয়েছে।' আপাতত বম্ব স্কোয়াডের প্রতিনিধিরা এসে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার অপেক্ষায় রয়েছে গোটা এলাকা।

নথি যাচাইয়ে জেলায় আরও ৭০ বিচারক, আবাসন সংকটে প্রশাসন

নয়া জামানা, বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় ভোটার তালিকার লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বা যৌক্তিক অসঙ্গতি দূর করতে নজিরবিহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন। জেলার প্রায় ১১ লক্ষ ২১ হাজার ভোটারের নথিপত্র পুনরায় যাচাইয়ের জন্য ভিনরাজ্য থেকে আরও ৭০ জন বিচারক আসছেন। সোমবার থেকে মোট ৯৮ জন বিচারক এই বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করবেন।

তবে বিপুল সংখ্যক এই বিচারকদের আবাসন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে জেলা প্রশাসন।গত সোমবার থেকেই জেলায় ২৮ জন বিচারক নথিপত্র যাচাইয়ের কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু কাজের বিপুল চাপের তুলনায় সেই সংখ্যা ছিল নগণ্য। কমিশন সূত্রে খবর, প্রতি ১০ মিনিটে একটি করে নথি যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে। এই ধীর গতি রুখতেই আরও ৭০ জন বিচারককে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, ৯৮ জন বিচারকের থাকার বন্দোবস্ত করা রাতারাতি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে মহিলা বিচারকদের সুরক্ষা ও উপযুক্ত আবাসন নিয়ে চিন্তায় রয়েছে জেলা কর্তৃপক্ষ।

এই আবহে ভিনরাজ্যের এই আধিকারিকদের ভরণপোষণ ও লজিস্টিক সহায়তা দিতে নাজেহাল অবস্থা মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের।ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়ার মাঝেই জেলায় বড়সড় প্রশাসনিক রদবদল ঘটেছে। তিনজন অতিরিক্ত জেলাশাসক, বেশ কয়েকজন মহকুমা শাসক , বিডিও এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বদলি করা হয়েছে। এই রদবদলের ফলে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ কতটা মসৃণ হবে, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। বর্তমানে কত সংখ্যক নথি যাচাই সম্পন্ন হয়েছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান জেলা স্তরে থাকছে না ডেটা সরাসরি কমিশনের সার্ভারে চলে যাচ্ছে।কঠোর যাচাই প্রক্রিয়ার কবলে পড়ে আতঙ্কে রয়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সরকারি আধিকারিকরা। কোচবিহার মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিভাগের চিকিৎসক ডা. আশারুল হোসেন জানান, পাসপোর্ট জমা দেওয়ার পরেও তার নাম 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' বা বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে। বাড়ির সবার নাম তালিকায় উঠলেও তার নাম বাদ পড়ায় তিনি ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করছেন। একই অভিযোগ বহরমপুরের ব্যবসায়ী সাইফুল হকের।

পদবী সংশোধনের জন্য পাসপোর্ট দিলেও কাজ হয়নি। তার আক্ষেপ, এত কাগজ দেওয়ার পরেও কমিশন কোনো ভেরিফাই করেনি, নাম এখনও বিচারাধীন।

শাসক শিবিরে ধস, তৃণমুল ছেড়ে মিমে যোগদান

নয়া জামানা, আখেরীগঞ্জ ঃ নদী তীরবর্তী এলাকায় গঙ্গার ভাঙন যেমন বারো মাসের সঙ্গী, ঠিক তেমনই এবার রাজনৈতিক ভাঙনের ঢেউ আছড়ে পড়ল ভগবানগোলা ২ নম্বর ব্লকের রানিতলা থানা এলাকায়। রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে আখেরীগঞ্জ অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দল ছেড়ে প্রায় ৫০০ থেকে ৫৫০ জন কর্মী-সমর্থক আনুষ্ঠানিকভাবে অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (মিম) দলে যোগদান করলেন।রবিবার আখেরীগঞ্জ এলাকায় আয়োজিত এক বিশেষ যোগদান সভায় বিশিষ্ট আইনজীবী তথা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অ্যাডভোকেট নিশান আলীর হাত ধরে এই বিশাল দলবদল সম্পন্ন হয়। নতুন সদস্যদের হাতে মিম-এর দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধির ডাক দেওয়া হয়।যোগদানকারী কর্মীদের দাবি, এলাকায় দীর্ঘদিনের নদীভাঙন সমস্যা, কর্মসংস্থানের অভাব এবং স্থানীয় উন্নয়নের প্রশ্নে মূলধারার দলগুলোর ওপর তাঁরা আস্থা হারিয়েছেন। তাঁদের মতে, এলাকার মানুষের সমস্যা নিয়ে আরও সক্রিয় ভূমিকার প্রত্যাশাতেই তাঁরা মিম-এ শামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিশেষ করে নদী ভাঙনের মতো মরণপণ সমস্যার স্থায়ী সমাধান চান এই প্রান্তিক মানুষগুলো।অন্যদিকে, এই দলবদলকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে তৃণমূল নেতৃত্ব। স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের মতে, কিছু কর্মী দল ছাড়লেও সংগঠনের মূল ভিত্তিতে কোনও প্রভাব পড়বে না। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নদীভাঙন ও জীবিকার অনিশ্চয়তাকে কেন্দ্র করে আখেরীগঞ্জসহ সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তারই প্রতিফলন এই দলবদল।নির্বাচনী মরসুমের আগে আখেরীগঞ্জের এই বিশাল যোগদান পর্ব মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। নদী ভাঙনের আতঙ্কের মাঝেই এই রাজনৈতিক ভাঙন আগামী দিনে জেলার রাজনীতিকে কোন পথে নিয়ে যায়, এখন সেটাই দেখার।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু গৃহবধূর

নয়া জমানা,নবগ্রাম ঃ ঈদের বাজার করতে যাওয়ার পথে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ঘটনাটি রবিবার বিকেলে মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার পাঁচগ্রাম অঞ্চলের মোবারকপুরের বাদশাহী রাস্তায় ওই দুর্ঘটনায় গৃহবধূর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বীরভূম জেলার নলহাটি থানার গোকুলপুর এলাকা থেকে এক গৃহবধূ তাঁর শ্বশুর ও শাশুড়িকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে পাঁচগ্রামের কাপড়ের হাটে ঈদের বাজার করতে আসছিলেন। মোবারকপুরের বাদশাহী রাস্তায় পৌঁছালে হঠাৎ মোটরসাইকেল

থেকে গৃহবধূ সুমি খাতুন রাস্তায় পড়ে যান।ঠিক সেই সময় পিছন দিক থেকে আসা একটি ডাম্পার গাড়ি তাঁকে চাপা দিয়ে দেয়। ঘটনাস্থলেই গৃহবধূর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় বলে জানা যায়। তবে এই দুর্ঘটনায় শ্বশুর ও শাশুড়ি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ডাম্পারটিকে আটক করে এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

ডাম্পারের ধাক্কায় আহত একই পরিবারের চার, ত্রাতা হয়ে দাঁড়ালেন পঞ্চায়েত সভাপতি মশিউর

নয়া জামানা,সাগরদিঘী ঃ রবিবার সকালে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী ব্লকের মোড়গ্রাম বেলেপুকুর সংলগ্ন জাতীয় সড়কে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা প্রাণ কাড়তে বসেছিল একই পরিবারের চার সদস্যের। ঘড়ির কাঁটা তখন বলছে সকাল।

ঠিক সেই সময় একটি ঘাতক ডাম্পার লরির সঙ্গে একটি ছোট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে, ছোট গাড়িতে থাকা যাত্রী ও এক শিশু রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে। চারজনই জখম হন, যার মধ্যে তিনজনের অবস্থা ছিল অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যখন রাস্তায় কাতরাচ্ছেন মা ও শিশু, ঠিক সেই সময় ওই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন সাগরদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মশিউর রহমান। মুহূর্ত নষ্ট না করে নিজের গাড়ি থামিয়ে উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। রক্তাক্ত শিশু ও তার মাকে পাজাকোলা করে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে ছোটেন হাসপাতালের দিকে। বাকি দু'জনকে তড়িঘড়ি অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেন তিনি। মশিউরের এই তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত ও মানবিক আচরণ দেখে ধন্য ধন্য করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের কথায়, 'এর আগেও বহুবার বিপদগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন মশিউর রহমান'। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। ডাম্পারটি আটক করা হয়েছে কি না বা দুর্ঘটনার নেপথ্যে চালকের গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। ঘটনার আকস্মিকতায় মোড়গ্রাম এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা বজায় রয়েছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/9/2026 6:10 AM Page 11

মুকুটমণি কি ফিরছেন পুরনো শিবিরেই ? শান্তনুর সাথে সাক্ষাৎ ঘিরে বাড়ছে জল্পনা

নয়া জামানা ।। নদীয়া

আবারও এক নির্বাচন শিয়রে, আর ভোটের বাদ্যি বাজার আগেই বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হয়েছে 'ঘরওয়াপসি'র চোরা স্রোত। শনিবার সন্ধ্যায় ঠাকুরবাড়ির রুদ্ধদ্বার বৈঠক ঘিরে সেই জল্পনা উসকে দিলেন রানাঘাট দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের খাসতালুকে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করলেন মুকুটমণি। এই একান্ত সাক্ষাৎকার ঘিরেই এখন সরগরম রাজ্য রাজনীতি।

প্রশ্ন উঠছে, তবে কি আবার দলবদল করতে চলেছেন এই মতুয়া নেতা? শনিবার সন্ধ্যায় ঠাকুরবাড়িতে শান্তনুর সঙ্গে মুকুটমণির বৈঠক চলে প্রায় আধ ঘণ্টা। বনগাঁর সাংসদের নীচের তলার দফতরে সেই আলোচনা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল শুরু হয়েছে। যদিও বৈঠকের পর মুকুটমণি একে 'সৌজন্য সাক্ষাৎ' বলেই দাবি করেছেন। তাঁর কথায়, 'আমি নতুন গাড়ি কিনেছি, তাই বড়মাকে পুজো দিতে এসেছিলাম। সেই সূত্রেই শান্তনুদার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়।' শুধু শান্তনু নন, মুকুটমণি দাবি করেন তিনি তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর এবং বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুরের সঙ্গেও দেখা করেছেন। তবে এই দাবি নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। মধুপর্ণা ঠাকুর সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, 'মুকুটমণির সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। উনি কেন এমন দাবি করছেন, জানি না।' এই পরস্পরবিরোধী মন্তব্যে জল্পনা আরও দানা বেঁধেছে। শান্তনু ঠাকুরও বিষয়টিকে লঘু করে দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর সাফ কথা, 'ঠাকুরবাড়ি সকলের জন্য খোলা। কেউ এলে আমি ফেরাতে পারি না। এখানে রাজনীতির কোনও গন্ধ নেই।' তিনি জানান, নতুন গাড়ির পুজো দিতে এসে মুকুটমণি কেবল সৌজন্য দেখিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু বিজেপি শিবিরের অন্দরের খবর বলছে অন্য কথা। সূত্রের খবর, মুকুটমণি নিজেই বিজেপি-তে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন শান্তনুর কাছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রানাঘাট দক্ষিণ আসনে পদ্ম শিবিরের প্রার্থী হওয়ার বাসনাও জানিয়েছেন তিনি। তবে মুকুটমণির জন্য বিজেপির দরজা কতটা খোলা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে বিজেপির বিধায়ক পদ ছেড়ে তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে ঘাসফুল শিবিরের হয়ে লড়ে হারেন জগন্নাথ সরকারের কাছে। পরে উপনির্বাচনে রানাঘাট দক্ষিণ থেকে জিতে বিধায়ক হন। এই ঘন ঘন রঙ বদল ভালো চোখে দেখছেন না রানাঘাটের বিজেপি নেতা-কর্মীরা। সামাজিক মাধ্যমে ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন নীচুতলার কর্মীরা। তাঁদের প্রশ্ন, কঠিন সময়ে দল ছেড়ে যাওয়া নেতাকে কেন ফেরানো হবে? দলের একাংশের দাবি, মুকুটমণি ফিরলেও তাঁর টিকিট পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সব মিলিয়ে মুকুটমণির এই 'ঠাকুরবাড়ি যাত্রা' ঘিরে এখন টানটান উত্তেজনা তুঙ্গে।

বিয়ের একদিন আগে আত্মহত্যা তরুণীর, ঘর থেকে উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ সোমবার বিয়ে, নিজের হবু বরের সঙ্গে কেনাকাটাও প্রায় শেষের পথে। কিন্তু আচমকাই সকালবেলা ঘরের মধ্যে থেকে উদ্ধার হল পাত্রীর ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত গবাচ্চার এলাকায়। জানা যায়, শান্তিপুর থানার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের গবাচ্চার বাসিন্দা যুবতী শিলা বিশ্বাস, বয়স ১৮ বছর একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিল। পরিবারের দাবি, শিলার নিজের ইচ্ছাতেই পাশের পাড়ার এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়।আজ ছিল বিয়ের তারিখ। পাত্র-পাত্রী উভয়ের বাড়িতে প্যান্ডেল তৈরি পর্যন্তও হয়ে গেছে,এমনকি শিলা তার হবু বরকে সঙ্গে নিয়ে বিয়ের কেনাকাটা এবং বাজার সম্পূর্ণ করেছে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, শিলা তার ঠাকুমাকে নিয়ে এক ঘরে থাকতো।

শনিবার রাত্রে সে তার হবু বরকে নিয়ে কেনাকাটাও সেরে এসেছিল। কিন্তু রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠাকমা যখন বাইরে বেরিয়ে আসে তার পরেই দেখা যায় ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত

অবস্থায় রয়েছে শিলা। খবর পেয়ে শান্তিপুর থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে আসে। তবে কি কারনে ওই যুবতী এই ঘটনা ঘটালো পরিবার কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। তার বাবা এবং দাদা জানিয়েছে পরিবারে কোনো অশান্তি হয়নি। ওর নিজের ইচ্ছাতেই আমরা বিয়ে ঠিক করেছি। শনিবার রাতে যখন ঘুমোতে যাই তখনো খাওয়া-দাওয়া করে স্বাভাবিকভাবেই সে ঘুমোতে গিয়েছিল। কিন্তু কেন এমন ঘটনা কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনা। মৃতদেহটি রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য রানাঘাট মহাকুমা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। পাশাপাশি পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এটি নিছক আত্মহত্যা নাকি এর পেছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে।

গোপন ছবি ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি, প্রেমিককে ভিডিও কলে রেখে আত্মঘাতী প্রেমিকা

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ সকালে মেয়ে ঘর না খোলায় মেয়েকে ডাকাডাকি শুরু করেন বাবা।পরে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখেন মেয়ের ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাটি নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ এলাকার।পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মৃতার নাম প্রিয়া দাস, কল্যাণী আইটিআই কলেজের ছাত্রী। তার এক প্রেমিক রয়েছে যার বাড়ি কৃষ্ণগঞ্জেই, পরিবার সূত্রে খবর প্রিয়ার প্রেমিক ব্যাঙ্গালুরুতে কাজে গিয়েছে। শনিবার রাত্রে কি এমন ঘটনা ঘটলো যে প্রিয়া এমন একটা সিদ্ধান্ত নিল ? প্রশ্নের উত্তরে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে প্রিয়ার বাবা রাজু দাস জানিয়েছেন সকালে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখি মেয়ের ঝুলন্ত দেহ, পাশে পড়ে রয়েছে মোবাইল। মেয়ের ঝুলন্ত দেহ দেখে রাজুবাবু চিৎকার করে

ওঠেন। পরে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন, তাড়াতাড়ি দড়ি কেটে প্রিয়ার ঝুলন্ত দেহ কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করে। প্রিয়ার ভাই প্রেম দাস বলেন দিদি যখন গলায় দড়ি দিয়েছিল তখন বিছানায় পড়েছিল তার মোবাইল এবং তার গলায় দড়ি দেওয়া থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত, প্রেমিক কৃষ্ণগঞ্জের বাসিন্দা গনা দেহেরীর সাথে ভিডিও কল চালু ছিল। তার আরও অভিযোগ, একটা ছবিকে ঘিরে দিদির প্রেমিক তাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছিল, যার জন্য দিদি গলায় দড়ি দিতে বাধ্য হয়েছে।প্রিয়ার মৃত্যুর সংবাদ শুনে প্রতিবেশীরা কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভিড় জমান ।এরপর কৃষ্ণগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হয়। কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছায় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ এবং মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে আসে কৃষ্ণগঞ্জ থানায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে। বর্তমানে পরিবারের নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মেয়ের ভিডিও কলের অভিযোগ তুলে রাজু দাস জানান, আমরা কৃষ্ণগঞ্জ থানায় ওই ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবো এবং যাতে সে যেন সাজা পায় তার ব্যবস্থা প্রশাসনকে করতে হবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে জীবনের ৮৭ তম রক্তদান

নয়া জামানা, নদীয়াঃ ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে নদীয়া জেলা ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির তত্ত্বাবধানে শান্তিপুর বড় গোস্বামী মন্দির প্রাঙ্গণে ভ্রাম্যমান শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাসে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল। মহতী এই রক্তদান শিবিরে জয়দেব দত্ত তার জীবনের ৮৭ তম রক্তদান করলেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ডঃ ব্রজ কিশোর গোস্বামী, স্বাস্থ্যভবনের জয়েন্ট ডিরেক্টর (ব্লাড সেফটি) শ্রী বিজয় প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সহকারি-জয়েন্ট ডিরেক্টর শ্রী স্মরজিত রায়,শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপার ডাঃ তারক বর্মন,রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার ইন-চার্জ ডাঃ সুমন দাস, সেঞ্চুরিয়ান রক্তদাতা আশীষ কর্মকার, রীতা মিস্ত্রি ও রক্তবন্ধু জয়দেব দত্ত সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। রক্ত সংগ্রহ করে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টার। রক্তদান শিবিরের প্রধান উদ্যোক্তা অনামিকা বোস ও অভিপ্সা বোস জানালেন রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত রক্তবন্ধু জয়দেব দত্ত ৮৭ তম রক্তদান করে সেঞ্চুরির পথে আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন, সেই সাথে আমাদের আহ্বানে স্বাস্থ্যভবনের আধিকারিক,বিধায়ক সহ বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ অধিকারিক ছাড়াও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন তা অত্যন্ত গর্বের। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ৮৭ তম রক্তদাতা জয়দেব দত্তের নিয়মিত অংশগ্রহণ অত্যন্ত গর্বের ও প্রশংসার বলে জানান।

নারী দিবসে রবীন্দ্রভবনের অভিনব উদ্যোগ ঠাকুরবাড়ির নারীদের জীবন ঘিরে বিশেষ প্রদর্শনী

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করল বিশ্বভারতী। রবিবার এই উপলক্ষে রবীন্দ্রভবনে 'ভারতী নারী থেকে নারায়ণী' এই শীর্ষক ভাবনাকে সামনে রেখে আয়োজিত হয় এক বিশেষ প্রদর্শনী।এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে বিশ্বভারতীর মহিলা সেলের উদ্যোগে রবীন্দ্রভবন। ঠাকুর পরিবারের নারীদের জীবন, কাজ এবং সমাজে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখন থেকে এই প্রদর্শনী স্থায়ীভাবে দর্শনার্থীরা দেখতে পারবেন। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য প্রদর্শনীটি খোলা রাখা হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিনের এই প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ ও কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায় ।শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন মিউজিয়ামে প্রদর্শনী কক্ষে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে ঠাকুরবাড়ির একাধিক বিশিষ্ট নারীর জীবন ও কর্মকাণ্ডের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সারদা দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কাদম্বরী দেবী, মৃণালিনী দেবী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, প্রতিমা দেবীর মতো একাধিক নারী। এই প্রদর্শনীতে তাঁদের বিরল আলোকচিত্র, ঐতিহাসিক দলিল, চিঠিপত্র, জীবনপঞ্জি সহ নানা তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। দর্শনার্থীরা ঠাকুরবাড়ির এই নারীদের জীবনসংগ্রাম, সমাজ সংস্কারে তাঁদের ভূমিকা ও সংস্কৃতি জগতে তাঁদের অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারছেন।জোড়সাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ইতিহাসে নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার ও সমাজ;দুই ক্ষেত্রেই তাঁদের প্রভাব ছিল গভীর। পর্যটকদের মধ্যে এদিন এই প্রদর্শনী দেখে পৌলমী সরকার, নাজমা খাতুন বলেন, আগেও বিশ্বভারতী ঘুরতে এসে রবীন্দ্র ভবনে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত নানা জিনিস দেখেছি। এবার ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের নিয়ে প্রদর্শনীতে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এই প্রদর্শনী ঘিরে ছাত্রছাত্রী, গবেষক, পর্যটক এবং সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই ঠাকুর পরিবারের নারীদের সম্পর্কে নতুন তথ্য জানতে পেরে বিশ্বভারতীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। এই বিষয়ে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, ঠাকুরবাড়ির মহিলারা নানা ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, মীরা দেবী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ও স্বর্ণকুমারী দেবীর মতো ব্যক্তিত্বরা সাহিত্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাঙালির শাড়ি পরার ধরণ এবং রান্না বা পাকশিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেই অবদানই এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, এটি স্থায়ী প্রদর্শনী হিসেবেই রাখা হবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বিশেষ দিনেই এর উদ্বোধন করা হয়েছে, ফলে দর্শনার্থীরা আগামীতে যে কোনও সময় এলে এই প্রদর্শনী দেখতে পারবেন।

কীর্ণাহার-কাণ্ডে নয়া মোড়! জামিনমুক্ত ৯ কর্মীদের মালা পরিয়ে বরণ বিজেপির

রুম্পা দাস,নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'কে কেন্দ্র করে বীরভূমের কীর্ণাহারে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা ও সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া ৯ জনই আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন। রবিবার সকালে আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় কীর্ণাহারে বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা' পৌঁছালে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা দলীয় পতাকা দেখিয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে শুরু করেন।অন্যদিকে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরাও পাল্টা স্লোগান দিতে থাকেন। প্রথমে দুই পক্ষের মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হলেও পরে তা হাতাহাতির ঘটনায় রূপ নেয়।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে এবং ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি মামলা রুজু করা হয়। ওই ঘটনায় শনিবার সন্ধ্যায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে রাতে আরও চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে ধৃত ৯ জনকেই জামিন দেওয়া হয়।

এদিকে, জামিনে মুক্ত হয়ে বেরোনোর পর বিজেপির পাঁচ কর্মীকে মালা পরিয়ে ও বাজনা বাজিয়ে বরণ করে নেন দলের অন্যান্য কর্মী-সমর্থকরা।

অপারেশন প্রাপ্তি ঃ হারানো ১৫ টি মোবাইল উদ্ধার করল পুলিশ

নয়া জামানা,বীরভূম ঃ লাভপুর থানার বড়সড় সাফল্য। হারিয়ে যাওয়া মোট ১৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল লাভপুর থানা পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ সূত্রে খবর, কয়েক মাস ধরেই লাভপুর থানায় একাধিক মোবাইল ফোন হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ দায়ের হয়েছে।থানা সংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায়শই একাধিকের মোবাইল ফোন হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে।অভিযোগের ভিত্তিতে লাভপুর থানা তদন্ত শুরু করে। সবশেষে অপারেশন প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে শনিবার সন্ধ্যেবেলা একটি নয় দুটি নয়, মোট ১৫ টি মোবাইল ফোন তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হারিয়ে যাওয়া ফোন ফেরত পেয়ে প্রকৃত প্রাপকরা পুলিশ প্রশাসনের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/9/2026 6:10 AM Page 12

বিয়ে রুখে শিক্ষার আঙিনায়, নারী দিবসে দুই ছাত্রীকে সম্মাননা

আমিনুর রহমান ।। নয়া জামানা ।। বর্ধমান

অতি সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে নাবালিকা অবস্থায় নিজেদের বিয়ে রুখে দেয় দুই ছাত্রী। একই সঙ্গে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে তারা। এই কাজের স্বীকৃতি জানাতে রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তাদের দুজনকে সম্মাননা জানানো হল ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে। ঘটনা পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম জঙ্গল মহলের। জানা গেছে প্রায় বছর দুয়েক আগে আউশগ্রাম ১ ব্লকের বাসিন্দা ওই দুই ছাত্রী। একরকম পরিবারের চাপের কাছে নতি স্বীকার না করেই রুখে দাঁড়ানোর সাহস দেখিয়েছিল দুই কিশোরী। বিয়ে বন্ধ হবার পর তারা অবশ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাহায্য নিয়ে লেখ াপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। দুই ছাত্রীর মধ্যে একজন আউশগ্রামের ব্রজবালা উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। নবম শ্রেণীতে পড়াশোনা চলাকালে তার পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ের জন্য যোগাযোগ শুরু করা হয়। কিন্তু শুরুতেই ওই ছাত্রী আপত্তি জানায় বিয়েতে। কিন্তু পরিবারের লোকজন নাছোড়বান্দা। তারা কিছুতেই রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত ওই ছাত্রী নিজের উদ্যোগে বেশ কিছুটা সাহসী হয়ে স্কুলে গিয়ে কন্যাশ্রী ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে সব কিছু জানায়। এরপর শিক্ষক ওই খবর জানিয়ে দেয় ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছে। বিডিও দপ্তর থেকে প্রতিনিধিদল ওই ছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে বুঝিয়ে বিয়ে আটকায়। ছাত্রীর বক্তব্য ছিল, আমি বারবার বাড়িতে জানিয়েছিলাম বিয়ে না করে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চাই। কিন্তু বাড়ির লোকজন শোনেননি। তাই বাধ্য হয়ে বিদ্যালয়ে জানাতে বাধ্য হয়েছিলাম। এদিকে বিয়ে বন্ধ হবার পর ওই ছাত্রীর লেখাপড়া চালাতে যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য তাকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন স্কুলের এক শিক্ষক বিশ্বজৎ ঘোষ। এবছর ওই ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। শিক্ষকদের আশা ওই ছাত্রী পাস করে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হয়ে উচ্চ শিক্ষা চালিয়ে যাবে।অন্যদিকে আউশগ্রাম এলাকার উক্তা পিচকুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের আর এক ছাত্রী বিয়ে নিয়ে সমস্যায় পড়ে। ওই ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার পর তার পরিবারের লোকজন বিয়ের সম্বন্ধ প্রায় পাকাপাকি করে ফেলেছিলেন।কিন্তু ওই ছাত্রী বাড়িতে জানায় সে এখন বিয়ে না করে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে চায়। বাড়ির লোকজন অবশ্য অনেক বোঝানোর পর বিয়ে বাতিল করেন। বর্তমানে ওই ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা দাবি করেন , ওই ছাত্রী ভালো ফলাফল করবে। বাড়ির লোকজন জানিয়েছেন লেখাপড়া চালিয়ে যাবার জন্য তাকে আর বাধা দেওয়া হবে না। এই দুই ছাত্রীকে বিয়ের আয়োজন থেকে ফেরানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম।

তিনি বলেন, সরকারি ভাবে নানা প্রচেষ্টা চলছে যাতে অল্প বয়সে বিয়ে বন্ধ করা যায়। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকেও নানা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে দুই ছাত্রী যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে তাতে অন্যরা তাদের দেখে অনুপ্রাণিত হবে। আউসগ্রাম ১ ব্লকের বিডিও বিমান কর বলেছেন, ওই দুই ছাত্রী বিয়ে রুখে দিয়ে যেভাবে সাহস দেখিয়েছে এবং পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে তার জন্য তাদের সংবর্ধনা জানানো হল। কারন অন্য ছাত্রীদের কাছে যাতে ওই দুজন দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে।

প্রয়াত বিশিষ্ট সমাজকর্মী গোবিন্দ কুমার রায়

নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ পূর্বস্থলী এলাকার বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও শিক্ষানুরাগী গোবিন্দ কুমার রায়-এর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাজুড়ে। রবিবার সকাল ১২টা ১৫ মিনিট নাগাদ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৩বছর। তিনি পারুলিয়া কুলকামিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। গোবিন্দ কুমার রায় দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি জাহান্নগর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এলাকার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। পাশাপাশি পারুলিয়া আনন্দলোক সংগীত মহাবিদ্যালয়ের দক্ষ প্রশাসক হিসেবেও তিনি বিশেষভাবে

পরিচিত ছিলেন। তাঁর কর্মদক্ষতা, আন্তরিকতা এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার জন্য এলাকায় তিনি সকলের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন।রবিবার তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের পরিবেশ তৈরি হয়। পরে তাঁর নিথর মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হলে অসংখ্য মানুষ সেখানে ভিড় জমান শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। স্থানীয় বাসিন্দা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।এদিন পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত হয়ে মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং শোকপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন, গোবিন্দকে আমি বহুদিন ধরে চিনি। সে অত্যন্ত ভদ্র, পরিশ্রমী এবং সমাজমুখী মানুষ ছিল। তার এই অকাল প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। পরে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় পারুলিয়া আনন্দলোক সংগীত মহাবিদ্যালয় এবং পারুলিয়া কুলকামিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় মানুষজন তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে পরিবার-পরিজন সহ সমগ্র এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নারী দিবসে আশা কর্মীদের সংবর্ধনা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ গ্রামে গ্রামে ঘুরে অতি সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে থাকেন। সমাজে তাদের অবদানের সম্মান জানিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সংবর্ধনা দেওয়া হল।

রবিবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডলের উদ্যোগে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছিলেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ডলি নন্দী সহ অনান্যরা। এদিন আশা কর্মী মহিলাদের হাতে একটি করে ছাতা, মিষ্টির প্যাকেট, ফুল তুলে দেওয়া হয়। সকলকে নিয়ে কেক কেটে নারী দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

পরে সাহাবুদ্দিন মন্ডল বলেন, সারা বছর রোদ, জল উপেক্ষা করে গ্রামের প্রতিটি পরিবারের দেখভাল, তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা পরামর্শ সবই দেন আশা কর্মীরা।

তাই আজকের দিনে তাদের সম্মান জানানো হল।

আগামির হাতে রাস্তা উদ্বোধন

নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ জামালপুর ব্লকের বেড়ুগ্রাম অঞ্চলে ডব্লিউবিএসআরডিএ-র উদ্যোগে চক্ষণজাদি থেকে বলাগড় পর্যন্ত প্রায় ৫.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি নতুন রাস্তার উদ্বোধন করা হল। প্রায় ২ কোটি ৬৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪০০ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই রাস্তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় শনিবার। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, বেড়ুগ্রাম অঞ্চল সভাপতি সাহাবুদ্দিন শেখ ওরফে দানি, উপপ্রধান রিয়া বাগ, মহিলা নেত্রী মিঠু পাত্র সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। রাস্তার উদ্বোধনের জন্য ডাকা হয় এলাকার এক মেধাবী ছাত্র, তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া জসিম খানকে। তার হাত দিয়েই আনুষ্ঠানিকভাবে এই রাস্তার

উদ্বোধন করা হয়। মেহেমুদ খাঁন বলেন, জসিম খানের মতো আজকের বাচ্চারাই আগামীর ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছেন। তিনি আরও জানান, জামালপুর ব্লকে পথশ্রী প্রকল্পসহ একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে বহু নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে, যার ফলে গ্রামীণ এলাকার চাষি থেকে ব্যবসায়ী; সবাই উপকৃত হচ্ছেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস আবার জয়ী হয়ে এই উন্নয়নের ধারা বজায় রাখবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক বলেন, এসআরডিএ-র উদ্যোগে তৈরি এই ৫.৫ কিলোমিটার রাস্তা বলাগড় থেকে চক্ষণজাদি পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করল। এর ফলে এলাকার সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।' নতুন রাস্তা নির্মিত হওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যেও খুশির আবহ তৈরি হয়েছে। গ্রামের মানুষ মনে করছেন, এই রাস্তা তাদের যাতায়াত ও দৈনন্দিন কাজকর্মকে আরও সহজ করে তুলবে।

জাতীয় সড়কে ট্রাকের ব্যাটারি চুরি, গ্রেপ্তার দুই যুবক

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ মেমারি থানা এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশের সার্ভিস রোডে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক ও ডাম্পার থেকে ব্যাটারি চুরির ঘটনা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। স্থানীয় ট্রাক চালক ও মালিকদের কাছ থেকে একাধিক অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে নজরদারি বাড়ায় মেমারি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে এদিন গভীর রাতে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। সেই সময় একটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাক থেকে ব্যাটারি খুলে নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে দুই যুবক। ঘটনাস্থল থেকেই তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম শেখ সোহেল (২২) ও শেখ বসির (১৮)। সোহেলের বাড়ি কৃষ্ণপুর মসজিদতলা এলাকায় এবং বসিরের বাড়ি কৃষ্ণপুর ফকিরবাগানে। দুজনেই বর্ধমান থানার অন্তর্গত এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। গ্রেফতারের পর অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে তারা চুরির ঘটনার কথা স্বীকার করে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ মোট ছয়টি ভারী যানবাহনের ব্যাটারি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি চুরির কাজে ব্যবহৃত একটি টোটোও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মেমারি থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ তাদের বর্ধমান আদালতে তোলা হবে এবং জিজ্ঞাসাবাদের স্বার্থে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হবে। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের অনুমান, এই চুরির ঘটনার সঙ্গে আরও কয়েকজন যুক্ত থাকতে পারে কিংবা এর পেছনে একটি বড় চক্র কাজ করছে। পুলিশের দাবি, অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে চক্রের অন্যান্য সদস্যদের খোঁজ এবং আরও চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনার পর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকায় ট্রাক চালক ও মালিকদের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে। পুরো ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে।

মন্ত্রীর উপস্থিতিতে রোজদারদের নিয়ে ইফতার

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রোজদারদের নিয়ে রমজানের ইফতার মজলিসের অনুষ্ঠান হল পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরে। আর ওই ইফতারে অংশ নেন ওই এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। ভোট যত এগিয়ে আসছে প্রতিদিন মন্তেশ্বরে ব্লকে গ্রামে গ্রামে প্রচার করে চলছেন বিধায়ক তথা রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী।

আর ভোটের প্রচারে এসে তিনি তার অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে ইফতার মজলিসে অংশ নিলেন। ইফতার উপলক্ষে গ্রামবাসীরাও অংশ নিয়েছিলেন।একই সঙ্গে তিনি ঈদ উপলক্ষে বস্ত্র উপহারের ব্যবস্থাও করেন। সন্ধ্যায় ওই ইফতার মজলিসের আসর বসে মন্তেশ্বরের ভাগরা গ্রামে। তৃনমূলের দলীয় কর্মী সমর্থকরা ছাড়াও সাধারণ গ্রামবাসীরা ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সকলে মিলে রোজা খোলেন।

তার সঙ্গে ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য আজিজুল হক, মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আতিকুর রহমান ও লালন সেখ। ইফতারের শেষে সমস্ত রোজদারদেরকে নিয়ে নামাজে সামিল হন সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী।

তবে নামাজের শেষে কর্মীদেরকে সঙ্গে বেশ কিছু সময়ে সাংগঠনিক আলোচনা সারেন। তার আগে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যতই পাল্টান, ভোট তো দেবে জনগণ সেই ভোটে পুনরায় তৃণমূল আবার সরকার গড়বে। পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসবেন বলে তিনি দাবি করেন।

একই সঙ্গে পবিত্র ঈদ উপলক্ষে বস্ত্র উপহারের ব্যবস্থাও করেন তিনি। জেলার মেমারীর সাতগেছিয়াতে বিধায়কের দলীয় কার্যালয় থেকে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয় অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্তদের হাতে। যাতে এলাকার প্রতিটি দুস্থ মানুষ নতুন বস্ত্র পান তার জন্যই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী মন্তেশ্বর বিধানসভা এলাকার জন্য এই আয়োজন বলে জানান তিনি। সাতগাছিয়া এলাকাতেও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় কর্মী এবং পদাধিকারীদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন মন্ত্রী।

বিজেপির পরিবর্তন সভা, রাষ্ট্রপতি ইস্যু নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ সুকান্ত মজুমদারের

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ কাটোয়ায় ঘোষেশ্বরতলা শিবমন্দির সংলগ্ন মাঠে রবিবার অনুষ্ঠিত হল বিজেপির পরিবর্তন সভা। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। পাশাপাশি সভায় যোগ দেন বিজেপি নেতা ও অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া বিধানসভার পর্যবেক্ষক বীরভূমের দুধকুমার মণ্ডল, কাটোয়ার সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ-সভানেত্রী সীমা ভট্টাচার্য, সংগঠনের প্রাক্তন জেলা সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ, কাটোয়া বিধানসভার ইনচার্জ অশোক রায় সহ জেলা ও রাজ্যস্তরের একাধিক নেতা-কর্মী। সভা ঘিরে এলাকায় বিজেপি সমর্থকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দলীয় সূত্রে জানা যায়, এই সভা শেষ করে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা কাটোয়া থেকে দাঁইহাট হয়ে কালনার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে তীব্র

আক্রমণ করেন সুকান্ত মজুমদার। রাষ্ট্রপতিকে ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ। সেই পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে অপমান করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তার বক্তব্য, যদি পদবী অন্য কিছু হত, তাহলে হয়তো এই ধরনের আচরণ করা হত না। শুধুমাত্র তিনি আদিবাসী সম্প্রদায়ের হওয়ায় তাকে অপমান করা হয়েছে। এছাড়াও জ্বালানির দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীর মহিলাদের কালো কাপড় মুখে বেঁধে প্রতিবাদের মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিলেই সাধারণত কালো কাপড় পরা মহিলাদের দেখা যায়, অন্য মহিলাদের অংশগ্রহণ সেখানে খুব একটা দেখা যায় না। রাজনৈতিক বক্তব্য ও দলীয় কর্মসূচি ঘিরে কাটোয়ার সভাকে কেন্দ্র করে রবিবার এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে দেখা যায়।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/9/2026 6:10 AM Page 13

ফাইনালের আগে বিষ্ণুপুরে ক্রিকেট জ্বর, টিম ইন্ডিয়ার জয়ের প্রার্থনায় ছিন্নমস্তা মন্দিরে পুজো

সুচিন্ত্য গোস্বামী ।। নয়া জামানা ।। বিষ্ণুপুর

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড;২২ গজের মহাযুদ্ধে আজ মুখোমুখি দুই শক্তিশালী দল। ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখ এখন টিভির পর্দায়, আর হৃদয়ে একটাই আশা;আরো একবার বিশ্বসেরা হোক টিম ইন্ডিয়া। এই উত্তেজনার আবহেই বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে দেখা গেল অন্যরকম এক আবেগের ছবি। ভারতের জয়ের প্রার্থনায় বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যবাহী ছিন্নমস্তা মায়ের মন্দিরে পুজো দিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। রবিবার সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে জড়ো হতে শুরু করেন স্থানীয় ক্রিকেট সমর্থকরা। হাতে জাতীয় পতাকা, গায়ে টিম ইন্ডিয়ার জার্সি;উচ্ছ্বাসে ভরপুর ছিল গোটা পরিবেশ। অনেকেই আবার ফুল, ধূপ ও নৈবেদ্য নিয়ে মন্দিরে এসে বিশেষ পুজোর আয়োজন করেন। তাঁদের একটাই প্রার্থনা; ফাইনালের মঞ্চে যেন জয়ের হাসি ফোটে ভারতের মুখে। ক্রিকেটপ্রেমীদের কথায়, বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে ভারতের জয় মানেই দেশের কোটি কোটি মানুষের আনন্দ। তাই ম্যাচ শুরুর আগেই দেবীর কাছে প্রার্থনা করে দলের সাফল্য কামনা করলেন তারা। সমর্থকদের বিশ্বাস, দেবীর আশীর্বাদে ভারতীয় দল আরও একবার ইতিহাস গড়বে। মন্দিরে উপস্থিত এক সমর্থক জানান, ভারতীয় দল এবার অসাধারণ ফর্মে রয়েছে। রোহিত শর্মা থেকে শুরু করে সূর্যকুমার যাদব;সবাই দারুণ খেলছেন। তাই আমরা আশাবাদী, ফাইনালেও ভারতই জয়ী হবে। আরেক সমর্থকের কথায়, আজকের ম্যাচ শুধু একটা খেলা নয়, এটা দেশের সম্মানের লড়াই। তাই আমরা সবাই মিলে মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি। মল্লভূম বিষ্ণুপুরে ক্রিকেটের প্রতি মানুষের আবেগ বরাবরই প্রবল। বড় কোনো ম্যাচ হলেই শহরের অলিতে-গলিতে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। এদিনও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন চায়ের দোকান, ক্লাব ও মোড়ে মোড়ে চলছে ম্যাচ নিয়ে আলোচনা ও ভবিষ্যদ্বাণী। স্থানীয়দের অনেকেই মনে করছেন, ভারতের শক্তিশালী ব্যাটিং ও বোলিং লাইনআপ এই ম্যাচে বড় ভূমিকা নেবে। বিশেষ করে সূর্যকুমার যাদবের ব্যাট থেকেই আসতে পারে বড় রান;এমনটাই বিশ্বাস সমর্থকদের। সব মিলিয়ে ফাইনালের আগে বিষ্ণুপুরে এখন একটাই সুর;জয় হোক টিম ইন্ডিয়ার। ক্রিকেটপ্রেমীদের আশা, আজকের এই মহারণে ভারতের হাতেই উঠবে জয়ের ট্রফি, আর সেই আনন্দে মেতে উঠবে গোটা দেশ।

কেশপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পিকআপ উল্টে বিপত্তি, আহত ২০-র বেশি শ্রমিক

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরে আলু তোলার কাজে যাওয়ার পথে বড়সড় দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পিকআপ ভ্যান নয়ানজুলিতে উল্টে পড়ায় আহত হলেন ২০-২২ জন শ্রমিক। রবিবার সকালে কেশপুর ব্লকের হাড়িপুকুর এলাকায় এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কেশপুর ব্লকের চার নম্বর অঞ্চলের নেড়াদেউলে মাঠে আলু তোলার কাজে যাওয়ার জন্য প্রায় ২৫ থেকে ২৭ জন শ্রমিক একটি পিকআপ ভ্যানে করে রওনা দিয়েছিলেন। সকালবেলায় হাড়িপুকুর এলাকার কাছে পৌঁছতেই হঠাৎই গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। মুহূর্তের মধ্যেই পিকআপ ভ্যানটি রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পর গাড়িতে থাকা শ্রমিকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। অনেকেই গাড়ির নিচে চাপা পড়ে আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। তাঁদের তৎপরতায় আহত শ্রমিকদের উদ্ধার করে প্রথমে কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের চোট গুরুতর। তাঁদের মধ্যে পাঁচ থেকে সাতজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কেশপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং কী কারণে পিকআপ ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারাল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা শ্রমিক পরিবহনের ক্ষেত্রে আরও সতর্কতা অবলম্বনের দাবি জানিয়েছেন।

বাইক সংঘর্ষে প্রাণ গেল ১৮ বছরের কিশোরের

নয়া জামানা, বোরো ঃ পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল এক কিশোরের। রবিবার সকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে বোরো থানার অন্তর্গত বারী জাগদা অঞ্চলের চৌকান মোড়ে। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকাল নাগাদ নীলকমল মাহাতো (১৮) নামে এক কিশোর বাইক নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। সে জড়গড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। হঠাৎ করেই বাইকের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং সামনে থেকে আসা অন্য একটি বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। সংঘর্ষটি এতটাই জোরালো ছিল যে নীলকমল গুরুতর আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় মানুষ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং খবর দেওয়া হয় বোরো থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই কিশোরকে উদ্ধার করে। পরে তাকে তড়িঘড়ি করে বারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নীলকমল মাহাতোকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ইন্দাসে ‘পরিবর্তন যাত্রা’ ঘিরে তুমুল তরজা, বিজেপির বিদায় বার্তা;উন্নয়নের জবাব দেবে মানুষ বলছে তৃণমূল

নয়া জামানা , বাঁকুড়া ঃ ইন্দাসে বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’কে ঘিরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে ইন্দাসের বিজেপি বিধায়ক নির্মল ধাড়া দাবি করেছেন, পরিবর্তন যাত্রার সঙ্গেই নাকি তৃণমূলের বিদায় যাত্রাও শুরু হয়ে গেছে। রবিবার ইন্দাসে বিজেপি কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। তার অভিযোগ, বর্তমান সরকার স্বৈরাচারি ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আগামী দিনে এই সরকারকে রাজ্য থেকে সরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। উল্লেখ্য, আগামী ৯ মার্চ বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার রথ বিষ্ণুপুর মহকুমা এলাকায় প্রবেশ করার কথা রয়েছে। তার আগেই বিজেপি কর্মীরা এলাকাজুড়ে জোর প্রস্তুতি শুরু করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় দলীয় পতাকা লাগানো হয়েছে এবং কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে শেষ মুহূর্তের প্রচার চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে বিজেপি বিধায়কের এই মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। ইন্দাস ব্লক তৃণমূল সভাপতি শেখ হামিদ বলেন, নির্বাচনের আগে বিজেপি নেতারা বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেন। ২০২১ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনেও এমন অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। তার দাবি, তৃণমূল সরকারের উন্নয়নমূলক কাজই শেষ পর্যন্ত মানুষের আস্থা অর্জন করবে। গত ১৫ বছরে রাজ্যে যে উন্নয়ন হয়েছে, তা সাধারণ মানুষ নিজেরাই দেখেছেন। তাই আগামী নির্বাচনে মানুষই তার সঠিক জবাব দেবেন। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

বিশরীতে আদিবাসী বীরদের সম্মান, সিধু-কানু ও বিরসা মুন্ডার পূর্ণাবয়ব মূর্তি উন্মোচন

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার মানবাজার,১ নং ব্লকের বিশরী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আদিবাসী বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রবিবার বিকেলে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সিধু মুর্মু, কানু মুর্মু এবং বিরসা মুন্ডার পূর্ণাবয়ব মূর্তি আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয়। এই উপলক্ষে বিশরী গ্রাম পঞ্চায়েতের শুকাপাতা এলাকা থেকে শিকরাড্ডি ময়দান পর্যন্ত একটি বিশাল পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। পদযাত্রায় এলাকার হাজার হাজার নারী ও পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। ঢাকঢোল ও স্লোগানের মধ্য দিয়ে পদযাত্রা এগিয়ে যায় এবং শেষে শিকরাড্ডি ময়দানে গিয়ে সমাপ্ত হয়। পদযাত্রা শেষে বিশরী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সজ্জিতা বেশরা আনুষ্ঠানিকভাবে সিধু মুর্মু, কানু মুর্মু এবং বিরসা মুন্ডার মূর্তি উন্মোচন করেন। এরপর উপস্থিত অতিথি ও সাধারণ মানুষ পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এদিন অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণে শিকরাড্ডি গ্রামে ‘সিধু-কানু-বিরসা ডাহার’ নামে একটি নতুন রাস্তারও উদ্বোধন করা হয়।

এই উদ্যোগে এলাকাবাসীর মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দের পরিবেশ দেখা যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানবাজার,১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সবিতা মুদি, সহ-সভাপতি দিলীপ পাত্র, বিশরী গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান নেপুর বাউরী, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো, মহাদেব হালদার সহ পঞ্চায়েতের সদস্য ও সদস্যারা।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সজ্জিতা বেশরা জানান, ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আদিবাসী সমাজের এই বীর যোদ্ধাদের স্মরণে মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর দাবি ছিল, অবশেষে সেই দাবি পূরণ হওয়ায় সকলেই আনন্দিত।

ভোটের আগে সোনামুখীতে গেরুয়া আবিরে উচ্ছ্বাস, মিষ্টিমুখ করালেন বিজেপি বিধায়ক - পালটা কটাক্ষ তৃণমূলের

নয়া জামানা , বাঁকুড়া ঃ ভোটের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে সোনামুখীতে।

রবিবার সোনামুখী ব্লকের ধুলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুলাই চৌমাথায় বিজেপি কর্মী,সমর্থকদের নিয়ে গেরুয়া আবির খেলায় মেতে উঠলেন সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি। শুধু দলীয় কর্মীরাই নয়, পথচলতি সাধারণ মানুষ ও স্থানীয় দোকানদারদেরও নিজের হাতে মিষ্টিমুখ করাতে দেখা যায় বিধায়ককে।

বিজেপি সূত্রে দাবি করা হয়েছে, বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সৌমিত্র খাঁর উদ্যোগে এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রচেষ্টায় জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মাধ্যমে এলাকায় একাধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতালের জন্য ৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, ধুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ১ কোটি ৪২ লক্ষ, পাঁচাল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ১ কোটি ৪২ লক্ষ এবং পাত্রসায়ের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে বলে দাবি করেন বিধায়ক। তাঁর মতে, এই অর্থে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নত হবে এবং সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিবাকর ঘরামি বলেন, টাকা পাঠায় মোদি আর নাম কামায় দিদি। কিন্তু এখন মানুষ বুঝে গিয়েছে মোদীজিই টাকা পাঠাচ্ছেন, তাই সবাই মোদীজি জিন্দাবাদ বলছেন। তবে বিজেপির এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল কংগ্রেস। সোনামুখী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দিব্যেন্দু সেন বলেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির উন্নয়নের কৃতিত্ব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিজেপি শুধু মিথ্যা অপপ্রচার করছে। তিনি আরও বলেন, ভোটের আগে ওরা আবির খেলার শখ মিটিয়ে নিচ্ছে। আমরা কিন্তু মে মাসে গোটা সোনামুখী বিধানসভায় আবির খেলব। এখন দেখার, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক এই তরজা শেষ পর্যন্ত ভোটের ময়দানে কতটা প্রভাব ফেলে।

ডেবরায় পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা, ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার নেব, বাংলায় অলক্ষ্মী তাড়াব’;রাহুল সিনহার কটাক্ষ

ভরত বেরা,নয়া জামানাপশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় বিজেপির ‘পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা’কে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ল। রবিবার এই কর্মসূচির সূচনায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা।

রথযাত্রা শুরুর আগে তিনি ডেবরার শিব,শীতলা মন্দিরে পুজো দেন এবং রাজ্যের মঙ্গল কামনা করেন। এরপর ডেবরা বাজার এলাকায় একটি জনসভার আয়োজন করা হয়, যেখানে বিজেপি কর্মী,সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সভামঞ্চে এদিন রথযাত্রার চালকদের বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয়। বিজেপি নেতৃত্ব তাঁদের মঞ্চে বসিয়ে পা ধুয়ে সংবর্ধনা দেন। এই ব্যতিক্রমী সম্মান প্রদর্শন ঘিরে কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়।

এরপর সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল সিনহা রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, মা-বোনেরা লক্ষ্মীর ভান্ডার নিতে ভুলবেন না।

আমরা কাউকে এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে বাধা দিচ্ছি না। লক্ষ্মীর ভান্ডার কোনও ব্যক্তিগত বা দলের সম্পত্তি নয়, এটি সরকারি প্রকল্প এবং মানুষের করের টাকায় পরিচালিত। তিনি আরও বলেন, লক্ষ্মীর ভান্ডার নেব, কিন্তু বাংলায় অলক্ষ্মী তাড়াব।

বাংলায় মা লক্ষ্মীর আগমন ঘটাতে হবে। ঘাসফুলে মা লক্ষ্মী বসেন না, পদ্মফুলেই মা লক্ষ্মীর আসন। তাই বাংলায় পদ্মফুলকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাহুল সিনহার দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে উন্নয়নের নতুন অধ্যায় শুরু হবে এবং ‘সোনার বাংলা’ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সভা শেষে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার রথ ডেবরা থেকে পিংলার উদ্দেশে রওনা দেয় এবং সেখান থেকে সবং হয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের দিকে এগিয়ে যায়।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/9/2026 6:10 AM Page 14

রথযাত্রা নয়, বিসর্জন যাত্রা- মথুরাপুরের সভা থেকে বিজেপিকে তোপ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শুভজিৎ দাস ।। নয়া জামানা ।। মথুরাপুর

বিধানসভা নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরের গোপীনাথপুরে এক বিশাল জনসভা থেকে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী । সভামঞ্চ থেকেই তিনি সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে চলা বিতর্কের প্রসঙ্গ তোলেন অভিষেক। তিনি বলেন, বিধানসভা ভোট দরজায় কড়া নাড়ছে, অথচ এখনও এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রায় ৬০ লক্ষের বেশি মানুষের নাম বিবেচনাধীন রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। বিজেপিকে কটাক্ষ করে তাঁর বক্তব্য, বাংলার মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে বিজেপি নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষতি নিজেরাই ডেকে আনছে। তাঁর কথায়, বিজেপি এসআইআর করতে এসে শেষ পর্যন্ত নিজেদেরই এসআইআর করে ফেলেছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সভায় নারী শক্তির গুরুত্বও তুলে ধরেন তিনি। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে অভিষেক বলেন, বাংলার নারী শক্তি যদি একজোট থাকে, তবে কোনও শক্তিই এই রাজ্যকে হারাতে পারবে না। তিনি আরও দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী রাজ্যে যে উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন, তার একচতুর্থাংশ কাজও বিজেপির তথাকথিত 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার করতে পারেনি। অমিত শাহকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, আপনি হলফ করে বলুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কাজ করেছেন তার সিকিভাগ কাজও কি আপনারা করতে পেরেছেন? এদিন বিজেপির রথযাত্রা নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে, বিজেপির রথযাত্রা এখন কার্যত বিসর্জন যাত্রায় পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, সেই যাত্রায় মানুষের অংশগ্রহণ খুবই কম। রথযাত্রায় চারজন লোক ছাড়া হাত নাড়ার মতো মানুষও দেখা যাচ্ছে না,দ;এই মন্তব্য করে তিনি দাবি করেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিজেপির পতাকা ধরার মতো কর্মীও এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন। অমিত শাহের আগের একটি মন্তব্যেরও জবাব দেন অভিষেক। শাহ বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি অভিষেককে মুখ্যমন্ত্রী করতে চাইছেন। সেই প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, একজন জনপ্রতিনিধি হতে গেলে কঠিন অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়। নিজের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, আমি আজ পর্যন্ত আমার লোকসভা কেন্দ্রের বাইরে কোথাও যাইনি। কোনও কার্নিভালেও অংশ নিইনি।

মানুষের জন্য কাজ করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। সভা থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করান তিনি। অভিষেক প্রশ্ন তোলেন, অমিত শাহের ছেলে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়া প্রশাসনিক পদে পৌঁছালেন, সেই বিষয়টি দেশবাসীর জানা দরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র আগের এক মন্তব্যও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। অভিষেক বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী মথুরাপুরে এসে বলেছিলেন, ভাইপোকে জেলে পাঠানো হবে। কিন্তু এতদিন পরেও সেই কথা বাস্তবায়িত হয়নি বলেই দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি বলেন, একসময় বিজেপি নেতারা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তৃণমূলের পার্টি অফিস বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন, অথচ আজও আমতলায় তৃণমূলের পার্টি অফিসে দলের পতাকা উড়ছে। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১টি বিধানসভা আসনের সবকটিতেই জয়লাভ করার লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হবে।

তিনি জানান, গতবারের তুলনায় এবার ভোটের ব্যবধান দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নিয়েই কাজ করতে হবে।

সভা শেষে তাঁর একটি মন্তব্য ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। বিজেপিকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, আজ শুধু ট্রেলার দেখালাম, আসল সিনেমা মে মাসে দেখা যাবে। তাঁর দাবি, বিজেপির কাছে সিবিআই ও ইডি থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর পাশে রয়েছে বাংলার সাধারণ মানুষ। রবিবার মথুরাপুরের গোপীনাথপুরে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

সভামঞ্চের সামনে থেকে মাঠের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কানায় কানায় ভরে যায় মানুষে। রাজনৈতিক মহলের মতে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই সভা তৃণমূলের শক্তি প্রদর্শনের অন্যতম বড় বার্তা দিয়েছে।

সুন্দরবনে বিরোধী শিবিরে ভাঙন, বিজেপি, সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ ৩০ কর্মী-সমর্থকের

হাসানুজ্জামান, নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ সুন্দরবন এলাকার রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে বিরোধী শিবিরে ভাঙন ঘিরে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ দুই নম্বর সাংগঠনিক ব্লকের চৈতল গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর আখ ড়াতলা ১৮৩ নম্বর বুথে প্রায় ৩০ জন বিজেপি ও সিপিআইএম কর্মী-সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একটি বিশেষ যোগদান কর্মসূচির মাধ্যমে এই কর্মী-সমর্থকদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মিনাখাঁ ব্লক,২ তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তাজউদ্দিন মোল্লা। তিনি নবাগতদের দলে স্বাগত জানিয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী -র উন্নয়নমূলক কাজ এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী -র নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হয়েই বিরোধী দলের কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। তাজউদ্দিন মোল্লা আরও জানান, মিনাখাঁ ব্লক,২ এর চৈতল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই যোগদান সংগঠনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে এলাকায় তৃণমূলের সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে বলে তিনি আশাবাদী। যোগদানকারী কর্মী-সমর্থকদের অনেকেই জানান, রাজ্যে চলা উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং যুব সমাজের জন্য

চালু হওয়া 'যুব সাথী' প্রকল্পের সুবিধা দেখে তারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মিনাখাঁ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি অমরেশ গাইন, চৈতল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের প্রতিনিধি সুব্রত পাত্র, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য প্রতিনিধি অসীম মণ্ডল, পঞ্চায়েত সদস্য শিবা দাস ও দিবাকর মাঝি সহ তৃণমূল কংগ্রেসের বহু কর্মী-সমর্থক। এদিন উত্তর আখ ড়াতলা বাজার এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি নতুন দলীয় কার্যালয়েরও শুভ উদ্বোধন করা হয়। দলীয় নেতৃত্বের মতে, এই নতুন কার্যালয় এলাকার সাংগঠনিক কাজকে আরও গতিশীল করবে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এই যোগদানের ফলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে মিনাখাঁ অঞ্চলে দলের সংগঠন আরও শক্ত ভিত পাবে। আগামী দিনে এই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস আরও ভালো ফল করবে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় নেতৃত্ব।

ভাঙড়ে 'পরিবর্তন যাত্রা' ঘিরে উত্তেজনা, বিজেপি কর্মীর উপর হামলার অভিযোগ

ইয়ামুদ্দিন সাহাজী, নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। বিজেপির অভিযোগ, তাদের কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা চালিয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পোলেরহাট থানার পুলিশ। বিজেপি সূত্রে জানা যায়, শনিবার ভাঙড়ের বামনঘাটা থেকে ব্যাওতা হয়ে কুলবেড়িয়া পর্যন্ত দলের 'পরিবর্তন যাত্রা' কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। যাত্রায় দলের বহু কর্মী-সমর্থক অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর কয়েকজন বিজেপি কর্মী ভাঙড়ের হাজরাতলা কালী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় হঠাৎই তৃণমূল আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতী সেখানে এসে বিজেপি কর্মীদের উপর চড়াও হয় এবং মারধর শুরু করে। ঘটনায় একজন বিজেপি কর্মী আহত হন বলে দাবি দলের। স্থানীয়রা আহত ব্যক্তিকে দ্রুত উদ্ধার করে জিরানগাছা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান, সেখানে তার চিকিৎসা করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পোলেরহাট থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করে এবং কীভাবে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিজেপির তোলা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। দলের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই এই অভিযোগ করা হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাপা উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ভুলে ঐক্যের ডাক, ২০২৬-এ বড় জয়ের লক্ষ্য নিয়ে বসিরহাটে তৃণমূলের কর্মী বৈঠক

হাসানুজ্জামান, নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে বসিরহাটে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন একাধিক শীর্ষ তৃণমূল নেতা ও জনপ্রতিনিধি।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ শাহানুর মন্ডল, তিনটি বিধানসভার কো-অর্ডিনেটর সুরজিৎ মিত্র (বাদল), বসিরহাট ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সারিফুল মন্ডল, প্রধান সাহারাপ মন্ডলসহ সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, সদস্য এবং

পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধিরা। বৈঠকে নেতারা সংগঠনের ভেতরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ভুলে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতারা বলেন, দলের ভেতরে বিভাজন বা অভিমান রেখে চললে সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই যারা কোনো কারণে দূরে সরে গিয়েছেন বা অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তাদের আবার সম্মান দিয়ে দলে ফিরিয়ে আনার ওপর জোর দেওয়া হয়। বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূলের পতাকা ছাড়া কেউ নেতা হতে পারে না। তাই বিরোধীদের হুমকি, ভয় বা মারধর নয়, ভালোবাসা ও ঐক্যের মাধ্যমে মানুষকে পাশে নিয়ে ভোটের লড়াই করতে হবে। তিনি কর্মীদের লক্ষ্য স্থির করে বলেন, আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অন্তত ৫৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ের লক্ষ্য রাখতে হবে। নেতৃত্বের বক্তব্যে কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়। বৈঠকের শেষে উপস্থিত সকলেই শপথ নেন যে, ২০২৬ সালের নির্বাচনে ২০২১ সালের তুলনায় দ্বিগুণ ভোটে জয় নিশ্চিত করতে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবেন।

বেহাল ৬ কিমি রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে তৃণমূলের পতাকা হাতে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার ভেবিয়ার মাঝিপাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হলেন গ্রামবাসীরা। হাসনাবাদ ব্লকের মাঝিপাড়া থেকে মিনাখা ব্লকের নিমিচি পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার রাস্তার করুণ অবস্থার প্রতিবাদেই এদিন কয়েকটি গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুদিন ধরে এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। বড় বড় গর্ত, কাদা ও জল জমে থাকার কারণে রাস্তাটি প্রায় চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে বহু ছাত্রছাত্রী স্কুল-কলেজে যাতায়াত করে। একই সঙ্গে অসুস্থ রোগী,

বয়স্ক মানুষসহ সাধারণ মানুষেরও যাতায়াতের একমাত্র ভরসা এই রাস্তা। কিন্তু বেহাল অবস্থার কারণে প্রতিনিয়ত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীদের। গ্রামবাসীদের দাবি, বারবার স্থানীয় পঞ্চায়েত, প্রশাসন এবং এলাকার তৃণমূল বিধায়কের কাছে লিখিত ও মৌখিক ভাবে অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই এদিন তারা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান এবং দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবি তোলেন। যদিও এই ঘটনায় বসিরহাট উত্তরের বিধায়ক রফিকুল ইসলাম জানান, যারা বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন তারা দলের কর্মী নন, তবে তৃণমূলের পতাকা ব্যবহার করেছেন। তিনি আরও বলেন, ওই রাস্তা সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তাও হয়েছে। খুব শীঘ্রই রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

ডাস্টবিনে ভুলে ফেলা ৩ ভরি সোনা ফিরিয়ে দিলেন 'নির্মল বন্ধু', সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বসিরহাটে

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ সততা ও মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সামনে এল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে। ডাস্টবিনে ভুল করে ফেলে দেওয়া প্রায় তিন ভরি সোনার গয়না খুঁজে পেয়ে সেগুলো যথাযথ মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিলেন বসিরহাট পৌরসভার এক 'নির্মল বন্ধু' বা সাফাই কর্মী। ঘটনাটি বসিরহাট পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের। স্থানীয় বাসিন্দা তাপসী বিশ্বাস শনিবার সকালে বাড়ির নোংরা ফেলতে গিয়ে ভুলবশত ডাস্টবিনে নিজের কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গয়নাও ফেলে দেন। পরে বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। এদিকে প্রতিদিনের মতোই পৌরসভার নির্মল বন্ধু দাউদ শেখ ওই এলাকা থেকে ময়লা সংগ্রহ করে বসিরহাট ময়লাখোলার মাতৃসদন বর্জ্য পদার্থ প্রসেসিং সেন্টারে নিয়ে যান। সেখানে ময়লা আলাদা করার সময় হঠাৎই ডাস্টবিনের ভিতর থেকে সোনার অলংকার দেখতে পান তিনি। প্রায় তিন ভরি সোনার গয়না উদ্ধার হওয়ার পরই তিনি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খোঁজখবর শুরু করেন। দাউদ শেখ পরে জানতে পারেন যে ওই গয়নাগুলি তাপসী বিশ্বাস নামে এক গৃহবধূর। রবিবার সকালে তিনি ওই গৃহবধূর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং পৌরসভার প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সঠিক পরিচয় যাচাই করার পর সোনার গয়নাগুলি তার হাতে তুলে দেন। নিজের হারিয়ে যাওয়া গয়না ফিরে পেয়ে আবেগাপ্লুত তাপসী বিশ্বাস বলেন, এই সময়েও এমন সৎ মানুষ আছেন দেখে সত্যিই ভালো লাগছে। আমি ভেবেছিলাম আর হয়তো গয়নাগুলো ফিরে পাব না।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 3/9/2026 6:10 AM Page 15

১ থেকে ৮ মার্চ ২০২৬ কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

দীপিকা পাড়ুকোনের স্পেশাল ডিটক্স ওয়াটার

নয়া জামানা ঃ প্রায় কুড়ি বছর আগে বলিউডে অভিষেক করার পর দীপিকা পাড়ুকোন তার সাফল্যের দীর্ঘ তালিকা তৈরি করেছেন। কেবল ফ্যাশন আইকন নয় দীপিকার লাবণ্যময় ত্বক ভক্তদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এবং যখন ত্বকের যত্নের বিষয় আসে তখন দীপিকা পরীক্ষামূলক হতে বেশি খুশি।বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন সবসময়ই ফিটনেস ও স্কিন কেয়ারের জন্য পরিচিত। যে কোন হবু কনের মতো দীপিকা পাড়ুকোনও বিয়ের আগে তার স্বাস্থ্যের যত্ন নিয়েছিলেন।শোনা যায়, বিয়ের আগে শরীরকে ভেতর থেকে পরিষ্কার ও ত্বককে উজ্জ্বল রাখতে তিনি নিয়মিত ডিটক্স ওয়াটার পান করতেন। তিনি পুষ্টিবিদ শ্বেতা শাহের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। এই পানীয় শরীরের টক্সিন বের করতে সাহায্য করে, হজম ভালো রাখে এবং ত্বকে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আনে।

ডিটক্স ওয়াটারের উপকরণ হলো ১ লিটার জল,
অর্ধেক লেবু (পাতলা করে কাটা),
৫,৬টি পুদিনা পাতা,
কয়েক টুকরো শসা,
সামান্য আদা কুচি।বানানোর পদ্ধতি হলো একটি কাঁচের বোতল বা জারে ১ লিটার জল নিন। তার মধ্যে লেবুর স্লাইস, শসার টুকরো, পুদিনা পাতা এবং সামান্য আদা দিন। এরপর বোতলটি ঢেকে ফ্রিজে অন্তত ২,৩ ঘণ্টা রেখে দিন। এতে সব উপকরণের পুষ্টিগুণ জলের সঙ্গে মিশে যাবে। কীভাবে পান করবেন জেনে নিন সকালে খালি পেটে বা দিনের বিভিন্ন সময়ে এই পানি পান করা যায়। নিয়মিত এই ডিটক্স ওয়াটার পান করলে শরীর হাইড্রেটেড থাকে, হজম ভালো হয় এবং ত্বকে স্বাভাবিক গ্লো আসে।বিয়ের আগে অনেকেই দ্রুত ফিট ও উজ্জ্বল দেখাতে চান। সেই সময় এই ধরনের প্রাকৃতিক ডিটক্স ড্রিংক শরীরকে সতেজ রাখতে বেশ উপকারী।

আপনার চোখ কি ছোট দেখাচ্ছে এবং আপনি সেগুলিকে আরো বড় দেখাতে চান ? মেনে চলুন এই মেকআপ টিপস

নয়া জামানা ঃ বড় উজ্জ্বল চোখ যে কোন মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এই ধরনের চোখ কেবল আকর্ষণীয় দেখায় না বরং আপনার ব্যক্তিত্বে এক অনন্য স্পর্শ যোগ করে। সবার চোখ স্বাভাবিকভাবেই বড় হয় না। যদি আপনার চোখ ছোট হয় বা ক্লান্ত দেখায় তাতে চিন্তার কোন বিষয় নেই।চোখের মেকআপ সঠিকভাবে করলে পুরো মুখের সৌন্দর্য অনেকটাই বাড়ে। একটু কৌশল জানলেই চোখকে আরও আকর্ষণীয় ও অভিব্যক্তিপূর্ণ করে তোলা যায়। এখানে কিছু কার্যকরী মেকআপ হ্যাক দেওয়া হল যা আপনার চোখকে তাৎক্ষণিকভাবে বড় চোখের প্রভাব দেবে।

১. আইব্রো সুন্দরভাবে গঠন করা
চোখের মেকআপের প্রথম ধাপ হল সুন্দর আইব্রো। কারণ আইব্রো চোখের পুরো ফ্রেম তৈরি করে।প্রথমে আইব্রো ব্রাশ দিয়ে চুলগুলো সোজা করে নিন।তারপর আইব্রো পেন্সিল বা পাউডার দিয়ে ফাঁকা জায়গা ভরাট করুন।খুব গাঢ় না করে স্বাভাবিকভাবে শেপ দিন।সুন্দর আইব্রো চোখকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে।

২. আইশ্যাডোর সঠিক ব্যবহার
আইশ্যাডো চোখে গভীরতা ও রঙের সৌন্দর্য যোগ করে।প্রথমে আই প্রাইমার লাগালে আইশ্যাডো দীর্ঘক্ষণ থাকে।
হালকা রঙ দিয়ে বেস তৈরি করুন।মাঝখানে একটু গাঢ় রঙ ব্যবহার করুন।চোখের কোণায় ডার্ক শেড দিলে চোখ বড় ও গভীর দেখায়।দিনের জন্য হালকা রঙ এবং রাতে পার্টির জন্য স্মোকি বা গাঢ় রঙ ভালো লাগে।

৩. আইলাইনার দিয়ে চোখের আকৃতি ফুটিয়ে তোলা
আইলাইনার চোখকে আরও স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ করে তোলে।পাতলা লাইনার দিলে চোখ স্বাভাবিক ও বড় দেখায়।উইংড লাইনার চোখকে স্টাইলিশ ও আকর্ষণীয় করে।চোখ ছোট হলে মোটা লাইনার না দেওয়াই ভালো।লাইনার দেওয়ার সময় চোখের আকার অনুযায়ী স্টাইল নির্বাচন করা উচিত।

৪. মাসকারা ও কাজল ব্যবহারমাসকারা চোখের পাপড়িকে ঘন ও লম্বা দেখায়।প্রথমে আইল্যাশ কার্লার দিয়ে পাপড়ি একটু কার্ল করুন।তারপর মাসকারা লাগান।নিচের ও উপরের পাপড়িতে সমানভাবে লাগালে চোখ বড় দেখায়।কাজল চোখকে গভীর ও আকর্ষণীয় করে তোলে, বিশেষ করে ভারতীয় মেকআপে এটি খুব জনপ্রিয়। তোমাকে ছাড়া ও কালো কাজল ব্যবহার পরিবর্তে আপনার ওয়াটার লাইনের সাদা কাজল পেন্সিল ব্যবহার করুন। এতে আপনার চোখ আরও খোলা ও বড় দেখাবে। আপনার চোখ ছোট বা ক্লান্ত দেখালে এই কৌশলটি খুবই কার্যকরী। চোখের ভেতরের কোণায় হাইলাইটার দিলে চোখ উজ্জ্বল দেখায়। চোখের নিচে কনসিলার ব্যবহার করলে ক্লান্তি কম দেখা যায়।
পোশাক ও ত্বকের রঙ অনুযায়ী আইশ্যাডো নির্বাচন করুন।
সঠিক কৌশলে চোখের মেকআপ করলে খুব সহজেই চোখকে আরও আকর্ষণীয়, বড় এবং অভিব্যক্তিপূর্ণ করে তোলা যায়।

নজরে INSTA

অনন্যা

রাকুল

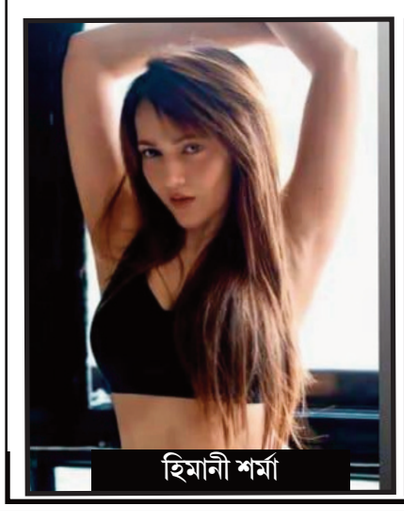

হিমানী শর্মা

বেদিকা সোনী

তামান্না

কিনছেন কেন ? বাড়িতেই সহজ পদ্ধতিতে বানিয়ে নিন ছাতু

নয়া জামানা ঃ ছাতু হলো ভাজা ডাল বা শস্য গুঁড়ো করে তৈরি একটি পুষ্টিকর খাদ্য। গরমকালে এটি বিশেষভাবে জনপ্রিয়, কারণ এটি শরীর ঠান্ডা রাখে এবং শক্তি দেয়। খুব সহজেই বাড়িতেই স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছাতু তৈরি করা যায়। ছাতু খেলে পেট ঠান্ডা থাকে এবং হিট স্ট্রোকেরও ঝুঁকি কমে। বাজারে কিনতে পাওয়া অনেক ছাতুতেই ভেজাল থাকে। তাই বাড়িতেই ছাতু বানানোর পদ্ধতি জেনে নিন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ
ছোলা (বুট) , ৫০০ গ্রাম
সামান্য যব বা গম (ঐচ্ছিক) , ১০০ গ্রাম,একটি কড়াই
মিক্সার গ্রাইন্ডার বা শিল-নোড়া
প্রস্তুত প্রণালী
প্রথমে ছোলা ভালো করে বেছে নিন যাতে কোনো পাথর বা ময়লা না থাকে। এরপর পরিষ্কার জলে একবার ধুয়ে নিন এবং রোদে বা কাপড়ে মেলে সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিন। এবার একটি কড়াই মাঝারি আঁচে গরম করুন। শুকনো কড়াইয়ে ছোলাগুলো দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে থাকুন। প্রায় ১০-১৫ মিনিট ভাজতে হবে। ছোলাগুলো যখন হালকা বাদামি রঙের হবে এবং সুন্দর গন্ধ বের হবে, তখন বুঝবেন সেগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়েছে। চাইলে একইভাবে সামান্য যব বা গমও ভেজে নিতে পারেন।ভাজা ছোলাগুলো ঠান্ডা হতে দিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে ভালো করে গুঁড়ো করুন। অনেক সময় ছোলার খোসা আলাদা হয়ে যায়, চাইলে চালুনি দিয়ে ছেঁকে খোসা ফেলে দিতে পারেন। এতে ছাতু আরও মিহি ও মোলায়েম হবে।গুঁড়ো হয়ে গেলে সেটিকে একটি শুকনো বয়াম বা কাচের জারে ভরে রাখুন। এতে আর্দ্রতা ঢুকবে না এবং ছাতু দীর্ঘদিন ভালো থাকবে।ছাতু দিয়ে নানাভাবে খাবার তৈরি করা যায়। ঠান্ডা পানিতে ছাতু, লবণ, লেবু ও পেঁয়াজ মিশিয়ে শরবত বানানো যায়। আবার দুধ, চিনি বা গুড় দিয়েও মিষ্টি ছাতু খাওয়া যায়।বাড়িতে তৈরি ছাতু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, পুষ্টিকর এবং বাজারের ছাতুর তুলনায় অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। নিয়মিত ছাতু খেলে শরীর শক্তিশালী থাকে এবং গরমের ক্লান্তিও কমে।

মহিলাদের শরীরের সুস্থ হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কত জেনে নিন

হিমোগ্লোবিন হল আপনার লোহিত রক্ত কণিকার প্রোটিন যা অক্সিজেন বহন করে।মেয়েদের শরীর সুস্থ রাখতে হিমোগ্লোবিন খুব গুরুত্বপূর্ণ।এই প্রোটিন, শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। তাই শরীরে হিমোগ্লোবিন কমে গেলে নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের শরীরে হিমোগ্লোবিনের স্বাভাবিক মাত্রা হলো ১২ থেকে ১৫.৫ গ্রাম প্রতি ডেসিলিটার ।

নয়া জামানা ঃ হিমোগ্লোবিন হল আপনার লোহিত রক্ত কণিকার প্রোটিন যা অক্সিজেন বহন করে।মেয়েদের শরীর সুস্থ রাখতে হিমোগ্লোবিন খুব গুরুত্বপূর্ণ।এই প্রোটিন, শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। তাই শরীরে হিমোগ্লোবিন কমে গেলে নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের শরীরে হিমোগ্লোবিনের স্বাভাবিক মাত্রা হলো ১২ থেকে ১৫.৫ গ্রাম প্রতি ডেসিলিটার ।
১২ এর নিচে হলে তা অ্যানিমিয়া বা রক্তস্বল্পতার লক্ষণ হতে পারে।১০,১১ হলে হালকা অ্যানিমিয়া
৮,১০ হলে মাঝারি অ্যানিমিয়া,৮ এর নিচে হলে তা গুরুতর অ্যানিমিয়া হিসেবে ধরা হয়।মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিকের সময় রক্তক্ষরণের কারণে অনেক সময় হিমোগ্লোবিন কমে যেতে পারে।মেয়েদের শরীরে হিমোগ্লোবিনের গুরুত্ব
১. অক্সিজেন সরবরাহ হিমোগ্লোবিন শরীরের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়।
২. শক্তি বজায় রাখা পর্যাপ্ত হিমোগ্লোবিন থাকলে ক্লান্তি কম হয় এবং শরীর সক্রিয় থাকে।
৩. মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছাতে সাহায্য করে।
৪. গর্ভাবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিন স্বাভাবিক থাকা মা ও শিশুর জন্য অত্যন্ত জরুরি।
৫. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রক্ত ভালো থাকলে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাও ভালো থাকে।হিমোগ্লোবিন কমে গেলে খুব দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়া, মাথা ঘোরা,শ্বাসকষ্ট,ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া,চুল পড়া ও নখ দুর্বল হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।হিমোগ্লোবিন বাড়ানোর জন্য লোহা সমৃদ্ধ খাবার পালং শাক, বিট, ডাল, কিশমিশ, খেজুর প্রোটিন ডিম, মাছ, মাংস,ভিটামিন ঞ্ব লেবু, কমলা, আমলকি; ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় যোগ করুন।গুড় ও ছাতু রক্ত বাড়াতে অনেক উপকারী। তাই সারসংক্ষেপে বলা যায়, একজন মহিলার সুস্থ শরীরের জন্য ১২, ১৫.৫ হিমোগ্লোবিন থাকা সবচেয়ে আদর্শ। এর কম হলে খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/9/2026 6:10 AM Page 16

আরব,ইরান সম্পর্ক ভাঙনের মুখে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ২৮ ফেব্রুয়ারি ভোরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যখন ইরানে তাদের সমন্বিত হামলা শুরু করে, উপসাগরীয় দেশগুলো তাতে উল্লাস প্রকাশ করেনি। বরং তারা চরম শঙ্কার সঙ্গে 'অপারেশন এপিক ফিউরি' নামের সামরিক অভিযান পর্যবেক্ষণ করেছে।বছরের পর বছর ধরে তারা এ মুহূর্তটি ঠেকানোর জন্য বিরাট কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তারা তেহরানের সঙ্গে আলোচনা বজায় রেখেছে, দূতাবাস চালু রেখেছে এবং বারবার এই আশ্বাস দিয়েছে; তাদের ভূখণ্ডকে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোনো 'লঞ্চপ্যাড' হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না।ইরান তার ক্ষেপণাস্ত্রের নিশানা এসব প্রতিবেশী দেশের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, তা কেবল ঐতিহাসিকভাবে কৌশলগত ভুলই নয়, বরং চরম নৈতিক ও আইনি ব্যর্থতা। এই পদক্ষেপ আগামী প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সম্পর্কের বিষিয়ে ওঠার ঝুঁকি তৈরি করেছে।

প্রকৃত সংযমের নজির

উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থার (জিসিসি) সদস্যদেশগুলো ইরানের শত্রু হিসেবে এ সংকটে জড়ায়নি। বরং বছরের পর বছর ধরে তারা ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যকার দ্বন্দ্বে অত্যন্ত সচেতনভাবে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়। সেই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপ ছিল ২০২৩ সালে চীনের মধ্যস্থতায় হওয়া ঐতিহাসিক স্বাভাবিকীকরণ চুক্তি এবং পুনরায় দূতাবাস চালু।

রিয়াদের ভাষ্য ছিল;সংঘাত নয়, আলোচনার মাধ্যমেই স্থিতিশীলতা সম্ভব। বর্তমান সংকট যখন ঘনীভূত হচ্ছিল, তখনো সৌদি আরব স্পষ্টভাবে তেহরানকে নিশ্চিত করেছিল যে ইরানের ওপর হামলা চালাতে তারা তাদের আকাশসীমা বা ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেবে না। সৌদি আরব তার কথা রেখেছে, কিন্তু বিনিময়ে সম্মানটুকু তারা পায়নি। মধ্যস্থতার জন্য বছরের পর বছরে চেষ্টা চালিয়ে গেছে কাতার। তারা হামাস ও ইসরায়েল এবং ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেছে। যখন খুব কম দেশই এগিয়ে এসেছিল, তখন দোহা ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার আয়োজন করেছিল এবং কূটনৈতিক সমাধানের জন্য জোরালো আহ্বান জানিয়েছিল।অন্যদিকে ওমান সেই নিভৃত মধ্যস্থতকারী, যাদের আলোচনার ওপর ভিত্তি করে যুদ্ধের আগমুহূর্ত পর্যন্ত একটি চুক্তির ক্ষীণ আশা বেঁচে ছিল। বোমা বর্ষণ শুরু হওয়ার আগের দিনও ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর আলবুসাইদি শান্তি 'হাতের নাগালে' আছে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন।ইরান নিজেও তাদের (জিসিসিভুক্ত দেশগুলো) আন্তরিকতাকে পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। ৫ মার্চ তেহরান প্রকাশ্যে সৌদি আরবের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তেহরানের সেই স্বীকৃতিই এখন ইরানের কর্মকাণ্ডকে আরও বেশি স্ববিরোধী এবং অমার্জনীয় করে তুলেছে।

বিস্ময়ে বাক্ রুদ্ধ এই অঞ্চল

উপসাগরীয় দেশগুলোর দীর্ঘদিনের এই সদিচ্ছার বিনিময়ে ইরান যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, তা খোদ যুদ্ধ শুরু করা দেশগুলোর ওপর চালানো হামলার চেয়েও অনেক বেশি ভয়ংকর। পরিসংখ্যান বলছে, যুদ্ধের শুরুর দিনগুলোতে ইরান ইসরায়েলের তুলনায় উপসাগরীয় দেশগুলোর দিকে দ্বিগুণের বেশি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং প্রায় ২০ গুণ বেশি ড্রোন ছুড়েছে।হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে, যে পথ দিয়ে বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ তেল এবং এলএনজির বড় একটি অংশ প্রতিদিন পরিবাহিত হয়। ইরানি হামলার হুমকিতে এই পথে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে, যা উপসাগরীয় জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশগুলোর সঙ্গে এশিয়া, ইউরোপ এবং এর বাইরের অর্থনীতির সংযোগকারী প্রধান ধমনিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সৌদি, আমিরাত ও কাতারের রপ্তানি কার্যত স্থবির হয়ে পড়ায় এবং বিমাবাজারে ধস নামায়, এই দীর্ঘমেয়াদি অচলাবস্থার আশঙ্কা ১৯৮০-এর দশকের 'ট্যাংকার ওয়ার'-এর স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে। (১৯৮৪,১৯৮৮ সালের সংঘাতের সময় ইরান ও ইরাক পারস্য উপসাগরে একে অপরের তেলবাহী জাহাজ ও বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা শুরু করেছিল, যা ট্যাংকার ওয়ার নামে পরিচিত)। এটি বিশ্বকে এমন এক অর্থনৈতিক ধাক্কার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যা সামলানোর কোনো পূর্বপ্রস্তুতিই কারও নেই।

অবৈধ, হঠকারী ও অগ্রহণযোগ্য

উপসাগরীয় দেশগুলোর সার্বভৌম ভূখণ্ডে ইরানের এই হামলা কেবল কৌশলগতভাবেই ভুল নয়; বরং আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতেও তা অবৈধ। তেহরান এসব হামলাকে বৈধতা দিতে যুক্তি দেখিয়েছে যে উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক ঘাঁটির উপস্থিতির কারণে ওই দেশগুলো বৈধ লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়েছে। তবে এই যুক্তি ধোপে টেকে না।জিসিসিভুক্ত দেশগুলো যুদ্ধের আগমুহূর্ত পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ইরানকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে তাদের ভূখণ্ড ইরানের ওপর হামলার জন্য ব্যবহৃত হবে না। ১ মার্চ জিসিসির বিশেষ মন্ত্রী পর্যায়ের বিবৃতিতে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছিল। পরে ৫ মার্চের জিসিসি-ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকেও বিষয়টি পুনরায় উল্লেখ করা হয়।ইরানের সঙ্গে যেকোনো উপসাগরীয় রাষ্ট্রের চেয়ে কাতারের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগ ছিল। সেই কাতার এসব হামলাকে 'বেপরোয়া ও দায়িত্বজ্ঞানহীন' বলে অভিহিত করেছে।

ফেরার পথ খোঁজা জরুরি

এখনকার সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো সুযোগ ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই পদক্ষেপ নেওয়া। কোনো শর্ত ছাড়াই এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি যুদ্ধবিরতির পথে হাঁটতে হবে।এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে সংকটময় পর্যায় ঘনিয়ে আসছে। ইরান ঘোষণা করেছে 'শত্রু চূড়ান্তভাবে পরাজিত' না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে।

লেবাননের হিজবুল্লাহ এবং ইরাকের মিলিশিয়াদের মতো ইরানের প্রক্সি গোষ্ঠীগুলো সক্রিয়ভাবে অভিযানে অংশ নিচ্ছে। প্রতিটি অতিবাহিত দিন সম্ভাবনার পথকে সংকীর্ণ করে তুলছে।

এখন যা জরুরি তা হলো;ওয়াশিংটন বা তেহরান একা যা করতে পারবে না, সেই 'অ্যাভিনিউ' বা ফেরার পথ তৈরিতে একটি সমন্বিত আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা। বছরের পর বছর ধৈর্যশীল ও নিরবচ্ছিন্ন কূটনীতির মাধ্যমে উপসাগরীয় দেশগুলো প্রমাণ করেছে যে ইরানের সঙ্গে সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কই ছিল তাদের প্রধান পছন্দ।

ইরান সেই পছন্দের বিপরীতে জবাব দিয়েছে ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে। তেহরানের জন্য এটি মনে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে যে আজ তারা যে প্রতিবেশীদের ওপর বোমা ফেলছে, তারাই তাদের মধ্যস্থতার দক্ষতা এবং বিশ্বব্যাপী প্রভাব ব্যবহার করে ইরানকে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের সবচেয়ে বড় সুযোগ দিতে পারত। ফেরার পথটি এখনই তৈরি করতে হবে, তবে সেই সুযোগের জানালা চিরকাল খোলা থাকবে না।

কংগ্রেসকে এড়িয়ে ইসরায়েলকে ২৭ হাজার বোমা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইরান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই ইসরায়েলের কাছে ২৭ হাজারের বেশি বোমা বিক্রির তোড়জোড় শুরু করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। বর্তমান ও সাবেক তিনজন মার্কিন কর্মকর্তার বরাতে এ তথ্য জানা গেছে। এসব বোমার বাজারমূল্য প্রায় ৬৬ কোটি ডলার।ইরানের নেতৃত্বকে নির্মূল এবং দেশটির ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক কর্মসূচি ধ্বংস করতে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলে দেশটিতে আগ্রাসন শুরু করে ইসরায়েল। অথচ গত জুনে মার্কিন হামলায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ধ্বংস হয়ে গেছে বলে দাবি করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর গত শুক্রবার রাতে এক বিবৃতিতে জানায়, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ইসরায়েলের কাছে এক হাজার পাউন্ড ওজনের ১২ হাজার বিশাল বোমাসহ অন্যান্য সরঞ্জাম 'জরুরি ভিত্তিতে বিক্রির' প্রয়োজনীয়তা দেখছেন। তবে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ট্রাম্প প্রশাসন এখন পর্যন্ত কংগ্রেসের কোনো অনুমোদন পায়নি।ইসরায়েলের কাছে যেসব অস্ত্র বিক্রি করা হচ্ছে, তার মধ্যে আরও রয়েছে ৫০০ পাউন্ড ওজনের ১০ হাজার বোমা ও ৫ হাজার ছোট আকারের বোমা। এসব অস্ত্র এবং এর আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম ও পরিষেবার বাজারমূল্য ৫০ কোটি ডলারের বেশি। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর অবশ্য তাদের ঘোষণায় এ বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করেনি।তবে পররাষ্ট্র দপ্তরের অস্ত্র হস্তান্তর বিভাগে কর্মরত সাবেক কর্মকর্তা জশ পল ও বর্তমান দুজন মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এগুলো জরুরি অস্ত্র বিক্রির অংশ। স্পর্শকাতর এ অস্ত্র লেনদেনের বিষয়ে কথা বলতে বর্তমান কর্মকর্তারা নিজেদের নাম প্রকাশ করতে চাননি।ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রিতে কংগ্রেসকে এড়াতে 'আর্মস এক্সপোর্ট কন্ট্রোল অ্যাক্ট'-এর অধীন ট্রাম্পের প্রশাসন প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করল।

এর আগে ইসরায়েলে অস্ত্র বা সামরিক সহায়তা পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রশাসন তিনবার কংগ্রেসের অনানুষ্ঠানিক অনুমোদনপ্রক্রিয়া এড়িয়ে গেলেও সে সময় কোনো জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়নি।এর আগে গত জানুয়ারিতেও কংগ্রেসকে এড়িয়ে ইসরায়েলে মোট ৬৫০ কোটি ডলার মূল্যের চারটি অস্ত্রব্যবস্থা পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছিল পররাষ্ট্র দপ্তর। সেই প্যাকেজে অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টার ও যুদ্ধযান অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ অস্ত্র বিক্রির বিষয়টি মাসের পর মাস ধরে কংগ্রেসের দুটি কমিটিতে অনানুষ্ঠানিক পর্যালোচনাধীন থাকলেও শেষ পর্যন্ত রপ্তানির প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পররাষ্ট্র দপ্তর।যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবছর ইসরায়েলকে ৩৮০ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা দেয়, যা দিয়ে ইসরায়েল অস্ত্র কেনে। এসব সমরাস্ত্র সাধারণত মার্কিন কোম্পানিগুলোর তৈরি হলেও সব সময় তা হয় না। অনেক সময় ইসরায়েল সরাসরি মার্কিন কোম্পানিগুলো থেকে নিজস্ব অর্থায়নেও অস্ত্র কিনে থাকে।২০২৩ সালে বাইডেন প্রশাসনও ইসরায়েলে অস্ত্র পাঠাতে দুবার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিল। এর মধ্যে একটি প্যাকেজে ১৩ হাজার রাউন্ড ট্যাঙ্কের গোলাবারুদ ও অন্যটিতে আর্টিলারি সরঞ্জাম ছিল। এ ছাড়া ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযান শুরুর পর দেশটিতে দ্রুত অস্ত্র পাঠাতেও দুবার এ জরুরি বিধান ব্যবহার করেছিল বাইডেন প্রশাসন।ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে ২০১৯ সালে ইরানের হুমকি দেখিয়ে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে ৮১০ কোটি ডলারের গোলাবারুদ বিক্রি করতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিল পররাষ্ট্র দপ্তর।

ইসরায়েলে এখন যেসব বোমা পাঠানো হচ্ছে, সেগুলো বিক্রির দুটি প্রস্তাবিত প্যাকেজ কংগ্রেসের অনানুষ্ঠানিক পর্যালোচনায় ছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দুটি কমিটি এখন পর্যন্ত সেগুলোর অনুমোদন দেয়নি। অস্ত্র চুক্তির ক্ষেত্রে এভাবে কংগ্রেসকে এড়িয়ে যাওয়ার সমালোচনা করেছেন বেশ কয়েকজন আইনপ্রণেতা।হাউস ফরেন রিলেশনস কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট সদস্য গ্রেগরি ডব্লিউ মিকস বলেন, ইসরায়েলের কাছে গোলাবারুদ পাঠানোর দুটি ক্ষেত্রে কংগ্রেসের পর্যালোচনা এড়াতে যেভাবে আর্মস এক্সপোর্ট কন্ট্রোল অ্যাক্টের জরুরি ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়েছে, তা এই প্রশাসনের যুদ্ধসংক্রান্ত যুক্তির মূলে থাকা চরম বৈপরীত্যকেই প্রকাশ করে।

পশ্চিম এশিয়ায় নজর দিল্লির ফিরলেন ৫২ হাজার ভারতীয়

তপ্ত পশ্চিম এশিয়া থেকে ঘরের ছেলেদের ফেরাতে কোমর বেঁধে নামল কেন্দ্র। গত এক সপ্তাহে উপসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ থেকে ৫২ হাজারের বেশি ভারতীয় নাগরিক নিরাপদে দেশে ফিরেছেন। শনিবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, নাগরিকদের সুরক্ষাই এখন সরকারের 'সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার'। ১ মার্চ থেকে ৭ মার্চের মধ্যে মোট ৫২ হাজার ভারতীয় দেশে ফিরেছেন, যার মধ্যে ৩২ হাজার ১০৭ জন এসেছেন ভারতীয় বিমানে। বাকিরা ফিরেছেন বিদেশি বিমানে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে সাউথ ব্লক। রণধীর জানান, আকাশপথ আংশিক খুলে যাওয়ায় নিয়মিত বিমানের পাশাপাশি বিশেষ চার্টার্ড বিমান চালানো সম্ভব হচ্ছে। আগামী দিনে বিমানের সংখ্যা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রের। বিশেষ করে ট্রানজিটে আটকে পড়া পর্যটক বা স্বল্পমেয়াদী সফরে যাওয়া ভারতীয়দের নিরাপত্তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। বিদেশের মাটিতে ভারতীয়দের সহায়তায় ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকছে হেল্পলাইন। নয়াদিল্লিতেও তৈরি হয়েছে একটি 'স্পেশাল কন্ট্রোল রুম'। জয়সওয়াল বলেন, 'সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সকল ভারতীয় নাগরিককে স্থানীয় প্রশাসন এবং ভারতীয় দূতাবাস বা উপদূতাবাসের নির্দেশিকা মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।' যেখানে বাণিজ্যিক উড়ান বন্ধ, সেখানে সরাসরি দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে নাগরিকদের। উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির প্রশাসনের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে যোগাযোগ রাখছে মোদী সরকার। দূতাবাসের আধিকারিকরা তৎপর রয়েছেন যাতে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কোনও ভারতীয়কে সমস্যায় পড়তে না হয়। পরিস্থিতির ওপর প্রতি মুহূর্তে নজর রাখছে বিদেশ মন্ত্রক। ফাইল ফটো।

বাংলাদেশের গ্রামে গানবাজনা নিষিদ্ধের ফতোয়া

প্রশাসনের চাপের মুখে ক্ষমা চাইলেন উদ্যোক্তারা

গ্রামের নাম তেররশিয়া পোড়াগ্রাম। সেখানেই জারি হয়েছিল অদ্ভুত এক 'ফতোয়া'। গানবাজনা করা যাবে না, বাজানো যাবে না কোনও বাদ্যযন্ত্র। এমনকি বিয়েবাড়িতে গান বাজলে সেখানে যাবেন না মৌলবিরা। চাঁপাইনবাবগঞ্জের এই ঘটনায় তোলপাড় শুরু হতেই আসরে নামল প্রশাসন। পুলিশের কড়া পদক্ষেপে পিছু হঠল মসজিদ কমিটি। জব্দ করা হল যাবতীয় লিফলেট ও ব্যানার। শেষমেশ প্রশাসনের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজেদের 'ভুল' স্বীকার করে নিলেন উদ্যোক্তারা। ঘটনার সূত্রপাত কয়েক মাস আগে। সমাজ সংস্কারের দোহাই দিয়ে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সেখানে সাফ জানানো হয়, 'গ্রামের সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে আজ থেকে আমাদের গ্রামে প্রকাশ্যে উচ্চশব্দে বাদ্যযন্ত্র বা গান,বাজনা সম্পূর্ণরূপে হারাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। এর পরেও যারা বাদ্যযন্ত্র বাজাবে, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বিজ্ঞপ্তির শিরোনামে বড় করে লেখা ছিল, 'গানবাজনা বা বাদ্যযন্ত্রমুক্ত সমাজ গঠনের সিদ্ধান্ত'। এরপর থেকেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল গ্রামের উৎসবের আনন্দ। নির্দেশিকাটি সামনে আসতেই প্রশাসনের নজরে পড়ে বিষয়টি। পুলিশ গ্রামে অভিযান চালিয়ে বিতর্কিত পোস্টার ও ব্যানারগুলি বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায়। ডেকে পাঠানো হয় মসজিদ কমিটির সদস্যদের। স্থানীয় প্রশাসনের চাপে অবশেষে সুর নরম করেন তাঁরা। মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, না বুঝেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 'প্রথম আলো' সূত্রে খবর, লিখিতভাবে ক্ষমা চেয়েছেন কমিটি সদস্যরা। সভা করে এই ফতোয়া প্রত্যাহার করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তাঁরা। গ্রামের প্রবীণদের কেউ কেউ এই নিষেধাজ্ঞাকে সমর্থন জানালেও ক্ষোভে ফুঁসছিলেন তরুণ প্রজন্ম। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, 'বিয়ে মানে আমোদ-ফূর্তির বিষয়। গানবাজনা সেখানে স্বাভাবিক বিষয়। এটিকে বন্ধ করানো যাবে না।' প্রশাসনের হস্তক্ষেপে গ্রামে ফিরেছে স্বাভাবিক পরিবেশ। মুক্ত হয়েছে সুর ও তালের সেই স্বাভাবিক অধিকার। যা নিয়ে এখন কার্যত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন সাধারণ গ্রামবাসীরা। ফটো প্রথম আলো থেকে নেওয়া।

ইরানের মিসাইল হানায় তছনছ ইজরায়েলের প্রধান তেল শোধনাগার, আশঙ্কায় আদানিরা

মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রে এবার সরাসরি টার্গেট ইজরায়েলের জ্বালানি ভাণ্ডার। শনিবার রাতে ভূমধ্যসাগরের তীরে হাইফা বন্দর সংলগ্ন ইজরায়েলের বৃহত্তম তেল শোধনাগারে একের পর এক মিসাইল আছড়ে ফেলল ইরান। তেহরানের এই বিধ্বংসী হামলায় কার্যত তছনছ হয়ে গিয়েছে গোটা শোধনাগার চত্বর। এই ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। বিশেষ করে শোধনাগারের ঠিক পাশেই অবস্থিত হাইফা বন্দর নিয়ে উদ্বেগের ভাঁজ ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠী আদানির কপালে। কারণ, এই বন্দরের সিংহভাগ মালিকানা রয়েছে গৌতম আদানির হাতে। শনিবার রাতের অন্ধকারে হঠাৎই

সাইরেনের শব্দে কেঁপে ওঠে হাইফা শহর। মুহূর্তের মধ্যে আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো আছড়ে পড়ে ইরানের মিসাইল। ইজরায়েলের মোট চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশ তেল সরবরাহ করা হয় এই 'বেজান গ্রুপ' পরিচালিত শোধনাগার থেকে। দিনে প্রায় ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ব্যারেল অপরিশোধিত তেল শোধন করার ক্ষমতা রয়েছে এই কেন্দ্রের। যুদ্ধের আবহে এই বিপুল ক্ষয়ক্ষতির ফলে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতিতে বড়সড় আঘাত লাগার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। হামলার দায় স্বীকার করে ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস সাফ জানিয়েছে, এটি ইজরায়েলি আগ্রাসনের পালটা জবাব। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান কড়া ভাষায় হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন, 'ইজরায়েল ও আমেরিকার হামলার কড়া জবাব দেওয়া হবে। আমরা আত্মসমর্পণ করব না।' তেহরান টাইমস ইতিউতি ছড়িয়ে পড়া আগুনের সেই লেলিহান শিখার ভিডিয়ো প্রকাশ করে দাবি করেছে, ইজরায়েল যেভাবে ইরানের তেল ডিপো লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল, এটি তারই বদলা। এদিকে হাইফা বন্দরের ঠিক পাশেই থাকা এই শোধনাগারের বিপর্যয়ে ঘুম উড়েছে আদানি গোষ্ঠীর। ২০২৩ সালে ইজরায়েলের গ্যাডোট গ্রুপের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই বন্দরের ৭০ শতাংশ শেয়ার কিনেছিলেন ভারতীয় শিল্পপতি গৌতম আদানি। এই বন্দর দিয়েই পশ্চিম এশিয়ায় তেল ও পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য রফতানি করা হয়। হামলার অভিঘাত এতটাই যে বন্দরের পরিকাঠামো বা কাজকর্মে বড় প্রভাব পড়ার আশঙ্কা বাড়ছে। এর আগেও গত বছর জুনে ইরানের হামলায় এই শোধনাগার কয়েক মাস বন্ধ ছিল। এবারও পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে একই আশঙ্কায় দিন কাটছে বন্দর কর্তৃপক্ষের। যদিও এই নির্দিষ্ট হামলা নিয়ে এখনও পর্যন্ত ইজরায়েল সরকারের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/9/2026 6:10 AM Page 17

ভেবেছিলাম সব স্বপ্ন শেষ', ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করে কাকে খোঁচা দিলেন সঞ্জু ?

সঞ্জু স্যামসন। ভারতীয় ক্রিকেটে বঞ্চনার আরেক নাম। প্রতিভা পাহাড়প্রমাণ। তুলনায় সুযোগ পেয়েছেন অনেক কম। যখন সুযোগ পেয়েছেন, তখনও খেলতে হয়েছে নিজের কমফোর্ট জোনের বাইরে বেরিয়ে। পারফর্ম করার পরও বাদ পড়েছেন। নিজের সেরাটা দেওয়ার পরও আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। আসলে সঞ্জু স্যামসন টিমম্যান। ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত মানেন। কোনওদিন অভিযোগ করেন না।

কিন্তু দেশকে বিশ্বসেরার পর হয়তো আবেগের আতিশয্যে একটু ভেসে গিয়েছিলেন। তাই বলে ফেললেন, বিশ্বকাপের ঠিক আগে আগে তাঁর মনে হয়েছিল, সব যেন শেষ হয়ে গিয়েছে, তাঁর স্বপ্ন শেষ। আসলে বিশ্বকাপের আগে ফর্মে ছিলেন না। ওই সময়টায় নানান উত্থান-পতনের সাক্ষী ছিলেন। নিজের পছন্দের জায়গা হারিয়েছেন। দল থেক বাদ পড়েছেন। নিউজিল্যান্ড সিরিজটা জঘন্য হয়েছিল। সঞ্জুর মনে হয়েছিল, হয়তো তাঁর সবটা শেষ। বিশ্বকাপের দলে থাকলেও হয়তো প্রথম একাদশে খেলা হবে না। কিন্তু ক্রিকেট ঈশ্বর ফের সুযোগ দেয় তাঁকে। দলের কম্বিনেশন আবার বদলায়। আবার সুযোগ পান সঞ্জু। একেবারে মরণ-বাঁচন ম্যাচে। হয়তো সেই ম্যাচটা তিনি খেলেন জীবনের শেষ ম্যাচ হিসাবেই। সেখানেই নিজের সেরাটা দিলেন।

তারপর সেমিফাইনাল, তারপর ফাইনাল। ৪ ম্যাচেই ভারতের সর্বোচ্চ স্কোরার তিনি। যোগ্য হিসাবেই টুর্নামেন্টের সেরা হয়েছেন কেরলমের যুবক। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হওয়ার পর স্যামসন বলছিলেন, তনিউজিল্যান্ড সিরিজের পর মনে হয়েছিল সবটা শেষ। আমার কেরিয়ার শেষ, আমার স্বপ্ন শেষ। ওই কঠিন সময়ে অনেকে আমাকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছেন। অনেক সিনিয়র ক্রিকেটারের সঙ্গে কথা বলেছি। শচীন স্যর সাহায্য করেছেন। তারপরই কামব্যাক।দ সঞ্জু বলছিলেন, এখন সবটা স্বপ্নের মতো লাগছে। কিন্তু এই স্বপ্নপূরণটা সহজ ছিল না। বহু উত্থানপতন দেখেছেন তিনি। তবে ফাইনালের পর যেভাবে স্বপ্ন ভাঙার কথা বললেন, সেটা কি কারও উদ্দেশ্যে খোঁচা? সে প্রশ্নের উত্তর অবশ্য মেলেনি।

এই আহমেদাবাদেই ২০২৩ সালে হৃদয়ভঙ্গ হয়েছিল ভারতের। সেই ম্যাচে ভারতীয় দলের অংশ ছিলেন জশপ্রীত বুমরাহ। সেই যন্ত্রণা আজও বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। ফাইনালে ম্যাচের সেরা হয়ে সেই যন্ত্রণার কথা শোনা গেল বুমরাহর মুখেও। তিনি বলছিলেন, তএখানে একটা ফাইনাল হেরেছি। আমি সেই দলের অংশ ছিলাম। আজ ফাইনালে ম্যাচের সেরা হতে পারে খুব ভালো লাগছে।

এই জয়ই বলে দিচ্ছে ভারতের দলগত দক্ষতা কতখানি', বিশ্বজয়ী সূর্যদের নিয়ে গর্বিত মোদি-মমতা

ক্রিকেট বিশ্বে এখন রাজত্ব শুধু ভারতেরই। বিশ্বজয় করে আরও একবার বুঝিয়ে দিলেন সূর্যকুমার যাদবরা। ফেভারিট হিসেবেই টুর্নামেন্ট শুরু করেছিলেন। মাঝে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে একটামাত্র ম্যাচ হারতেই ধেয়ে এসেছিল সমালোচনা। তবে নিন্দুকদের জবাব দিয়েই তৃতীয়বার দুনিয়া জয় করল মেন ইন ব্লু।

ভারতীয় দলের এহেন সাফল্যকে কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। টিম ইন্ডিয়ার জয়ে উচ্ছ্বসিত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবাসরীয় নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারত জিততেই এক্স হ্যান্ডেলে ভারতকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী। লেখেন, 'টিম ইন্ডিয়াকে অভিনন্দন। তোমাদের দুর্দান্ত বিশ্বকাপ জয় আমাদের গর্বিত করল।'

এফসি ওমেন্স এশিয়ান কাপে জাপানের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে হার সঙ্গীতাদের

মেয়েদের ফুটবলে ২০১১ সালে বিশ্বকাপ জয়ী দল জাপান। এএফসি ওমেন্স এশিয়ান কাপের ম্যাচে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে তাদের মুখোমুখি হয়েছিল ভারত। অন্যদিকে ভারত এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপে খেলার সুযোগই পায়নি। ফলে বলা যায় ২ দলের মধ্যে ফারাক আকাশ পাতাল। তবুও স্বপ্ন চোখে নিয়ে এএফসি এশিয়ান কাপে জাপানের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল ভারতের মেয়েরা। তবে ম্যাচে কার্যত অসহায় আত্মসমর্পণ করলেন ব্লু টাইগ্রেসরা। ১১-০ ব্যবধানে হেরে বিশ্বকাপে যাওয়ার বন্ধ হয়ে গেল ভারতের ত বলাই বাহুল্য। এএফসি এশিয়ান কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে চাইনিস তাইপেইয়ের বিরুদ্ধে জাপান ২-০ ব্যবধানে জিতেছিল। সেই ম্যাচের জাপান দল থেকে একাধিক বদল করেছিল জাপান, ভারতের বিরুদ্ধে। ম্যাচের প্রথম থেকেই দাপট ছিল জাপানের। ৪ মিনিটের মাথায় ইউজুকির গোলে এগিয়ে যায় জাপান। ১৩ মিনিটে গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে দেন হাসেগাওয়া। ২০ এবং ৩৫ মিনিট নাগাদ ২ টি গোল করেন হিনাটা মিয়াজাওয়া। ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় জাপান। প্রথমার্ধ শেষের একটু আগে পেনাল্টি থেকে সেইকে গোল করেন। ফলে প্রথমার্ধ শেষে ৫-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল জাপান। দ্বিতীয়ার্ধে ৪৭, ৫০, ৬৫ মিনিটে উইকি গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করে। ৫৬ মিনিটে সেইকি, ৬২ মিনিটে হিজকাটা, ৮১ মিনিটে হিনাটা গোল করেন জাপানের হয়ে। শেষ পর্যন্ত ১১-০ ফলে ম্যাচ হারতে হয় ভারতকে।

টি-২০ বিশ্বকাপের তারকাখচিত সমাপ্তি অনুষ্ঠান

রিকি মার্টিন-ফাল্গুনি পাঠকদের সুরে মাতল আমেদাবাদ!

টি-২০ বিশ্বকাপের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যেন তারকার মেলা। বলা যায় একেবারে চাঁদের হাট। যেখানে একদিকে যেমন রয়েছে আন্তর্জাতিক তারকা, ঠিক তেমনি অন্যদিকে রয়েছেন ভারতীয় তারকারা। যাকে বলে গ্লোবাল আইকনের সঙ্গে লোকাল আইকনের মেলবন্ধন। নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে মেগা ফাইনালের আগে হল জমজমাট এক মিউজিক্যাল শো। আর সেই শো মাতিয়ে দিয়ে গেলেন আন্তর্জাতিক থেকে ভারতীয় তারকা সঙ্গীত শিল্পীরা। পারফর্ম করলেন পুয়ের্তোরিকার জনপ্রিয় গায়ক রিকি মার্টিন। বিকেল ৫.৩০ মিনিট থেকে শুরু হয় সমাপ্তি অনুষ্ঠান। এছাড়াও ছিলেন ফাল্গুনী পাঠক এবং সুখবীর সিং। সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সূচনা করেন লোকাল গুজরাটি আইকন ফাল্গুনী পাঠক। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দেন ৫০ জন বলিউডি ডান্সার। এরপর অনুষ্ঠানে 'পাঞ্জাবি' ফ্লেভার যোগ করেন সুখবীর সিং। তারপর স্টেজ মাতান দুইবারের গ্র্যামি এবং পাঁচ বারের ল্যাটিন গ্র্যামি জয়ী গায়ক রিকি মার্টিন। ' রিভিশন ভিডা লোকা', ' কাপ অফ লাইফ ' একের পর এক জনপ্রিয় গানে দর্শকদের মাতান তিনি। প্রসঙ্গত ফাইনালের আগে মেগা পারফরম্যান্স রিকি মার্টিন বলেছিলেন ' খেলাধুলো এবং সঙ্গীত, মানুষকে একত্রিত করার এক অনন্য উপায়। আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ হল সেই ভাগ করা আবেগের একটি বর্ণময় উদযাপন। এমন একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের অংশ হতে পারাটা আমার কাছে ভীষণ সম্মানের বিষয়। যেখানে লক্ষ লক্ষ দর্শক অবিশ্বাস্য শক্তি এবং খেলার প্রতি ভালোবাসা নিয়ে একত্রিত হবেন। আমি সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে পেরে এবং এই ঐতিহাসিক স্টেডিয়ামে তথা বিশ্বজুড়ে সমর্থকদের সঙ্গে টুর্নামেন্টের রোমাঞ্চ উদযাপন করতে পারব ভেবেই দারুণ উত্তেজিত লাগছে। একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হবে! আমি উত্তেজিত।' প্রসঙ্গত ম্যাচ সন্ধ্যা ৭টার সময়ে শুরু হলেও স্টেডিয়ামের গেট খুলে দেওয়া হয় বিকেল ৩.৩০ মিনিটে। অন্যদিকে, বিকেল ৫.৩০ মিনিট থেকে শুরু হয় সমাপ্তি অনুষ্ঠান।

টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল ঘিরে আমদাবাদে হোটেল মালিকদের বিপুল লক্ষ্মীলাভ

টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল ঘিরে উত্তেজনার পারদ শিখরে। আর এই উন্মাদনার সুযোগ নিতে পিছিয়ে নেই টিকিট কালোবাজারি ও অসাধু ব্যবসায়ীরা। ভারত-নিউজিল্যান্ডের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচকে কেন্দ্র করে টিকিটের দাম ও হোটেলের ভাড়া আকাশচুম্বী। কালোবাজারিদের থাবায় বহুগুণ বেড়ে গেছে টিকিটের দাম। আর সুযোগ কাজে লাগিয়ে হাজার হাজার টাকা দর্শকদের থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে হোটেল মালিকরা। আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রবিবার ইতিহাস গড়ার অভিযানে নামবে আয়োজক ভারত। টি-২০ বিশ্বকাপের প্রথম দল হিসেবে টানা দুবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কীর্তি গড়ার হাতছানি তাদের সামনে। ম্যাচটি স্টেডিয়ামে বসে দেখতে মরিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এক লাখের বেশি দর্শক উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। যার মধ্যে নিঃসন্দেহে বেশিরভাগই থাকবে ভারতের দর্শক। টিকিটের চাহিদা সরবরাহের চেয়ে অনেক বেশি হওয়ায় মূল দামের ১৫ গুণেরও বেশি অর্থ খরচ করছেন ভক্তরা এই ম্যাচ স্টেডিয়ামে বসে দেখতে। 'বুকমাইশো' অনলাইন প্ল্যাটফর্মে দুই হাজার টাকা মূল্যের টিকিট কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এতে টিকিটের জন্য অন্য পথ খুঁজেছেন হাজারো সমর্থক। আর এই সুযোগটাই নিচ্ছে কালোবাজারিরা। টিকিট পুনর্বিক্রির বাজার পুরোপুরি দখলে নিয়েছে দালালরা। রয়টার্স তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, সাড়ে তিন হাজার টাকার টিকিট ৫৪ হাজারেও বিক্রি করা হচ্ছে! নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মুম্বাইয়ের এক ব্যবসায়ী রয়টার্সকে জানান ' অপেক্ষমাণদের তালিকা থেকে টিকিট না পাওয়ায়, ৩ হাজারের টিকিট আমাকে ৩৫ হাজার টাকায় কিনতে হয়েছে। টিকিট পুনরায় বিক্রির জন্য নির্দিষ্ট কিছু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও রয়েছে। সিরিয়াস হলেই কেবল আপনাকে সেখানে যুক্ত করা হবে। আর অগ্রিম অর্থ দিতে হয় যাতে ক্রেতারা সিদ্ধান্ত বদলাতে না পারে।' চড়া দামে টিকিট বিক্রি করায়

এক যুবককে আটক করেছে আমেদাবাদের পুলিশ। দিল্লির একজন জানিয়েছেন ' এমন পরিস্থিতি আমাদের জন্য নতুন নয়। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপেও অত্যধিক মূল্যে টিকিট কিনতে হয়েছিল আমাদের। ' টিকিট পুনরায় বিক্রির অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতেও দাম আকাশ ছুঁয়েছে। সেখানে একেকটি টিকিটের মূল্য ১১ হাজার টাকা থেকে শুরু। টিকিটের এমন উচ্চমূল্য সাধারণ সমর্থকদের জন্য দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে। কারণে এত দাম দিয়ে টিকিট কিনতে পারছেন না তারা। আবার প্রতারণার ফাঁদে পড়ার ঝুঁকিও রয়েছে। গুজরাট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (জিসিএ) জানায়, স্টেডিয়ামের বাইরে কী ঘটছে তাদের কোনো ধারণা নেই। জিসিএ-এর সচিব অনিল প্যাটেল রয়টার্সকে বলেন ' টিকিট বুকিং হয় কেবল বুকমাইশো অ্যাপের মাধ্যমে। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন কোনো ফিজিক্যাল টিকিট বিক্রি করে না। ' বিষয়টি নিয়ে আইসিসির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়ে ব্যর্থ হয় রয়টার্স। শুধু টিকিটই নয়, আমেদাবাদে হোটেল ভাড়া ১০ গুণ পর্যন্ত বেড়ে গেছে। উচ্চমূল্য হলেও স্টেডিয়ামের কাছের হোটেলগুলো পূর্ণ হয়ে গেছে। মুম্বাই-আমেদাবাদ হাইওয়ে এবং গান্ধীনগরের সাধারণ হোটেলগুলোর ভাড়া যেখানে সাধারণত ৪ হাজার টাকা থাকে, সেগুলো এখন ৪০ হাজার টাকা ভাড়া চাইছে। এক হোটেল মালিক বলেন ' এটাই আমাদের লাভ করার সেরা সময়। কারণ অনেক মানুষ ম্যাচটি দেখতে এখানে আসছে।' আরেকজন হোটেল মালিকের মতে, ভারত ফাইনালে না উঠলে মানুষের এত ভিড় হতো না। উল্লেখ্য ২ বছর আগের টি-২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে নিজেদের দ্বিতীয় শিরোপা জেতে ভারত। এবার নিজেদের মাঠে তৃতীয় ট্রফি ঘরে তোলার সুযোগ রয়েছে তাদের সামনে। আর নিজেদের প্রথম বিশ্বকাপের খোঁজে রয়েছে নিউজিল্যান্ড।

বিশ্বজয়ের পর জাপটে ধরে চুমু, ভরা মাঠেই মাহিকার সঙ্গে 'বিয়ে' সেরে ফেললেন হার্দিক

মাঠে এখন হার্দিক পাণ্ডিয়ার ছায়াসঙ্গী মাহিকা শর্মা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর মাঠেই হার্দিককে চুমু খেলেন মাহিকা। না, এখন আর শুধু বান্ধবী নন। মাহিকা এখন তাঁর 'স্ত্রী'। বিশ্বকাপ ফাইনালের পর মাঠেই তাঁকে 'মিসেস'-এর মর্যাদা দিলেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। ২০২৪ সালে নাতাশা স্তানকোভিচের সঙ্গে বিচ্ছেদের পথে হেঁটেছিলেন হার্দিক। তারপর জীবনে বহু উত্থানপতন এসেছে। তারপর তাঁর হাত ধরেছেন মাহিকা। এমনকী ছেলে অগস্ত্যর সঙ্গেও যথেষ্ট 'ভাব' মাহিকার। হার্দিকের ম্যাচ থাকলে স্টেডিয়ামে মাহিকাকে দেখা যাওয়াটাই নিয়মিত ঘটনা হয়ে গিয়েছে। সেমিফাইনালেও প্রেমিকের পুত্রকে কোলে নিয়ে ম্যাচ দেখেন মাহিকা। একসঙ্গে টেনশন করলেন, একসঙ্গে সেলিব্রেশনও করলেন। একযোগে গলা ফাটান হার্দিকের ভালোবাসার দু'জন মানুষ। এবার আরও এক পা এগোলেন হার্দিক। ফের বিশ্বকাপ জিতে ট্রফির সামনে হাত ছড়িয়ে চেনা ভঙ্গিতে 'পোজ' দিলেন তিনি। আর ধরা পড়লেন প্রেমিকার বাহুডোরে। মাহিকাও ভালোবাসায় ভরিয়ে দিলেন হার্দিককে। জড়িয়ে ধরে গালে চুমু এঁকে দিলেন তিনি। তারপর হার্দিক বললেন, তযেদিন থেকে মাহিকা আমার জীবনে এসেছে, তারপর থেকে আমার জীবনে সব কিছু ভালো হচ্ছে। আমি শুধু সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। মাহিকার কথা তো আলাদা করে বলতেই হয়। আমার স্ত্রী পাশে ছিল বলেই সম্ভব হল। হার্দিক আরও বলেন, তআমি আরও দশ বছর খেলতে পারব। আমি আরও ১০টা ট্রফি জিততে চাই। এই জয়টা আমার জন্য খুব আবেগের। কারণ দেশের লোকের সামনে বিশ্বকাপ জয়ের অভিজ্ঞতা দারুণ। আমি কাল থেকেই জানতাম, আমরা চ্যাম্পিয়ন হব। আমার আত্মবিশ্বাস ছিল, এর থেকে অন্য কোনও ফল হতেই পারে না। ঈশ্বর আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। চুপ করে নিজের কাজ করে যাও। তাহলেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া যাবে।

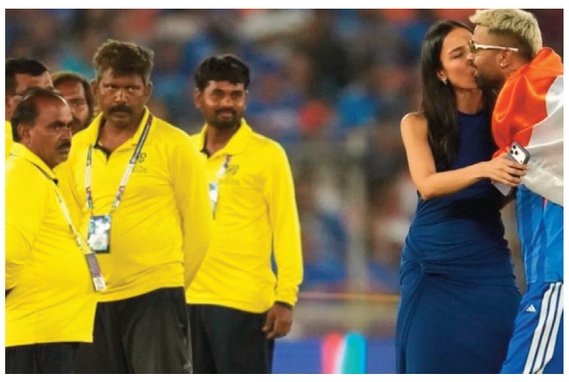

প্রফেশনাল কেরিয়ারের ৮৯৯ তম গোল মেসির

পারবেন হাজারের কোটা ছুঁতে!

ফুটবল ইতিহাসে আরেকটি মাইলফলকের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন লিওনেল মেসি। মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে গোল করে ক্যারিয়ারের ৮৯৯তম গোল পূর্ণ করেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। ইন্টার মায়ামি ২,১ ব্যবধানে হারিয়েছে ডিসি ইউনাইটেডকে। বাল্টিমোরের এমঅ্যান্ডটি ব্যাঙ্ক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচের ২৭তম মিনিটে দারুণ এক চিপ শটে গোল করেন মেসি। সতীর্থ মাতেও সিলভেস্তির পাস ধরে গোলরক্ষকের ওপর দিয়ে বল তুলে জালে পাঠান তিনি। এই গোলের মাধ্যমে ইন্টার মায়ামির হয়ে মেসির গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮০-তে। আর ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে তার ক্যারিয়ারের মোট গোল এখন ৮৯৯। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ৯০০ গোলের মাইলফলক থেকে মাত্র এক গোল দূরে দাঁড়িয়ে আছেন আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এই তারকা। মেসি তার ক্যারিয়ারের বড় সময় কাটিয়েছেন বার্সেলোনায়, যেখানে তিনি করেছেন ৬৭২ গোল। এরপর পিএসজির হয়ে করেছেন ৩২ গোল এবং আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে রয়েছে আরো ১১৫টি গোল। ম্যাচে প্রথমে এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। ১৭তম মিনিটে রদ্রিগো দি পলের দুর্দান্ত শটে লিড নেয় দলটি। এরপর ১০ মিনিট পর মেসির গোল ব্যবধান দ্বিগুণ করে। দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে ডিসি ইউনাইটেড। ৭৫তম মিনিটে তাই বারিবোর গোলে ব্যবধান কমালেও শেষ পর্যন্ত জয় ধরে রাখে ইন্টার মায়ামি। এই জয়ে এমএলএসের নতুন মৌসুমে তিন ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে দলটি। এখন ফুটবল বিশ্বের নজর মেসির দিকে; কারণ তার পরের গোলই হতে পারে ক্যারিয়ারের ঐতিহাসিক ৯০০তম গোল।

আইএসএলে মহামেডানের খারাপ পারফরম্যান্স অব্যাহত , টানা পঞ্চম ম্যাচে হার মহিতোষদের

চলতি মরশুমে আইএসএলে একেবারেই ভালো ফর্মে নেই মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। একের পর এক ম্যাচে তারা কার্যত মুখ থুবড়ে পড়ছে বলা যায়। অবস্থা যা তাতে করে এই বছর তাদের অবনমনের শঙ্কা রয়েছে। কারণ ঘরের মাঠে ফের হারতে হয়েছে সাদা কালো ব্রিগেডকে। এবার বেঙ্গালুরুর কাছে হারতে হয়েছে তাদের। ফলে পরপর ৫ ম্যাচে হারের মুখ দেখতে হল মহামেডানকে। প্রতি ম্যাচে হতশ্রী পারফরম্যান্স তাদের জারি। এই ম্যাচে ২-১ ব্যবধানে হারতে হয় তাদের। ম্যাচের প্রথম থেকেই দাপট ছিল বেঙ্গালুরুর। ২২ মিনিটের মাথায় রায়ান উইলিয়ামসের গোলে এগিয়ে যায় তারা। এরপর আক্রমণে গেলে ও মহামেডান কিন্তু গোলের দেখা পাচ্ছিল না। ৪১ মিনিট নাগাদ মোহনবাগানের প্রাক্তনী আশিক কুরিয়ানের গোলে ফের ব্যবধান বাড়ায় বেঙ্গালুরু। প্রথমার্ধ শেষে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছাল বেঙ্গালুরু। দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে মহামেডান।

৫১ মিনিটে মহিতোষ রায় গোল করে ব্যবধান কমান। এরপর লড়াই জমে যায়। বেশ কয়েকবার বেঙ্গালুরুর গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে বিপাকে ফেলেও গোলের দেখা পায় না মহামেডান। ফলে ২-১ স্কোরলাইনে ম্যাচ জিতে যায় বেঙ্গালুরু।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।